আউট অফ কেয়স কেম কসমস

শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস

পরিবেশক—সিগনেট বুক সপ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
১৪২।১ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা—২৯

শ্রীপঞ্চমী

১৪ই মাঘ, ১৩৬১

প্রকাশ করেছেন—

শ্রীমাধবেন্দ্র দাস ও কানাইলাল দাস

দাস এণ্ড সন্স,

১৮, এজরা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১

৮, পরাশর রোড,

কলিকাতা—২৯

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন—শ্রীঅমর দে

ব্লক প্রস্তুত করেছেন ও রূপ দিয়েছেন শ্রীযুত পরেশ ঘোষ

মহাশয়ের আন্তরিকতায় আর্টপ্রেস

বই বেঁধেছেন—কালিকা বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

মূল্য—৩৷৷৹

ছেপেছেন—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য,

দি নিউ প্রেস,

১, রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা—২৫

হে বিশ্ব মাতঃ !

তোমারই সৃষ্টিতে কেয়স, তাতেই ফোঁটাও কস্‌মস্‌ ; তুলে নিয়ে উৎসর্গ করলাম শ্রীচরণে। সেবায় লাগলে ধন্য হ'ব।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস

আউট অফ কেয়স
কেম কস্‌মস্‌

(উপন্যাস)

(১)

·গুড়ুম·　　·গুড়ুম　　·গুড়ুম·

অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণের মধ্যেও আততায়ীদের একখানা বর্শা আসিয়া হঠাৎ যুবকের মস্তক বিদ্ধ করিল।

ফিন্‌কি দিয়া রক্তের ধারা ছুটিতেছে, যুবকের তখনো ভ্রূক্ষেপ নাই, ঐ রক্তাক্ত অবস্থাতেই আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া আবার সে বন্দুক ছুড়িল গুড়ুম······ গুড়ুম ·····

বেগতিক দেখিয়া লুণ্ঠনকারীরা বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে পেট্রল ঢালিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া চম্পট দিল।

মুহূর্ত্ত-মধ্যে সর্ব্বভুকের লোলুপ-জিহ্বা প্রায় আকাশ স্পর্শ করিল।

দাউ-দাউ-দাউ······

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ধীর স্থির অচল অটল রক্তাম্বর-ধারী কে ও যুবক ?······

চতুর্দ্দশ পুরুষের বাস্তুভিটা রক্ষা-কল্পে মৃত্যুপণ করিয়াছে কে ও মৃত্যুঞ্জয় ?

পলায়নপর পিতা বৃদ্ধ বরদা ডাক্তার আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিলেন খোকা……খোকা—আ—আ—আ।

কোন উত্তর নাই।

ছোটভাই হিরণ্ময় অন্ধকারে চৌকাঠে হোঁচট খাইয়া পড়িতেই যুবক বেয়নেটের এক খোঁচা দিয়া তাহাকে অগ্নি-গণ্ডির বাহিরে ফেলিয়া দিল।

বাড়ীর সমস্ত লোক তখনও পলাইতে পারে নাই। যুবকের কানে একটী শব্দ আসিল—ঝপাং…………

যাক্ খুব বাঁচোয়া……

ছোটবোন স্নিগ্ধা বাড়ীর ছাদ হইতে পার্শ্ববর্ত্তী পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু মা কোথায় ? মা…… ?

নিশ্চয়ই আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে কিংবা……………

সাতপাঁচ ভাবিয়া যুবক ত্বরিৎপদে মায়ের অনুসন্ধানে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ঘুরিতে লাগিল, মা…মা…মা…

লুণ্ঠনকারীরা কোন্ ফাঁকে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে।

খবরদার !…

যুবকের মায়ের গাত্র স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই একটি গুলি আসিয়া তাঁহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে

সঙ্গে ধরাশায়ী মাতাকে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়া এক গণ্ডুষ জল চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সে মাতৃকার্য্য সমাধা করিল।

যুবক দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ও অনন্যোপায়।

আর সময় নাই।

নিজের বুকে বন্দুক চাপিয়া ঘোড়া টিপিল.........

নোয়াখালী জেলার ফেণী মহকুমায় বিখ্যাত গাঙ্গুলী বাড়ীতে সেদিন রাত্রে যে ঘটনা ঘটে তাকে উদ্দেশ ক'রেই বোধ হয় রবিবাবু লিখেছিলেন—'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'......

(২)

না—না—না,—সে কথা হ'তেই পারে না·· ···

অসম্ভবও নয় রমলা !

আমি কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না······

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এই রকম কথা কাটাকাটি হচ্ছিল তিনজন তরুণীর মধ্যে এমন সময় কিঙ্কর এসে তাদের সান্ধ্য মজ্‌লিসে বাধা দেয়।

ডায়মণ্ডহারবারের অনতিদূরে এক বাগান বাড়ীতে কিঙ্করের ক্লাব—“জাগৃহী”। সেক্রেটারী মিস্ সুরভি চ্যাটার্জ্জি। ক্লাবের মেম্বর ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী, কারণ কিঙ্করের মতে—‘না জাগিলে আর ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না’ তাই ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে মেয়েদেরও সাঁতার কাটা, মুগুর ভাঁজা, ডন, বৈঠক, কুস্তি, লাঠি, সড়্‌কী এমন কি বন্দুক ছোঁড়া পর্য্যন্ত শেখাবার ভার নিয়েছে কিঙ্কর নিজে।

সে বলে—আজকের দিনে বাংলার লোকেদের মত এ ভাবে বেঁচে মরে থাকার চেয়ে বীরের মত মরে বাঁচা-ই ভাল।

হ্যাঁ,···মজ্‌লিসে যে তর্ক চল্‌ছিল তার সূত্র হচ্ছে—কিঙ্করের প্রতি সুরভির কোন দুর্ব্বলতা আছে কিনা ?···অবশ্য, অশোকের যে একটা "স্পেশ্যাল ফ্যান্‌সি ফর সুরভি" আছে এটা তাদের হাব ভাবে অনেকেই অনেকটা ধরে নিয়েছে এমন কি কিঙ্করের চোখেও সেটা এড়ায়নি।

* * * *

—আচ্ছা, অহিংসাই যদি আপনার জীবনের একমাত্র ব্রত তবে আপনার হাতে হিংসাস্ত্র কেন ? সে দিন কিঙ্করের মুখের ওপর হঠাৎ প্রশ্ন করে বস্‌ল সুরভি।

কি—ওটা কি জানেন, আই মিন জানো ? বিনাশের উদ্দেশ্যে হিংসাস্ত্র, রক্ষার উদ্দেশ্যে নয়।

সু—আপনার সব কথাতেই একটা না একটা যেন হেঁয়ালী লেগেই আছে দেখছি—

কি—কি আর করব বলো ?—"জীবনটাই একটা মস্ত বড় সমস্যা। যার সমাধান আজ পর্য্যন্ত কেউ করতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না।

কিঙ্কর সেদিন সুরভির ব্যবহারে একটু বিচিত্রতা অনুভব করল।—তার দৃষ্টিতে যেন কিসের আভাষ··· ·····এবং এই প্রশ্নের অন্তরালে যে তার অন্য কোন একটা বিশেষ প্রশ্ন আছে কিঙ্কর সেটা নিশ্চিত বুঝতে পেরে সুরভি যখন তার গাড়ীতে কিঙ্করকে বাড়ী পৌছে দেবার প্রস্তাব করল তখন আর সে তাতে বিন্দু বিসর্গ আপত্তি না ক'রে বল্ল—চলো।

কিঙ্করের মতলব অন্ততঃ সে পরিষ্কার জেনে নেয়—'হাও-ফার অশোক অর সুরভি ওয়াজ য়্যাড্ভান্সড্'......

গাড়ীতে কথার মোড় ঘুরে গেল।

কিঙ্কর বল্ল—সংসারে আমি দেখছি, মেয়েরাই হচ্ছে য়্যাক্‌টিভ এজেন্ট আর পুরুষ হলো প্যাসিভ্।

অভিমানক্ষুব্ধ সুরভি মিনিট পাঁচেক্ চুপ করে থাকার পর বল্‌ল—থাক্ থাক্ খুব হয়েছে! কে কত সাধু, সে আমার সব জানা আছে। অত আর বড়াই করতে হবে না।

'ঘ্যাঁচ্—চ্—চ্' করে একখানা ট্যাক্সি এসে বাড়ীর গেটে থামতেই ভেতর থেকে অনর্গল প্রশ্ন হ'তে লাগল, কে কে কে—কে?

কিঙ্কর কাঁধের ওপর কোটটা ফেলে ডান হাতে মৃদু মন্দ তুড়ি ও মুখে এক অদ্ভুত শিস্ দিতে দিতে ডবল ডবল সিঁড়ি পার হয়ে দোতলায় উঠে প্রথমেই 'শুভ্রা'কে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে পর পর দু'টো চুমু দিল.........

শুভ্রাও কিঙ্করের গলা নকল করে একটু কেশে ও শিস্ দিয়ে ডাক দিল—মা! মা কিং এসেছে, কিং কিং।

মা, হরসুন্দরী দেবী তখন ত্রিতলে মদন গোপালের সান্ধ্যারতি ও জপ আহ্নিক নিয়ে ব্যস্ত।

ঘরে ঢুকে কিঙ্কর প্রথমে কি করবে কিছু ঠিক করতে না পেরে পায়ের স্যাণ্ডেল আর গায়ের কোটটাকে ফুটবলের মত দুদিকে দুটো শট্ করে খাটের ওপর নিজের দেহটাকে এলিয়ে

দিল। পর মুহূর্ত্তেই এক লাফে তেতলায় গিয়ে মা'র কাছে একেবারে সাধু।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায় শেষ করে হরসুন্দরী দেবী দেখলেন বাইরে কিঙ্কর। তার চোখে মুখে যেন একটা দুশ্চিন্তার ভাব।

কোন একটা অসুখ বিসুখের আশঙ্কায় তিনি একটু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পাঁজি দেখে বল্‌লেন—রাত দশটার পর একাদশী পড়েছে কিনা—তাই বোধ হয় তোর শরীরটা একটু খারাপ বলে মনে হচ্ছে, আজ রাত্রে আর ভাত খেয়ে কাজ নেই।

কিঙ্কর একটু হেসে বল্‌ল—মা, এই বিজ্ঞানের যুগে এখনও কি তোমার ঐ পাঁজি পুঁথির নজীর আর কিছুতেই গেল না?

—হায়রে কপাল! আজ দেশের এই দুর্দ্দিন কেন জানিস? একমাত্র শাস্ত্রকে উপেক্ষা করার প্রতিফল।

পথের ধূলোয় আজ মানুষে—কুকুরে এঁটো পাতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে এর একমাত্র কারণ ধর্ম্মের অবমাননা……

তন্ময় হয়ে কিঙ্কর মা'র কথাগুলো শুনে মনে মনে ভাবছিলো যে—বিশ্ব-জননী বোধ হয় কেন্দ্রীভূত হয়ে তার প্রতিটি কার্য্যে অনুপ্রেরণা দেবার জন্যে স্বয়ং ঘরে এসে হাজির হয়েছেন।

—মামীমা, বড়দা কোথায়? মা ডাক্‌ছেন—বলে একটা বছর দশেকের ছেলে ঘরে এসে ঢুক্‌ল।

কিঙ্কর গোবিন্দর হাত ধরে নাম্‌তে নাম্‌তে জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁরে, আজ আমার নামে কোন চিঠি পত্র আসেনি?

গোবিন্দ জামার পকেট থেকে একখানা খাম বের করে দাদার হাতে দিল।

খামের ওপর পোষ্টাল-ষ্ট্যাম্প "কৃষ্ণ নগর সিটি" দেখে কিঙ্কর প্রথমে বেশ খানিকটা ভড়কে গেল। এ যে নিশ্চয়ই কোন মেয়ের হাতের লেখা, এ বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই, তবে কে এই মেয়েটি?—ইভা, ইতি, রেখা, না বন্ধু অপূর্ব্ব? অপূর্ব্ব ছেলে হলেও তার হাতের লেখা অবিকল মেয়েদের মত।

ঠিক হয়েছে, তার এক কলেজ বন্ধু তন্দ্রা কৃষ্ণ নগর থাকে।

কম্পিত হস্তে খাম খুলে কিঙ্কর যা দেখল তাতে তার চক্ষু-স্থির—তন্দ্রা মৃত্যুশয্যায়, পত্র পাঠ চলে এসো............

বহুদিন ভুলে যাওয়া একটা ছবি হঠাৎ কিঙ্করের মনে জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠ্‌ল।

কিঙ্করের বয়েস তখন কুড়ি, সবে মাত্র এম্, এ পাশ করে বেরিয়েছে, তন্দ্রার বাবা জিদ ধরলেন কিঙ্করকে বিলেত যেতেই হবে, কারণ তন্দ্রা নাকি আই, সি, এস ছাড়া কাউকে বিয়েই করবে না প্রতিজ্ঞা করেছে।

কিঙ্কর এসে মার কাছে বিলেত যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি শুধু বল্‌লেন—তুই তো ছেলে নয়, আস্ত একটা শনি এসে আমার স্কন্ধে ভর করেছিস্ তা আমি বেশ জানি।

রাগে দুঃখে অভিমানে কিঙ্কর একদিন তন্দ্রার বাবাকে

স্পষ্টই শুনিয়ে দিল—আপনার ইচ্ছে যদি পূরণ করতে চান তবে মেয়েকে গীতা শেখান………………

*　　*　　*　　*

নিরূপমা সুন্দরী তন্দ্রা।

প্রকৃতি যেন তার সমস্ত সৌন্দর্য্য একেবারে উজাড় ক'রে মেয়েটির গায় ঢেলে দিয়েছে। তার দৃষ্টিভঙ্গী ও সুর-ঝংকারে বুঝি বিশ্বনাথেরও ধ্যান ভেঙ্গে যায়—মানুষ কোন্ ছার! কিন্তু এ হেন রূপকেও কিঙ্কর তুচ্ছ জ্ঞান করে শুনে তন্দ্রা তাকে 'ডাউন' করবার উদ্দেশ্যে একেবারে চিনে জোঁকের মত তার পেছনে লেগে রইল।

তন্দ্রার বাবা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রমেন্দ্র চৌধুরী আলিপুর থেকে বদলি হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিঙ্করের রুচিও অনেকটা বদলে যায়। তন্দ্রা কিন্তু আশা ছাড়ে না—তবে যন্ত্র যেখানে বিকল মন্ত্র সেখানে রুদ্ধ…………

কিঙ্কর মেতে উঠ্‌ল তার ক্লাব নিয়ে।

ফেলে আসা দিন গুলোর কথা একদম সে ভুলে গেল। কোন্ ফাঁকে চার চারটে বছরও উঁকি মেরে সাঁৎ করে সরে যাবার পর এক বৈশাখী রাতে হঠাৎ তন্দ্রার এই খবর………

কিঙ্কর যদ্দূর জানে তখনো তন্দ্রার বিয়ে হয়নি। তবে কিছু দিন হলো কিঙ্করেরই এক সহপাঠী নাকি তার প্রেমে পড়েছে—নাম মণীষ। খবরটা কিঙ্কর পায় হঠাৎ একদিন ডিব্রুগড় ষ্টেসনে দুই বন্ধুর দেখা হওয়াতে।

(৩)

রাত্ দশটা।

কিঙ্কর ইজিচেয়ারে চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটো টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে নাচাতে নাচাতে পাশের সেলফ থেকে একখানা ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে এলোমেলো ভাবে পাতার পর পাতা উল্টে চোখ বুলিয়ে যায়।

কি মনে হল হঠাৎ টেবিলের ড্রয়ার খুলে তন্দ্রার ও সুরভির এল্‌বাম্ দুটো পাশা পাশি রেখে বিজ্ঞ জজের মত রায় লিখ্‌তে বস্‌ল ঃ—'ওরে মন, ওরে শোন! যৌবন কহে ডাকি—আমি ফাঁকি; শুধু ফাঁকি···

শুভ্রা বাইরে চাৎকার করে মরছে — খোকা! খেতে দে······খেতে দে।

কিঙ্করের পিসীমা কল্যাণী দেবী শুভ্রার বাটিতে খানিকটা হালুয়া দিয়ে বেশ একটু তিরস্কারের সুরেই বল্লেন—কিঙ্কর! আগে শরীর না আগে পড়া? সেই থেকে এসে এখনও বুঝি কিছু খাবার সময় হলো না? দিন রাত বই মুখে করে বসে থাক্‌লেই কি পেট ভরবে?

পিসীমা তো আর জানেন না আজ কিঙ্কর কি বই

পড়ছে ! ইতিহাসের মধ্যে 'সুরাইয়ার' ছবি লুকিয়ে রেখে তার রূপ বিন্যাস করতে করতে কিঙ্করের ইংরিজী আওড়ানো শুনে সেদিনও পিসীমা তাঁর ছেলে গোবিন্দকে কি বকাই না বকেছিলেন—দেখ্‌তো তোর দাদা কেমন পড়ছে !

পিসীমার সঙ্গে সঙ্গে মা'র তাগিদ পেয়ে কিঙ্কর নীচে গিয়ে কোন মতে দুটো নাকে মুখে গুঁজেই একেবারে সোজা দোতলায়—।

চিরকালের অভ্যাসে তার আজ বাধা পড়ল।

শয্যা, যেন অগ্নি শয্যা.........

অন্যদিন বিছনায় শোবার সঙ্গে সঙ্গেই কিঙ্কর ঘুমিয়ে পড়ে আর সেই এক ঘুমেই রাত কাবার করে দেয় ; কিন্তু আজ তার একি হলো ! এই ওঠে, এই বসে—এই শোয়, এই গান গায়, নিজে নিজেই কথা বলে—নিজে নিজেই হাসে, শেষ পর্যন্ত কিঙ্কর পাগল হয়ে যাবে নাকি ?

ঢং ঢং ঢং—ঘড়িতে বারটা বেজে গেল।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে মা বাইরে বেড়িয়ে দেখেন কিঙ্করের ঘরে তখনো আলো জ্বল্‌ছে। বেশ একটু অবাক্ হ'য়েই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কিরে তুই এখনো ঘুমুস নি যে ?

—কিছুতেই ঘুম আস্‌ছে না মা, তাই একখানা বই পড়ছি।

মাথার দিকের জানালাটা খুলতেই কিঙ্কর দেখলো হঠাৎ একটা তারা তার চোখের সাম্‌নে খসে পড়লো .....

তবে কি তন্দ্রা ও ... ... ? ...ইম্পসিবল্।

আর বেশী ভাবতে পারে না কিঙ্কর।

টল্‌তে টল্‌তে বিছানায় গিয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে।

*　　　*　　　*　　　*

প্রাতঃকালীন চা'য়ের আসরে এসে যোগ দেয় সুরভি।

সু—একি এক রাত্রের মধ্যে যেন আপনি বিশ বচ্ছর এগিয়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে?

কি—এগোনো পেছোনো কি মানুষের হাত তুমি বলতে চাও? যাক্ একটা বিশেষ কাজে আজ এক্ষুণি আমি কৃষ্ণনগর যাচ্ছি। তুমি কিন্তু এদিকটা সব ম্যানেজ করে নিও, তাছাড়া তোমার ডান হাত অশোক তো রইলই, মানে ফাংসানের যেন কোন দিকে কোন রকম ক্রুটী না হয়, তাহলে কিন্তু ক্লাবের বদ্‌নাম হয়ে যাবে—বলেই কিঙ্কর আর একটুও কালবিলম্ব না করে সেখান থেকে উঠে পড়লো।

এইখানে তন্দ্রার একটু বিশেষ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

পূজোর ছুটিতে কলেজ বন্ধ।

দু'চার বন্ধু মিলে কিঙ্কর যুক্তি করল—চল্ এবার মুর্শিদাবাদে নবাব প্যালেসটা দেখে আসি। 'উঠ্‌লো বাই তো কটক্ যাই'—

রাত্রে কথাবার্ত্তা ভোরে ষ্টার্ট ...

মুর্শিদাবাদের গঙ্গা গ্রীষ্মের পদ্মার প্রপৌত্র হলেও গভীরতা তার খুব বেশী।

প্যালেস দেখে এসে কিঙ্করের সখ হলো নৌকোয় করে সে একবার "খোস্‌বাগ" টাও দেখে আসবে।

জোয়ারের মুখে নৌকো ছেড়ে দিয়ে ছইয়ের বাইরে বসে কয় বন্ধু মিলে গ্রাবু খেলায় মত্ত। হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজে সবাই চম্‌কে উঠে দেখে বিপরীত গামী বোটে বন্দুক-ধারী একটা মেয়ে জোরে নৌকো চালাবার জন্যে মাঝিকে খুব তাড়া দিচ্ছে। তার পেছনে সাহেবি পোষাক পরা এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে বার্ডসাই ফুঁক্‌ছেন।

গুড়্ গড়্!—কোত্থাও কিছু নেই হঠাৎ কিঙ্করদের নৌকোয় একেবারে হু হু করে জল উঠ্‌তে লাগল। এক কিঙ্কর ছাড়া তার বন্ধুদের মধ্যে অন্য কেউই তেমন সাঁতার জান্‌তো না। প্রাণ ভয়ে সবাই বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। কোন্ ফাঁকে মাঝি ও বন্ধুরা দেখা গেল সব সরে পড়েছে।

নৌকো ডুবু ডুবু, এমন সময় সেই বোট্‌টা কাছে আসতেই মেয়েটা বল্‌ল—দেখ্‌তো হরুয়া, হাঁসটা বোধহয় নৌকোর তলায় গিয়ে ঢুকেছে......

রমেন্দ্র বাবুর দুরদর্শীতাটা কিছু বেশী। তিনি বেশ বুঝলেন মেয়ের বন্দুকের বুলেট কিঙ্করদের নৌকোর তলা ফুটো করে দিয়ে বেড়িয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে কিঙ্করকে এক হেঁচ্‌কায় নিজের বোটে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই নিমজ্জমান নৌকোটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

হাঁসের আশা ছেড়ে দিয়ে তখন উভয় পক্ষের পরিচয়ের সম্পর্কটা কিছু ঘনিষ্ঠতর করার উদ্দেশ্যে রমেন্দ্র বাবু মাঝিকে শুধু হাল ধরে পেছনে গিয়ে চুপ করে বসে থাক্তে বল্লেন।

* * * *

প্রগতি যুগের প্রায় বেশীর ভাগ ছেলে মেয়েদের কাছে লজ্জা, ঘেন্না, ভয় বলে তিনটে কথাই বোধ হয় তাদের অভিধান থেকে একেবারে উঠে গেছে। তাই বাপ থাক্তে ওপর টপ্কা হয়ে মেয়েই আগে কথা বল্ল—আপনাকে এর আগে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?

কি—তা দেখতে পারেন, কিন্তু আপনার এ ঔদ্ধত্য আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পার্চ্ছি না। আজ যদি আমার হাতে ঐ রকম একটা বন্দুক থাক্তো তাহ'লে দুষ্কৃতকারীর যে কি শাস্তি হওয়া উচিৎ সেটা তাকে বেশ ভালরকম বুঝিয়ে দিতুম।

—আপনার ভদ্রতা জ্ঞান এবং কথাবার্ত্তা বলার ধরণে আমি বল্বো আপনি একটা আস্ত ই'য়ে......

রমেন্দ্র বাবু বাধা দিলেন—আহা চট্ছ কেন তন্দ্রা! মানুষমাত্রেই ভুল হয়ে থাকে।

লাফিয়ে উঠ্লো কিঙ্কর—তার মানে?

র—মানে, 'য়্যাক্সিডেন্ট ইজ য়্যাক্সিডেন্ট, তাকে এড়িয়ে চলার কোন রকম উপায় কারো নেই। সে যে কি ভাবে কোথা দিয়ে এসে কোন্ ফাঁকে কার ঘাড়ের ওপর চেপে

বস্‌বে সেটা—গড্ নোজ্। হ্যাঁ, তোমার নামটা তো এখন পর্য্যন্ত জানা হ'লো না ?

—এই গ্যাখো ! তুমি আমাদের ব্রজ কিশোরের ছেলে ? বেশ, বেশ, বেশ। তা—তোমার বাবা এখন কি করছেন ? কোথায় —কলকাতায় না দেশে ? ব্রজ কিশোর আমার বাল্য বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই তার ব্যবসার ওপর ভয়ানক ঝোঁক কিন্তু বাপ চায় ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে, তখন তুমি কোথায় ? সে অনেক কথা। তারপর আমি নিলাম সরকারী চাকরী। আজ এখানে কাল সেখানে ক'রে সেই যে আমাদের দু'জনের ছাড়াছাড়ি আজ পর্য্যন্ত 'কাকস্য পরিবেদনা'।—

—এটি আমার মেয়ে তন্দ্রা। ওর পাখী মারায় ভীষণ ঝোঁক ; চমৎকার কবিতা লেখে। এবার আনন্দবাজার পূজা স্পেশালে ওর ফাষ্ট ক্লাস একটা আর্টিকেল বেড়িয়েছে—অবশ্য ওকে এ লাইনে উদ্বুদ্ধ করার এণ্টায়ার ক্রেডিট হচ্ছে প্রফেসার দাসের এটা আমায় স্বীকার করতেই হবে। হ্যাঁ ভাল কথা, খুব শিগ্গীরই আমি বোধহয় আবার এখান থেকে বদলী হচ্ছি......

কিঙ্কর তন্দ্রার রূপগুণে যতখানি মুগ্ধ হয়েছিলো ঠিক ততখানি তার মনটা বিষিয়ে গেল প্রফেসার দাসের নাম শুনে। কারণ এটা ঠিক কিঙ্করের কথা নয় শাস্ত্র বলেছে—স্ত্রীয়া শ্চরিত্রং দেবাঃ ন জানন্তি ... তবু মনের ভাব সম্পূর্ণ

গোপন ক'রে একটু দেঁতো হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলো আপনি কি সুধু কবিতাই লেখেন ?

কথায় কথায় অনেক কথাই এসে পড়লো এবং শেষ পর্য্যন্ত রমেন্দ্র বাবু অন্ততঃ পূজোর ছুটিটা মুর্শিদাবাদে তাঁর বাসায় থেকে তন্দ্রাকে ইংরিজীটা একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার জন্যে কিঙ্করকে খুব করে ধরে বসলেন।

কি—আচ্ছা কাকাবাবু আমার এতে কোন আপত্তি নেই তবে বাবাকে রাজী করবার ভার কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার—সাত দিনের মধ্যেই আমার এখান থেকে বাড়ী ফেরবার কথা।

র—সে হবে'খণ। ব্রজকিশোর যদি শোনে তুমি আমার এখানে আছ তাহলে সে মহাখুসী-ই হবে, অবশ্য বল্‌তে পারিনা এখন সে অগাধ টাকার মালিক হয়ে সেই আগের মতই আছে না বদ্‌লে গেছে......

রমেন্দ্র চৌধুরীর এজ্‌লাসের বৃদ্ধ পেস্কার নৃসিংহ বাবু কি একটা জরুরী নথী নিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

কিঙ্কর একখানা হকি ষ্টিক ঘোরাতে ঘোরাতে বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢুক্‌তেই রমেন্দ্র বাবু ডাক্‌লেন—তনু! মা, তোমার মাষ্টার মশায় এসেছেন।

মাষ্টার এবং ছাত্রীর বয়সের সান্নিধ্য দেখে বৃদ্ধ আর নিজেকে চেক্ করতে পারলো না............

—স্যার, যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি..

—বলুন ..

—এই মেয়ের এই মাষ্টার··· ?

হো হো করে এক গাল হেসে রমেন্দ্রবাবু বল্লেন—আপনি দেখছি এখনো সেই পঞ্চদশ শতকেই পড়ে আছেন। আপনার ক্ষমতা আছে এ মেয়েকে কণ্ট্রোল করার ?

প্রশ্ন এবং উত্তর দুই-ই কিঙ্কর ঘরে ঢোকার পথে উৎকর্ণ হয়ে শোনে এবং সেই মুহূর্ত্তে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে বিশ্বাসের মূলে সে কখনই কুঠারাঘাত করবে না। সুতরাং আর বেশী ঢিল দিলে হয়তো কোন ফাঁকে নিজেকে একদিন হারিয়ে ফেলবে তাই পরদিন ভোরে কাওকে কিছু না বলে কিঙ্কর বাড়ী চলে গেল।

দুদিন পরে রমেন্দ্র বাবু কিঙ্করের বাবার একখানা চিঠি পান্। সেটা পড়ে তাঁর মাথা বড্ড গরম হয়ে ওঠে।

(৪)

তোমাকে তো আমি বার বার বলছি যে হয় রুড়কি গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড় আর না হয় এলাহাবাদে তোমার দাছু সরকারী উকিল, সেখানে গিয়ে ওকালতি পড়, তবু তোমার কল্‌কাতার এই বিষাক্ত হাওয়ার মধ্যে কিছুতেই থাকা হবে না। এ আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি—এক নিঃশ্বাসে কথা ক'টা বলে অশোকের বাবা সত্যহরিবাবু সোফার ওপর ধপ্ করে বসে পড়লেন ও ছেলের উত্তরের আশায় তার মুখের দিকে চেয়ে ঘন ঘন হাঁপাতে লাগলেন।

—কী, জবাব দিচ্ছ না যে? ওঃ বুঝেছি, তুমি তা হলে কিছুতেই ঐ ছুঁড়িটাকে ছাড়তে পারবে না, কেমন?

—কৈ হে ঘোষাল আছ নাকি? বলতে বলতে সত্যহরি বাবুর সমবয়স্ক এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওপরে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ বুঝে অশোক খস-ধাতু লঙ্...

...আজ কি আবার তোমার হাঁপানিটা কিছু বেড়েছে নাকি?

—আর বল কেন ভট্‌চাজ্, ঐ ছেলেই আমার কাল;

ওই আমায় শেষ পর্য্যন্ত খাবে। কিছুতেই শুয়োরটাকে বাইরে কোথাও পাঠাতে পার্চ্ছি না।

পঞ্চানন ভটচাজ্ সত্যহরিবাবুর কুলপুরোহিত, একটু আধটু এদিক ওদিক ঘট্‌কালীও করেন। রোজ সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত দাবা নিয়ে বসা তাদের একটা বাঁধা ধরা রুটীন।

আজ বছর খানেক হ'ল সত্যহরিবাবু বিপত্নীক। বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। ভট্‌চাজ তবু আশা ছাড়েনি, মাঝে মাঝে তাঁকে খোঁচায়—তুমি ঘোষাল আর একটা বিয়ে কর, আমি একটা মেয়ে টেয়ে দেখে দিচ্ছি। দেখবে—দুদিনে ছেলে সায়েস্তা হ'য়ে যাবে, কারণ সব রসের রস ঐ 'আদিরস' মানে এথি—এথি, বলে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর ঘর্ষণে ভট্‌চাজ বিশেষ একটা পদার্থের ইঙ্গিত করল।

স—নাঃ তোমার মাথায় দেখছি ঘৃতকুমারী দেবার দরকার হয়েছে ভটচাজ। আমি একটা হেঁপো রুগী, আজ আছি কাল নেই আর তুমি কি না বলো আবার আমায় একটা বিয়ে করতে —আরে ছিঃ ছিঃ! তার চেয়ে এক কাজ কর অশোকের জন্যে ঝাঁ করে একটা ভালটাল মেয়ে দেখে দাও দিকি হ্যাঁ, তবে তোমার ঐ পাশ করা ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে, রাস্তায় পুরুষদের ধাক্কিয়ে চলা মেয়ে আমি চাই না, এটা যেন সব সময় খেয়াল থাকে। অশোকের মা'র বরাবর ইচ্ছে ছিলো ছেলের বিয়ে দিয়ে একটি লক্ষ্মী ঘরে আন্‌বে।

কিন্তু আজ সে কোথায়? জানো ভট্‌চাজ, কথায় বলে ভাগ্যবান তাড়াতাড়ি মরে অভাগারে যমে ভয় করে—বলতে বল্‌তে বুড়োর গাল ব'য়ে দু'ফোটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

সে দিন আর দাবা ভাল জম্‌ল না। সত্যহরিবাবু বার বার ভুল চাল দিতে লাগলেন। ভটচাজ বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলল—ঘোষাল আজ তুমি বড্ড অপ্রকৃতিস্থ। আজকের মত তা হ'লে ওঠা যাক্ কী বলো? কৈ তোমার হুঁকোটা কোথায়? দাও এক টান দিয়ে যাই বলে গুড়্‌গুড়ির নলটা মুখে তুলে নিয়ে হাড় গোড় ভাঙ্গা 'দ'য়ের মত ঘরের এককোনে বসে ভট্‌চাজ ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দে আরামে দু'চোখ বুঁজে সুখটান দিতে লাগলেন।

* * *

অশোক বাড়ী থেকে বেড়িয়ে সোজা সুরভিদের ওখানে গিয়ে যখন খবর পেলো যে সে, সেই কোন সকালে বেড়িয়েছে এখনও ফেরে নি তখন সে ডেফিনিট ধরে নিলে যে কিঙ্কর ও সুরভি নিশ্চয়ই তাহলে কোথাও একটা 'প্লেজার ট্রিপ দিতে গেছে……কথাটা মনে হতেই অশোক একটু উন্মনা হয়ে পড়ল। মনে হল যেন তার পার তলা থেকে পৃথিবীটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। ক্লাবে যাওয়ার তেমন আর স্পৃহা রইল না, কারণ অশোকের অতিরিক্ত হামবাগগিরির জন্যে ক্লাবের অন্য কোন মেম্বারদের সঙ্গে ওর তেমন পোট

খায় না। শেষে কি আর করে; ৯ টার ট্রিপে একা একাই সিনেমা যাওয়া সাব্যস্ত করল।

রক্সীতে তখন একটা চমৎকার বই হচ্ছিল—টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরীর ফক্সের ছবি 'চেঞ্জ অব হার্ট'।

শো আরম্ভ হয়ে গেছে।

সেকেণ্ড ক্লাসের একখানা টিকিট কেটে অশোক যে নম্বরে গিয়ে বসল আগের 'রোয়ে ঠিক তার সামনের সীটে যিনি দর্শক অশোকের মনে হল নিশ্চয়ই কোন য়্যারিষ্ট্রোকেট ফ্যামিলীর আল্ট্রামডার্ণ লেডি হবে—কারণ তার চুলের গন্ধে মাদকতা আছে।

একেবারে বিভোর হয়ে অশোক চেয়ারে ঠেস দিয়ে গদির ওপর পা দুটো তুলে চোখ বুঁজে বসে রইল এব সেই অবস্থাতেই অন্ধকারে অন্ধকারে সে এক নতুন রাজ্যে চলে এলো যেখানে পর্দ্দার কোন সম্পর্ক নেই······

নাঃ—অসহ্য। অশোকের হাতে যদি এই সময় একটা রিভল্‌বার থাক্‌তো তা হ'লে হয়তো সে এক্ষুণি কিঙ্করের মাথাটা ছাতু করে উড়িয়ে দিতো কারণ তারই চোখের সামনে সে দেখছে সুরভির হাত দুটো ধরে কিঙ্কর মৃদুমন্দ দোলাচ্ছে আর বল্‌ছে চলো আমরা কিছু দিনের জন্যে বাইরে কোথাও ঘুরে আসি, এখানে আর মোটেই ভাল লাগছে না।

অশোক ব্যঙ্গ ক'রে যেন নিজের মনে মনেই বল্লো—ওঃ বাবা, এতদূর? একেবারে আপনি ছেড়ে তুমি···? কল্প-

লোকে যখন অশোক নিজেকে লুকিয়ে কিঙ্করের এই প্রেমালাপ শুনছিল তখন গদির ফাঁক থেকে একটা ছার-পোকা অশোককে কুট করে এক কামড় দিতেই ননসেন্স বলে ধর-মরিয়ে উঠে স্যাণ্ডেলে পা ঢোকাতে ঢোকাতে 'শো' শেষ হবার আগেই সে 'হল' থেকে বেড়িয়ে গেল।

রিক্সায় বসে বাড়ী ফেরার পথে অশোক ভাবতে লাগলো —পৃথিবীটা গোলাপ ফুলের বিছনা নয়। সুতরাং বাবার কথাই ঠিক। তবে আমি ল'ইয়ার কিছুতেই হ'তে চাই না কারণ ল'ইয়ারের উৎপত্তি লায়ার অর্থাৎ মিথ্যেবাদী শব্দ থেকে।

* * * *

কি শীত কি গ্রীষ্মি ভোর চারটেয় ঘুম থেকে ওঠা সত্য হরিবাবুর বরাবরের অভ্যেস। উঠেই তাঁর প্রথম কাজ হচ্ছে অশোকের ঘর থেকে আগের দিনের খবরের কাগজ-খানা নিয়ে এসে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেটা আবার দেখা। কারণ যত রাতই হোক সেদিনের খবরের কাগজখানা মুখের ওপর রেখে ঘুমোনো অশোকের একটা নাকি মস্ত বড় 'হবি'...

ঘরে ঢুকে সুইচ টিপতেই সত্যহরি বাবু দেখলেন একখানা দামী ভেলভেটের লেডি স্যাণ্ডেল অশোকের জুতোর পাশে...

'হোয়াট ইজ দিস্' ? —অশোককে ডেকে সত্যহরি বাবু জিজ্ঞেস করতেই সেও যেন একেবারে গাছ থেকে পড়ল। অবিকল ঐ স্যাণ্ডেল সেদিন আমি সেই মেয়েটার পায় দেখেছি'—রাগে কাঁপতে কাঁপতে সত্যহরি বাবু বল্লেন।

অ—তা হ'তে পারে বাবা! কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন আমি ঘুণাক্ষরেও এ সম্বন্ধে কিছু জানি না।

স—'তা হ'লে কি ডানা গজিয়ে ওটা উড়ে এসে ওখানে পড়েছে, তুমি বল্‌তে চাও? অশোক, আমি পিপড়ের পেট ব্যথা বুঝি আর এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারবো না মনে করেছ? যাক আমি তোমাকে এই লাষ্ট ওয়ার্ণিং দিচ্ছি—ঐ মেম সাহেব আবার যেদিন এই বাড়ী এসে ঢুকবেন সেই দিনই তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র। মনে থাকে যেন। আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি থেকে····· সত্যহরি বাবু কথাটা আর শেষ করেতে পারলেন না, একটা হাই-হিল জুতো পরে খট্ খট্ শব্দে সুরভি ওপরে আস্‌ছে দেখে মনের বিতৃষ্ণায় সেখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন। অশোকও তাড়াতাড়ি স্যাণ্ডেলটাকে লুকিয়ে ঘুমের ভান ক'রে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে আবার খাটের ওপর কাৎ হয়ে পড়ল।

ওদিকে 'শো' ভাঙ্গার পর সুরভি স্যাণ্ডেল পরতে গিয়ে দেখে তার একখানা স্যাণ্ডেল 'মিসিং'। এদিক ওদিক খুঁজে কোথাও সেটা না পেয়ে একটু হেসে বল্ল—চমৎকার! চেঞ্জ অফ হার্ট দেখতে এসে চেঞ্জ অব স্লিপার?

রাত সাড়ে বারোটা আন্দাজ বাড়ী ফিরে সুরভি পায়ের স্যাণ্ডেল দু'টো খাটের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে একটু আমের জেলীর সঙ্গে দু'পিস্ পাউরুটী, একটা

সন্দেশ ও এককাপ দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল। সে আজ খুব ক্লান্ত। কিঙ্করের মুখের ওপর সুরভি একথা বলতে পারেনি—যে তাকে বাদ দিয়ে একা সুরভির পক্ষে জাগৃহীর বার্ষিক অধিবেশনের কাজ সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তা ছাড়া—'তোমার ডান হাত অশোক তো রইলই'—এই বক্র উক্তির পর কিঙ্কর কৃষ্ণনগর থেকে কবে ফিরবে, কৃষ্ণনগরে কেন যাচ্ছে এবং সেখানে তার কে থাকে, এসব কথা জানবার ইচ্ছে বা আগ্রহ সুরভির মোটেই হয় নি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে যাবে, খাটের তলা থেকে স্যাণ্ডেল দুটো টানতেই সুরভি একেবারে থ। এ যে অশোকের শ্লিপার! গালে হাত দিয়ে সে বসে বসে ভাবতে লাগলো তা'হলে কি কাল লাষ্ট 'শো'এ অশোকও সিনেমায় গিয়েছিলো? কিন্তু হ'তে পারে না। ঢুকতে কি বেরুতে কোন সময়েই 'হলে' সুরভি অশোককে দেখতে পায়নি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুরভি নিজে নিজেই বোকার মত গত রাত্রের বিশ্রী ঘটনার কথা মনে করে খুব খানিকটা হাসলো।

এর গূঢ় রহস্যটা কী সেটা একবার জানা দরকার মনে করে,—অন্ততঃ ''অশোকের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে চা খেয়েই উঠে পড়ল সুরভি।

বি, কে, সান্ন্যাল কলকাতার একজন বেশ গণ্য মান্য ব্যক্তি। অনেক বড় বড় হোম্‌রা চোম্‌রা, রথী মহারথীকেও সময় বিশেষে তাঁর দ্বারস্থ হ'তে হয়। বালিগঞ্জে সাউদার্ণ এ্যাভিনিউএ এক বিরাট রাজপ্রাসাদ তুল্য বাড়ী। লক্ষ্মী সরস্বতী দুই বোনের চিরকালের ঝগড়ার মীমাংসা হয়েছে বুঝি—আমাদের এই ব্রজকিশোর বাবুর মাধ্যমে। ব্রজকিশোর বাবু একদিকে যেমন অগাধ পণ্ডিত অন্য দিকে তেমনি প্রভূত অর্থশালী। সংসারে এ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। সাধারণতঃ এই দেখা যায়—যিনি সরস্বতীর বরপুত্র তিনি লক্ষ্মীর কৃপাকণা থেকে প্রায়ই বঞ্চিত, আর যিনি ধনকুবের তাঁর প্রায়ই 'ক' অক্ষর গোমাংস……স্ত্রী হরসুন্দরী শিক্ষিতা জমিদার কন্যা। ঢাকার দুর্দ্ধর্ষ জমিদার চারু মজুমদার তাঁর একমাত্র মেয়েকে যখন সম্প্রদান করেন তখন একটু হাস্যচ্ছলেই ব্রজকিশোরের বাবাকে ব'লেছিলেন—বেহাই মশায় আমার এ কন্যা নয়—এ বন্যা। কথাটা তখন তিনি রহস্য ক'রে উড়িয়ে দিলেও তার সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন হরসুন্দরী দেবী তাঁর ঘরে আসার তিন মাস

পর থেকেই। বাস্তবিকই বন্যার মত হুড় হুড় ক'রে যে হঠাৎ কোত্থেকে এত অর্থের সমাগম হ'তে লাগলো তার হদিস তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা ক'রেও খুঁজে বার করতে পারেন নি।

হরসুন্দরী দেবী মাত্র তের বছর বয়সে পরের ঘরে গেলেও চারুবাবু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই মেয়েকে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রুতি, বেদ, গীতা, চণ্ডী ইত্যাদি সমস্তই পড়িয়ে তার মানে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কারণ তিনি বলতেন—যে হাত দোলনা দোলায় সেই হাতই জগত শাসন করে—কথাটা ধ্রুবসত্য।

যমের সঙ্গে আজীবন লড়াই করবার জন্যেই বোধ হয় বিধাতাপুরুষ হরসুন্দরী দেবীকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। প্রথম পর পর তিনটি সন্তানকে বিসর্জ্জন দেবার পর চতুর্থটিও যখন মৃত্যু-শয্যায় তখন পাগলের মত একদিন রাত্রে অষ্টপ্রহর উপবাসী থেকে একদৌড়ে শ্মশানকালীর কাছে গিয়ে মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি—মা তুই দিয়ে কেন আবার এ ভাবে কেড়ে নিস? ওরা তো আমার কেউই নয়, তোরই সব দাস। কি হ'লে তুই খুসী হস্ মা বল? এই নে —ব'লে নিজের বুক চিড়ে রক্ত দিয়ে মাকালীর পায়ে আলতা পরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন। ছেলের অসুখ টার্ণ নিল। আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে শেষে একদিন অন্নপথ্য ক'রলো। বাপ বল্লেন, ওর নাম থাক তা হ'লে

রঞ্জিত কারণ যমের সঙ্গে রণে ও জিতেছে। মা বল্লেন, না—ওর নাম কালীকিঙ্কর, কারণ ও মাকালীর দাস।

আজকালকার দিনে অতবড় নাম খারাপ শোনায় বলে স্কুল রেজিষ্টারে নাম উঠলো কিঙ্কর।

পরের সম্পত্তি যেন তাঁদের কাছে গচ্ছিত আছে এই মনে করে হরসুন্দরী দেবী কিম্বা ব্রজকিশোর বাবু ছেলের গায় একটু আঁচড় পর্য্যন্তও লাগতে দেন না বা ছেলেকে জোরে একটা কথা বলেন না। ছেলেও মা বাপের আদর্শে নিজেকে এমন ভাবে তৈরী ক'রে তুলতে লাগলো যাতে মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত লোকে বলতে পারে—'লাইক্ ফাদার, লাইক সন।'

* * * *

রমেন্দ্র চৌধুরী তখন ঢাকার ডি, এম। টঙ্গীতে কি এক খুনের মোকদ্দমায় জমিদারের ষড়যন্ত্র আছে বলে চারু বাবুর জামাই হিসেবে ব্রজকিশোর সান্ন্যালকে জড়িয়ে কলকাতা থেকে এ্যারেষ্ট ক'রে এনেছেন। সারা সহরে এবং গ্রামে হৈ হৈ পড়ে গেছে।—জমিদার বাবুর জামাই এক মার্ডার কেসে হাজতে। কেউ কেউ বল্লে—আরে বড় লোকের কাণ্ডকারখানা বোঝাই মুস্কিল। এ মন্তব্যও অনেকে পাস্ করলো—টাকার জোরে সব জল হ'য়ে যাবে দেখিস্। জমিদার বাবুর হিতাকাঙ্ক্ষী যাঁরা ছিলেন তাঁরা

বল্লেন, এ কিছু নয়, দুই বন্ধুতে বোধহয় একটু মন কষাকষি হয়েছে এটা তারই জের।

ম্যানেজার ধরণী বাবু কলকাতা থেকে বড় বড় ব্যারিষ্টার নিয়ে গেলেন মনিবকে জামীনে খালাস করবার জন্যে তা ছাড়া পুলিশ রিপোর্ট আসামীর অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও ম্যাজিষ্ট্রেট 'বেল' নাকচ করে দেন।

"বজ্র আঁটুনি—ফস্কা গেড়ো"—বলে একটা কথা আছে, একদিন রাত্রে চৌধুরী সাহেব কী মনে করে হঠাৎ নিজেই জেলারকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজকিশোর বাবুর 'সেলের' সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে? কী ব্যাপার?

রমেন্দ্র বাবু উত্তর দিলেন—ব্যাপার তোমার সেই চিঠি।

পরদিন এজ্‌লাসে ব'সেই মিঃ চৌধুরী রায় দিলেন—ব্রজকিশোর সান্ন্যালের বিরুদ্ধে পুলিশ তেমন কোন সন্তোষ-জনক প্রমাণ দিতে না পারায় তাকে ডিস্‌চার্জ্জ করা হল।

গম্ভীর হ'য়ে কাছারী থেকে বেড়িয়ে এলেন ব্রজকিশোর বাবু। ম্যানেজার ধরণী বাবু বল্লেন—লাখ টাকার দাবী দিয়ে দিন চৌধুরীর নামে এইবার একটা মানহানির নালিশ ঠুকে।............

উত্তরে ব্রজকিশোর বাবু শুধু বল্লেন—আমায় কিচ্ছু করতে হবে না। নিজের ভুল ও নিজেই একদিন বুঝতে পেরে পস্তাবে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মিঃ চৌধুরী মুমূর্ষু কন্যা তন্দ্রার বিশেষ অনুরোধে কিঙ্করকে যাবার জন্যে ঐ চিঠি দেয়। ব্রজকিশোর বাবু অবশ্য চিঠির কথা কিছু জানেন না।

কলকাতার শোভা বাজারের আদিত্য চাটুজ্জ্যে এককালে বনেদী বড়লোক ছিল। লোকে বলে নাকি আদি বাবুর ঠাকুরদাদা যখন বেঁচে ছিলেন তখন তাঁর বাড়ীর সিং দরজায় সাত সাতটা হাতী বাধা থাকতো। পাটের দালালী ও দু' দুটো চিনির কল খুলে বুড়ো নাকি রাতারাতি একবারে টাকার আণ্ডিল ক'রে ফেলে।

আদিত্য বাবু বিয়ে করেন এক প্রফেসারের মেয়েকে; নাম—তপতী দেবী, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির একজন গ্রাজুয়েট। বিদুষী ভার্য্যা হ'লে যা হয়, আদিত্য বাবুকে একেবারে ট্যাঁকে গুঁজে তপতী দেবী যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসেব, ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের সুদ কষা, কারখানার ওয়ার্কার্স্‌দের মাইনে কমান বাড়ান ইত্যাদি সকল কাজ নিজেই দেখাশুনা করতে লাগলেন।

মেয়ে সুরভি যেদিন বি,এ পাশ করে বেরুল সেইদিন থেকে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন তপতী দেবী।

কিঙ্করের বাবা ব্রজকিশোর সান্ন্যালের সঙ্গে এই আদিত্য বাবু কি ভাবে সখ্য সূত্রে আবদ্ধ হন এবং কালে কালে

দুই বন্ধু একেবারে হরিহরআত্মা হয়ে ওঠেন তার একটা চমৎকার ইতিহাস আছে। এক সময়ে আদিত্য বাবুর ৮০ খানা একশো টাকার নোট একেবারে উইএ খেয়ে নষ্ট করে দেয়। পুরো নম্বর একটারও পাওয়া যায় না। একদিক তো একদমই সাফ আর একদিকে কোনটার হয়তো শেষের দু'টো কোনটার তিনটে কোনটার চারটে করে সংখ্যা পাওয়া যায়।

এক আধটা নয় আট, আট হাজার টাকা। এখানে, ওখানে, ব্যাঙ্কে, পোষ্টাফিসে অনেক রকম চেষ্টা করেও যখন আদিত্য বাবু টাকাগুলো উদ্ধার করতে পারলেন না তখন তিনি একেবারে হাল ছেড়ে দিলেন। সেই সময় সুরভিই নিয়ে যায় আদিত্য বাবুকে তাদের ক্লাবের অর্গানাইজার কিঙ্করের বাবার কাছে। সমস্ত শুনেটুনে ব্রজকিশোর বাবু বল্লেন—আচ্ছা, পাঠিয়ে দেবেন নোট্‌গুলো. আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ্‌বো। আমার এক বন্ধু ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্। দেখি তাকে ধরে কদ্দূর কি করতে পারি।

আলীপুর থাকা কালীন কালেক্টার রমেন্দ্র চৌধুরীকে ধরে ব্রজকিশোর বাবু আদিত্য বাবুর এই এণ্টায়ার ৮ হাজার টাকা উদ্ধার ক'রে দেন। সেই থেকে সুরভি ও কিঙ্কর যে শুধু দুই বন্ধুর ছেলে মেয়ের মত হয়ে গেল তা নয়, হরসুন্দরী এবং তপতী দেবীও পরস্পর ভগিনী সম্বন্ধে আবদ্ধ হলেন। অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে সুরভি যখন তখন

কিঙ্করের বর্ত্তমানে কি অবর্ত্তমানে তার ঘরে ঢুকে বইগুলো ঘাঁটা, টেবিল হারমোনিয়ম খুলে গান গাওয়া, পিয়ানো বাজানো, এমন কি মাঝে মাঝে কিঙ্করের খাটে শুয়ে ঘুমনো পর্য্যন্ত সুরু করে দিলো।

কিঙ্কর কোন দিনই তার এসব কোন কিছুতেই বাধা দেয় নি। কারণ সে ভয়ানক চাপা। ঘুণাক্ষরেও নিজের মনের ভাব কোন দিনই সে জানতে দেয় নি সুরভিকে। তাই যেদিন সুরভি কিঙ্করের ঘরে বসে অর্‌গ্যান বাজিয়ে— 'হব চন্দন দেব কাননে'……গানখানা গাইছিলো আড়ালে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া গানটা শুনে কিঙ্কর কেবল একটু মুচকি হেসে বেড়িয়ে যায়।

কিঙ্করের আগমন এবং প্রস্থান সম্বন্ধে সেদিন কিছুই টের পায় না সুরভি, তবে গান শেষ করে ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে যখন কিঙ্করের কাকাতুয়াকে একটু আদর করতে যাবে তখন শুভ্রা আনন্দের আতিশয্যে দাঁড়ের ওপর কয়েকটা ডিগবাজী খেয়ে শিষ দিয়ে ল্যাজ নেড়ে একেবারে যেন হরসুন্দরীর গলা নকল ক'রে বললো—"খোকা এই বেড়িয়ে গেল, কাকে চাই? মা—আ—আ, খুকু—উ—উ।"

* * * *

পোষ মাসের মাঝামাঝি একদিন হরসুন্দরী দেবী ব্রজ-কিশোর বাবুকে বল্লেন—তিনি কামরূপে কামাখ্যা দেবীর মন্দির দেখতে যাবেন।

বেশ চলো—

শোক-জর্জ্জরিতা স্ত্রীর কোন আব্দারই তিনি কখনো অপূর্ণ রাখতেন না, উপরন্তু সময় সময় তাঁর ভারাক্রান্ত মনটাকে কিছু হালকা করাবার উদ্দেশ্যে ব্রজকিশোর বাবু নিজেই উপযাচক হয়ে বলতেন—অনেক দিন কোথাও বেড়ানো হয়নি—চল দু'দিন বাইরে থেকে ঘুরে আসি। ক্লাবের এ্যানিভার্সারী।

কিঙ্করের এখন নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, সে যাবে না।

দিনক্ষণ দেখে ম্যানেজার ধরণী বাবু সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার সব বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে দিয়ে বল্লেন, আমায়ও কি সঙ্গে যেতে হবে? আপনার আবার হার্টের অসুখ!

—না না, কোন দরকার নেই, বনমালী তো সঙ্গেই রইল, ব্রজকিশোর বাবু বল্লেন।

—সংবাদ পেয়ে আদিত্য বাবু ও তপতী দেবী এলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে। হরসুন্দরী দেবী তপতীর হাত দু'টো ধরে বললেন, দেখো বোন—পাগলাটা রইল।

ত—আপনি নির্ভাবনায় থাকুন দিদি, হয় আমি নয় সুরো নয় উনি রোজ একবার ছেড়ে দু'বার ক'রে এসে ওর খোঁজ খবর নিয়ে যাবো।

হ—অন্য তো কিছু নয় বোন, ওটা এমনি লাজুক যে ক্ষিদে পেলে খাবারটা পর্য্যন্ত চেয়ে খেতে পারে না .....

গাড়ীর আর বেশী দেরী নেই দেখে বাইরে ব্রজকিশোর বাবু একটু ছট্‌ফট্ করছেন—

ড্রাইভার রিষ্টওয়াচ দেখে ট্যাক্সিতে ষ্টার্ট দিয়ে দু'বার হর্ণ দিলে।

'ভট্—ভট্—ভট্—ভট ট্যাক্সির ইঞ্জিনটা যেন বলছে চটপট—চটপট।

বিরাট আনন্দমেলার মধ্যে একটু স্মিতহাস্যে হরসুন্দরী দেবী ও ব্রজকিশোর বাবু মোটরে গিয়ে বসলেন।

পাঁ্যাক্—পাঁ্যাক্ পাঁ্যাক্, মুহূর্ত্তের মধ্যে ট্যাক্সিটা মিলিয়ে গেল।

দিন পনেরো পরের কথা। কামাখ্যা থেকে ফেরার পথে পাণ্ডুঘাট ষ্টেশনে ষ্টীমারে কেবিনে উঠার সময় হঠাৎ কি রকম পা-টা শ্লিপ করে সিঁড়ি থেকে পড়ে যান ব্রজকিশোর বাবু। মাথায় একটা ভয়ঙ্কর চোট লাগে, হার্টের প্যাল্‌-পিটেসনও খুব বেড়ে যায়।

প্রাইভেট ষ্টীমার কোম্পানী। মেডিক্যাল এডের কোন ব্যবস্থা নেই। হরসুন্দরী দেবী বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। এমন কি হার্টফেল করার আশঙ্কায় খাঁচায় বদ্ধ পাখীর মত একবার এদিক একবার ওদিক করে ষ্টীমারের ডেকের চারদিকে ঘুরতে লাগলেন—কি জানি যদি কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়—

কলকাতা যাবে এমন বহু প্যাসেঞ্জার ষ্টীমারে উঠেছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য কেউ তাঁর পরিচিত নয়।

—নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে ব'লে মনে ক'রে, ডেকের যাত্রীদের মধ্যে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হরসুন্দরী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলো—মা, আপনি সেই থেকে এখানে কাকে খোঁজাখুঁজি করছেন? আপনাকে দেখে বেশ একটু উৎকণ্ঠিত ব'লে মনে হচ্ছে।

হ—বাবা আমার স্বামী বৃদ্ধ। এই মাত্র কেবিনে উঠার সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তিনি একটা সাজ্যাতিক আঘাত পেয়েছেন·········

—তা আপনি এতক্ষণ সে কথা আমায় বলেননি কেন? কই—চলুন চলুন। স্নিগ্ধা দেতো মা আমার ওষুধের ব্যাগটা বলে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক হরসুন্দরীর পেছন পেছন ওপরে উঠে গেলেন।

ব্রজকিশোর বাবু তখনও এক রকম সেন্সলেস অবস্থায় পড়ে আছেন।

প্রথম একটা ডোজ দেবার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ব্রজ-কিশোর বাবু চোখ চাইতেই দেখলেন তাঁর এক পাশে হরসুন্দরী দেবী অন্য পাশে এক অপরিচিত ভদ্রলোক বসে, তাঁর মাথায় হাত বুলোচ্ছেন।

দ্বিতীয় ডোজে যেন ভেল্কি খেলে গেল। মাঝ রাত্তিরে ব্রজকিশোর বাবু বেশ চাঙ্গা হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসতেই হরসুন্দরী দেবী একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

—জিজ্ঞাসু চোখে ব্রজকিশোর বাবু সেই অপরিচিত

বৃদ্ধের দিকে তাকাতেই তিনি হাত নেড়ে ইসারায় তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন পরে সব হবে, তাঁর পরে আরো একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

* * * *

ব্রজকিশোর বাবু বললেন "কানার পা-ই খানায় পড়ে'— ডাক্তার! তা না হলে তুমিই বা এ সময়ে এখানে মরতে আসবে কেন? তোমার এক ছেলে গেছে ব'লে অধৈর্য্য হচ্ছ—আমি পর পর তিন তিনটেকে বিসর্জ্জন দিয়ে দেখো চুপচাপ বসে আছি। ষ্টীমারের ভিতর ব্রজকিশোর বাবুর সঙ্গে বরদা ডাক্তারের এমন হৃদ্যতা হয়ে গেল যে শেষ পর্য্যন্ত হরসুন্দরী দেবী ডাক্তারকে দাদা ব'লে ডাকতে লাগলেন। আর বনমালীকে বললেন তুই শিগ্‌গীর গিয়ে নীচের থেকে ছেলেমেয়ে দুটোকে এখানে নিয়ে আয়।

স্ত্রী পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়ে বরদা ডাক্তার সেদিন রাত্রে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে ফেণী থেকে বেড়িয়ে প্রথমে কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করবার পর কিছুদিনের মত গৌহাটিতে এসে সেটেল্ করেন।

—স্নিগ্ধা মাঝে মাঝে বলে বাবা কলকাতায় চল, এখানে তোমার কিছু হবে না। বন্ধুরাও অনেকে পরামর্শ দেয়— আরে, তাই-ই যাও না—তুমি ডাক্তার মানুষ, তোমার আবার ভয় কিসের? অগ্রপশ্চাৎ অনেক বিবেচনা ক'রে বরদা বাবু শেষ পর্য্যন্ত কলকাতায় যাওয়াই ঠিক করলেন।

কী অপূর্ব্ব যোগাযোগ। কলকাতায় যাবেন ব'লে যে দিন বরদা বাবু ষ্টীমারের আশায় পাণ্ডুঘাটে অপেক্ষা করছিলেন ঠিক সেই দিনই সেই ষ্টীমারেই আসবেন বলে ব্রজকিশোর বাবুও স্ত্রীকে নিয়ে কামাক্ষ্যা থেকে ফিরলেন।

* * * *

সে আমি কিছুতেই শুনব না ডাক্তার! তোমাদের কিন্তু আমার ওখানে গিয়ে উঠতেই হবে—ব্রজকিশোর বাবু বার বার বরদাবাবুকে পেড়াপিড়ী করতে লাগলেন।

ডাঃ—আহা! আমিও তো তোমাকে কথা দিচ্ছি কল্‌কাতায় আমি যেখানেই থাকি তোমাদের সঙ্গে গিয়ে নিশ্চয়ই দেখা করব।

ব্র—কিন্তু তুমি এতে এত আপত্তি করছ কেন শুনি? আমার অত বড় বাড়ী ফাঁকা পড়ে আছে, স্বচ্ছন্দে তোমরা সেখানে গিয়ে থাকতে পার।—লাষ্টে ব্রজকিশোর বাবু যে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়্‌লেন তাতে আর ডাক্তারের কোন লজিক্‌ই খাট্‌লো না—তা হলে' তুমি কি বল্‌তে চাও—স্নিগ্ধা আমার মেয়ে নয়?— ঠিক হলো, উপস্থিত বরদা ডাক্তার ব্রজকিশোর বাবুর ওখানে গিয়েই উঠবেন পরে সুবিধে মত অন্য জায়গায় সিফ্‌ট্‌ করবার সময় যেন আর তিনি অন্য কোন রকম আপত্তি না তোলেন।

স্নিগ্ধা আস্তে আস্তে হরসুন্দরীর হৃদয়ের অধিকাংশ স্থানটুকুই দখল করে বসল। তিনি যেন তাকে

একেবারে চোখে হারাতে লাগলেন।—গাড়ীর সারা পথ ঘণ্টায় ঘণ্টায় কেবল টিফিন ক্যারীয়ার খুলে স্নিগ্ধা ও হিরণ্ময়কে এটা ওটা, সেটা খাওয়াতে লাগলেন তবু যেন তাঁর তৃপ্তি আর কিছুতেই হয় না। ষ্টীমারে বরদাবাবু উপস্থিত না থাক্‌লে মুহূর্ত্তের মধ্যে যে তাঁর কি অঘটন ঘটে যেত এ কথা কল্পনা কর্ত্তেও তিনি একেবারে শিউরে উঠেন।

কৃতজ্ঞতার প্রতিদান স্বরূপ হরসুন্দরী দেবী এদের কী করতে পারেন এই চিন্তায়ই তিনি সর্ব্বদা বিভোর।

হরসুন্দরী দেবী যতবারই স্নিগ্ধাকে দেখেন ততবারই একটা কথা তাঁর মনের গোপন কোনে একটু উঁকি মেরে আবার ধাক্কা খেয়ে সেখান থেকে ফিরে যায়। মুখে কিছু প্রকাশ করেন না অবশ্য এর মধ্যে এক ফাঁকে ব্রজকিশোর বাবু হরসুন্দরী দেবীর কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলেছেন কিঙ্করের সঙ্গে 'ফার্ষ্ট ক্লাস ম্যাচ' করে—কি বলো ?

কোথায় লাগে এর কাছে তন্দ্রা ?

'স্নিগ্ধা'—না: বাপের নাম রাখা সার্থক হয়েছে। স্বর্গের শাপ-ভ্রষ্টা উর্ব্বশী এই স্নিগ্ধা কি না জানিনা, তবে বিধাতা-পুরুষ যে অতি নির্জ্জনে বসে পরম যত্ন সহকারে এ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেছেন এটা ধ্রুব সত্য।

(৬)

অশোক সত্যচ্ছরি বাবুকে অনেক বলে ক'য়ে রাজী করিয়ে ডাক্তারী পড়বার জন্য বোম্বেতে মেডিকেল কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হলো।

সেকেণ্ড ইয়ারে বেশ খানিকটা নাম ক'রে ফেল্‌লো অশোক হস্‌পিটালের এক মুমূর্ষু মহিলাকে নিজের শরীর থেকে কিছুটা রক্ত দিয়ে। খবরের কাগজে সব হৈ হৈ পড়ে গেল—"নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে এক মহিলার জীবন রক্ষায় মিঃ এ, কে, ঘোষালের অপূর্ব্ব দান। সার্জ্জারীতে ফার্ষ্ট হ'য়ে ডাক্তারী পাশ ক'রে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ অশোককে ছ'বছরের জন্যে হাউস সর্জ্জেনের পোষ্টে নিযুক্ত করলেন।

*   *   *   *   *

রাত ১টা হস্‌পিট্যালের সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। অশোক একা নিজের চেম্বারে বসে, হাতে একখানা মেডিকেল জার্ণাল। বিদ্যুৎবেগে হঠাৎ একটি মেয়ে বেশ একটু ভীত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে সেখানে ঢুকেই একেবারে অশোকের টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করল—ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু!

আপনার কাছে এমন কি ওষুধ আছে যাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে মাতা-পুত্রের সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে?

কথাটা শুন্তেই অশোক মনে মনে ভাবলো এতো সামান্য মেয়ে নয়! একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্ল—হ্যাঁ আছে, কিন্তু তার আগে আপনার পরিচয় এবং এর মূলে কে সেটা কি জান্তে পারি? ভয় নেই আমি কাওকে কিছু প্রকাশ ক'রব না।—ডাক্তারের কাছে রোগ গোপন করবার কোন মানে হয় না।

লিডার সীতানাথের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন! চমকে উঠল অশোক—সীতানাথ! সে যে আমার 'বুজম্ ফ্রেণ্ড'। রিপনে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।

—তিনিই এই পাঁচ হাজার টাকার চেক্ দিয়ে কল্‌কাতার বাইরে আপনার এখানে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার!—টেবিলের উপর দু'টো ঘুঁসী মেরে উঠে পড়ল অশোক। তার মাথাটা বড্ড গরম হ'য়ে গেছে। বাইরের হাওয়ায় খানিকটা পায়চারী ক'রে ঘুরে বেড়াবার পর ঘরে ঢোকার পথে ভাবতে লাগলো—কি আশ্চর্য্য সে দিনও কল্‌কাতায় যখন সীতানাথের সঙ্গে দেখা সে আমাকে ছুঁয়ে দিব্যি করেছে যে সে জীবনে তখন পর্য্যন্তও কোন নারীকে স্পর্শ করেনি, কিন্তু এ কি!...

অফিসে ঢুকে অশোক মেয়েটীকে একটু ধমক দিয়ে বল্লো আপনি যে দুঃসাহস করেছেন সেটা বাস্তবিকই শাস্ত্র ও

নীতি বিরুদ্ধ তা ছাড়া কোন্ মহাপুরুষ যে আপনার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছেন তা আপনি জানেন বা বল্‌তে পারেন? সুতরাং আপনি বা আমি মাঝ পথে তার কণ্ঠ রোধ করবার কে, কী অধিকার আছে 'আমাদের'? মানুষ তার কর্ম্মের জন্য দায়ী জন্মের জন্যে নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—আমি আপনাকে হস্‌পিট্যালে য়্যাডমিট ক'রে নিচ্ছি আর একটা রিজার্ভ সিটও এলাউ কর্‌ছি। টাকাটা আপনি হস্‌পিট্যাল ফণ্ডে জমা ক'রে দিন।

*　　*　　*　　*

নার্স নম্বর সেভেন্টিন—পুষ্পদত্ত। তার স্পর্দ্ধাটা দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে অশোক বেশ লক্ষ্য করে। একদিন একটু নিরিবিলি পেয়ে, পুষ্প অশোকের হাতটা খপ করে ধরে ফেলল।......

—তুমি কি বল্‌তে চাও তা আমি সব জানি। তবে একটা কথা; এই মনের জোর নিয়ে তোমরা আবার যাও ছেলেদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিতে? পুরুষকার আছে ব'লেই তারা পুরুষ—এই রকম অনেক কথাই রাগের মাথায় অশোক সেদিন পুষ্পকে শুনিয়ে দিলে।

শেষে পুষ্প যখন দেখ্‌লো বেগতিক তখন আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে নিজের জীবনের সমস্ত কাহিনীটাই সে খুলে বললো অশোককে।—আমি আজ এভাবে এখানে কেন, তা জানেন? কার জন্যে আমার এই অধঃপতন তার একটুও খবর রাখেন? কে আমার এই জীবন নিয়ে

ছিনিমিনি খেলে আজ একজন মস্ত বড় সাধু সেজে বসেছেন বল্‌তে পারেন? সাধ্য কি আপনার আজ তার নামে একটা কথা বলে আপনি পার পেয়ে যান? হয়ত কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার লাঞ্ছনার আর শেষ থাক্‌বে না। বড় বড় বোল্ড টাইপে সে কী ফলাও করে আজ তার নাম খবরের কাগজে বে'রয়। বড় বড় মিটিংএ সে আজ লেক্‌চার দেয়। বড় বড় লোকের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে।

অ—সবই তো বুঝ্‌লাম, কিন্তু কে সে ভাগ্যবান?

পু—নাম শুনে আর কি করবেন বলুন? আমারই এক দূর সম্পর্কের দাদা, ডাক নাম হাবু, ভাল নাম সীতানাথ ভৌমিক।......

ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌লো অশোক। সে কাঁদবে না হাস্‌বে কিছুই ঠিক করতে পারলো না। মনে মনে কেবল ভাবলো সমাজের চোরা চাবিগুলোর সন্ধান তাহ্‌লে বুঝি একমাত্র ডাক্তাররাই জানে; তবে সাবাস মেয়ে সুরভি। সেদিন স্লিপারটা ফেরত্‌ দিতে এসে স্পষ্টই সে অশোককে বলেছিলো—এটা কিসের পূর্ব্বাভাষ জানেন?—আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি। যদিও অশোকের ইচ্ছাকৃত ত্রুটী সেটা মোটেই ছিলো না। নিশ্চই কোন মাতালের কাণ্ড। নেশার ঝোঁকে হয়তো পা-টা ছুঁড়েছে যার ফলে রক্সীতে সেদিন সেই বিভ্রাট।

কলিংবেল টিপ্‌তেই "হুজুর" ব'লে এক বুড়ো আর্‌দালী সেলাম দিয়ে এসে অশোকের সামনে দাঁড়ালো।

—বেড্‌ নম্বর সিক্স্‌টি।

কিছুদিন আগে হস্‌পিট্যালের এ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জেন ছ' মাসের ছুটি নেওয়াতে অশোকই তখন ফুল ইন্‌-চার্জ্জ।

নবাগতা মেয়েটির দিকে একটু স্পেশাল লক্ষ্য রাখার ভার পড়েছে নার্স দত্তের উপর, তাই পুষ্প ঘোরে ফেরে আর মেয়েটার কাছে গিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন কোরে তাকে একেবারে অস্থির ক'রে তোলে।

পুষ্প বেশ একটু অবাক হয়। মেয়েটার নামের আগে ডাক্তার বাবু মিসেস্‌ লিখেছেন কিন্তু তার মাথায় সিন্দুর কই?......

বর্ষাকাল। সকাল থেকেই আকাশ যেন একেবারে ভেঙ্গে প'ড়েছে। ঘড়িতে সাতটা পঁচিশ। এই মাত্র মেয়েটার ডেলিভারী হয়েছে। সদ্যজাত শিশুর তত্ত্বাবধানে আছে পুষ্প।

প্রসূতি যেন আর বাঁচে না। ভয়ানক হেমারেজ হচ্ছে! রোগীর মাথার গোড়ায় ব'সে ডাক্তার খালি ঔষধের পর ঔষধ বদল ক'রে চলেছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। রোগীর চোখে মুখে ক্রমশঃই কে যেন একেবারে কালি ঢেলে দিতে লাগ্‌লো।

ফের কি একটা ওষুধ আনার জন্যে অশোক চেম্বারে গিয়ে ঢুক্‌তেই পিয়ন এসে তার হাতে কতকগুলো চিঠি দিয়ে

গেল, তার মধ্যে অশোক দেখ্‌লো একখানা হলুদ মাখান কার্ড। সেটা পড়তে পড়তেই অশোক রোগীর ঘরে এসে ঢুকলো—সীতানাথ তাকে লিখেছে—ভাই ; ১৭ই আষাঢ় সোমবার চেত্‌লায় এক রিটায়ার্ড জজের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে। তোর কিন্তু ওদিন আসাই-চাই।

সব ভোট ভোণ্ডুল হ'য়ে গেল অশোকের। তার মাথা একদম পাজল্‌ড হয়ে গেছে। কর্‌বে রাম করে বসল রহিম··· রোগীকে কী একটা ইন্‌জেকসন দিতে গিয়ে মাত্রার ব্যতিক্রম করে ফেল্‌ল।

—একি ! হঠাৎ আপনি এতো উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লেন কেন ডাক্তার বাবু ? ওটা কার চিঠি ?···

পুষ্পের প্রশ্নের উত্তরে অশোক কেবল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে এ চিঠিখানা কার জানো ?—আমার বন্ধু, তোমার হাবু দাদা, এর মাষ্টার, ওর বাপ—বিধাতার অভিশাপ !

বিশ্রী একটা অন্তর্জ্জালাতে অশোক নিজেই নিজের মাথার চুল দু হাতে খানিকটা ছিড়ে, তার হঠাৎ রোগীর কথা মনে পড়তেই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রোগীর নাড়ীটা দেখেই তার চিত্তি চড়ক গাছ।···

পরদিন।

শিশুকে কোলে নিয়ে পুষ্প অশোকের সামনে এসে দাঁড়ালো, তার হাতে একখানা দরখাস্ত।

—একি তুমি যে হঠাৎ চাক্‌রীতে রেজিগ্‌নেসন দিচ্ছো, তার মানে ?

—আপনার ঐ চিরকুমার বন্ধুর বিরূদ্ধে এই শিশুকে নিয়ে কোর্টে দাঁড়াব বলে। দেবেন তো একটা সাক্ষী ?

৭

জাগৃহীর বার্ষিক অধিবেশন।

রিটায়ার্ড জজ মিঃ সুজিৎ লাহিড়ী সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন। ক্লাবের বর্ত্তমান এবং ভূতপূর্ব্ব প্রায় সমস্ত মেম্বাররাই এসে যোগ দিয়েছে কারণ ভ্যারাইটি এণ্টারটেইনমেণ্টের একাংশ একটি ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনয়ে ক্লাবের প্রত্যেক মেয়েরাই কিছু না কিছু পার্ট নিয়েছে। নাটিকার সাব্জেক্ট ম্যাটার হচ্ছে এক সাঁওতাল পরিবার।.........

স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হ'য়েছে। মাকু তার স্বামী মেওয়ালালকে মেরেছে। মাকুর বাবা মেয়ে জামাই হু'টোকেই ধরে এনেছে জমিদারের কছে। বাবু! তুই এর একটা বিচার করে দে। মেয়ে মারবে জামাইকে? অমন মেয়ে আমি চাই না—

জমিদার বাবু মাকুকে বল্লেন, কী রে তোর যখন ওর সঙ্গে বনিবনাও হয় না তখন কী তুই ওকে ছেড়ে দিবি? মাকু একবার আড়চোখে মেওয়ালালের দিকে তাকিয়ে বল্লে— তা ও যদি ছেড়ে দেয়, তবে আমিও দেবো।

—জমিদার বাবু ফের মেওয়ালালকে বল্লেন—কী রে ও যখন তোর কথা শোনে না তোকে মারধর করে তখন কী তুই ওকে ছেড়ে দিবি ?

মেওয়ালাল একবার আড়চোখে মাকুর দিকে তাকিয়ে বল্লে—তা ও যদি ছেড়ে দেয়, তবে আমিও দেবো। তখন জমিদার বাবু মাকুকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কাল তুই ওকে মেরেছিলি কেন ? মাকু বল্লে একটু খেয়েছিলাম।

জ—বেশ ওকে মারার জন্যে তোকে পঁচিশ টাকা জরিমানা করলাম। মেওয়ালাল ট্যাঁক থেকে পঁচিশটা টাকা বের ক'রে জমিদার বাবুর হাতে দিয়ে মাকুকে বল্ল—চল্।

জমিদার বাবু একেবারে "থ"—একি রে ? ও তোকে মারল আর তুই ওর জরিমানার টাকা দিচ্ছিস্।

মে—কেন দেবো না বাবু ? তোদের মত তো আমরা সভ্য নই, তোরা দিস্ মনে দরদ, আমারা দিই পিঠে। পিঠের দরদ মদ্ খেলেই চ'লে যায় কিন্তু মনের দরদ তুষের আগুনের মত ভেতরে ভেতরে চিরকাল ধোঁকাতে থাকে............

সঙ্গে সঙ্গে ক্ল্যাপ......মেওয়ালালের বাকী কথাগুলো সব চাপা প'ড়ে গেলো।

মাকুর পার্ট করেছে সুরভি আর মেওয়ালাল রমলা। সভাপতি মহাশয় রমলার পার্ট দেখে খুব খুসী হয়ে তাকে একটা সোনার মেডেল দেবেন ব'লে ডিক্লেয়ার করলেন।

এইবার জাগৃহীর ফাউণ্ডারের স্পিচ্। বক্তৃতা দিতে উঠে প্রথমেই তিনি বল্লেন—তুচ্ছ ঝুটের অন্তরালে যেখানে উচ্চ ঝুটের রাশি সেখানে আমার মত লোকের নীরব থাকাই সমীচীন।......

ফুটন্ত তেলে যেন বেগুন ছাড়া হ'লো। সীতানাথ বাবু বেশ বুঝলেন যে এটা তাঁকেই য়্যাটাক করে বলা হয়েছে। তিনি তাঁর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর হাত ধরে উঠে সোজা মোটরে গিয়ে বস্লেন। দর্শকদের মধ্যেও বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। অনেকেই—ব্যাপার কী ভেবে যেন খানিকটা ভ্যাবা চ্যাকা মেরে গেল।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের প্রোগ্রাম :—স্বর্গের এক সাহিত্য আসর—চৌকির ওপর ফরাস পাতা।......

তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে এক ভদ্রলোক আধশোয়া অবস্থায় একেবারে ঝুঁকে পড়ে যেন কি করছেন। তাঁর মুখে লতানে গোঁফ ও ঢেউ খেলানো দাঁড়ি.........

খানিক পরে সুট বুট পড়া, গোঁফ দাঁড়ি কামানো চুরুট মুখে এক ভদ্রলোক এসেই একেবারে সোজা সেই আধশোয়া ভদ্রলোকটির পাশে বসে পড়্লেন।

—কী ভায়া কি হচ্ছে?

—এই একটা ছবি আঁকছি।

—সে কি? তুমি বইলেখা ছেড়ে দিয়েছো? এখন আর উপন্যাস টুপন্যাস কিছু লেখো না?

—চরিত্রহীনের জায়গা কোথায় বল? তা ছাড়া যত ভাল ক'রেই লিখি স্থানাভাব বলে মাসিকগুলো ফেরত দেয় আর বলে এসব পুরোনো প্লট, নূতন কিছু থাকে তো পাঠাবেন। তাই এবার সাহিত্যিক হবার আশা ছেড়ে দিয়ে শিল্পী হবো ভেবেছি। দেখ্‌ছো না এই কলমটাকে উল্টে নিয়ে তুলি বানিয়েছি। তারপর তোমার খবর কি?...

—আমারও তোমার মতই অবস্থা।......কোত্থেকে একদল ভুঁইফোড় উঠে বলে কিনা এখনও যার 'ই' 'ঈ' জ্ঞান হয়নি সে আবার কবিতা লিখবে কি? যদি ব্যাটার একবার দেখা পেতাম তো ....

—ধরা পড়ার ভয়ে দাঁড়ি গোঁফ সব কামিয়ে ফেলেছি আর বৈজ্ঞানিক হবার আশায় আইনষ্টাইনের এই চুরট নিয়ে দেখ্‌ছো না বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিচ্ছি!—তা তুমি অত মন দিয়ে কিশের ছবি আঁক্‌ছো?

—আধুনিক সাহিত্যিকদের.........

—কই দেখি? বলে সুট পরা ভদ্রলোক কাগজটা টান দিতেই দেখলে একটি গাধা আঁকা। তখনও তার ল্যাজ দেওয়া হয়নি।

—এ কি হে! সাহিত্যিক কোথায়? এ যে গাধার ছবি!

—নাঃ তুমি দেখছি বড্ড তড়্‌বড়ে। ষ্টেপ্‌ বাই ষ্টেপ্‌ তো হবে।

আগে চার পেয়ে দিয়ে হাতটা একটু মক্স করে নিচ্ছি। জান না বাঁদরের পরেই মানুষ।

এই সব আলোচনার মধ্যে তুলি দিয়ে কান খোঁচাতে খোঁচাতে এক ফাঁকে শিল্পীর গোঁফ দাড়ি খুলে পড়তেই সুট পরা ভদ্রলোক যেন ভূত দেখে চম্‌কে উঠলেন—আরে শরৎ ভায়া যে! চুপচুপ হল্লা করো না। খবর পেলে এখুনি সিনেমা কোম্পানী তেড়ে আসবে ··আর তুমি কে হে ছোকরা? এতবড় তোমার দুঃসাহস? তুমি আমার নাম ধরে ডাক।

সুট পরা ভদ্রলোক চুরুটটা নামিয়ে কৌতূহলবশতঃ গোঁফ দাড়িটা মুখে লাগাতেই শিল্পী লাফিয়ে উঠলো—ওঃ রবি দাদা

—এই যে প্রফুল্ল, এসো এসো। তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম। একি তোমার গালে ও দাগ কিসের?

—আর বল কেন? চা-পানের বিরুদ্ধে সেদিন বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম, একটা মেথর রেগেমেগে এককাপ গরম চা আমার মুখে ঢেলে দিয়েছে।

হ্যাঁ, জগদীশটা কোথায় গেলো? ছেলেকে মেয়ে করবার শীগগিরই একটা উপায় বের করুক নইলে তো আর বাংলা সাহিত্যকে বাঁচান যায় না।···

খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। জগদীশকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সে নাকি সুভাষ বোস 'জীবিত কি

'মৃত' তার ক্লু্ বের করবার জন্যে ওয়ার্ল্ড-টুরে বেরিয়েছে।

—আপনি যে এখানে একা গালে হাত দিয়ে বসে সাগর দা ?

—দেশের কি দুর্দ্দিনই এলো, তাই বসে বসে ভাবছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ নবীন! শোন শোন—রঙ্গ আর হেমটাকে একবার আমার কাছে চট করে পাঠিয়ে দাও তো !

—আজ্ঞে তারা তো অনেকক্ষণ বেড়িয়েছে। মেনকার নাচের ভেতরে কোন নতুন প্লট পাওয়া যায় কিনা তারই রিসার্চ্চে।

—এই যে বঙ্কা, মধু্ কোথায় ? মধু— ?

—সে তো আজ ক'দিন হ'ল টি, বি, হস্‌পিট্যালে এড্-মিসন নিয়েছে।

—দেখলে দ্বিজেন! তখনই আমি তোমায় বলেছিলাম যে 'শাল গাছের ছাল কখনো তালগাছে জোড়া লাগে না···

এইবার বাছাধন বুঝুন কি রকম তার ঠ্যালাটা।

সবাই হাঁ করে প্লে দেখছিলো হঠাৎ একটা নীরস ঘটনা ঘটে গেল।

—সুরু হ'ল শঙ্করের প্রলয় নাচন। এই বইএর লেখক কে ? তার নামে আমি মানহানি মোকদ্দমা করব।

ঝাল ঝোপ্পা পরা এক কিম্ভূত কিমাকার দ্বিপদ ষ্টেজের ওপর উঠে বলল লেখক আমি—জী, সরকার।

—আরে গণপতি তুমি! তুমি আবার ম্যাজিক ছেড়ে বই লিখতে সুরু করলে কবে থেকে?

—আজ্ঞে ধরাচূড়ো ছেড়ে মোহন যবে থেকে নেংটি এটে লাগে। অবশ্য সে লেগেছিল বলেই না আজ দেশের হাওয়া পালটে গেছে, তবে আমি আমার সাবেক চাল কিন্তু ছাড়ি নি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি তো অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা দেখাতে। ধুলোকে টাকা করতে পারতে!··

—আজ্ঞে এখন আর তা পারি না, তবে মানুষকে জানোয়ার করতে পারি।···

আচ্ছা দেখুন এইবার আপনাদের ভেতর থেকে ক'য়েক জনকে উড়িয়ে দিচ্ছি···

প্রশ্ন—সাম্‌নে কি দেখছেন বলুন তো?

উঃ—একদল রাম ছাগল।

প্রশ্ন—তার তলায় কি লেখা?

উঃ—ইউ হ্যাভ বিগ বিয়ার্ড বাট নো ব্রেইন।

এইবার দেখুন তো, আপনাদের ভেতরে কাকে কাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? সকলেই চুপি চুপি যে যার মত নিজের নিজের বুকে হাত দিয়ে নাড়ী টিপতে টিপতে সেখান থেকে দৌড়। কিঙ্কর গণপতির আর স্নুরভির দাদা চিন্ময় চমৎকার শঙ্করের পার্ট করেছে।

ড্রপসীন পড়তেই সভাপতির ভাষণ দিতে উঠে মিঃ

সুজিত লাহিড়ী বলেন—জীবনে অনেক সভাসমিতিতেই যোগ দিয়েছি আর হাকিমিগিরি করতে করতে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বহু জটিল সমস্যার সমাধানও নিত্যি নতুন রহস্য জ্ঞান ভেদে আত্মনিয়োগ করেছি কিন্তু সমস্তই যেন মনে হয়েছে সেই খাড়া বড়ি থোর আর থোর বড়ি খাড়া। আজ 'জাগৃহীর' এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে যা দেখলাম ও যা শুনলাম সেটা যে এক কথায় শুধু বলবো অপূর্ব্ব তা নয় অভূতপূর্ব্ব।

দ্বারভাঙ্গার বসন্ত সেন একজন ঝুঁধে উকিল। কোন্ লাট সাহেবের জন্মদিনে নাকি গভর্ণমেণ্ট তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধি দিতে গেলে তিনি সেটা ফিরিয়ে দেন। বলেন স্বাধীন ব্যবসা ক'রতে এসে পরাধীনতার অনন্ত শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছি আর এ বোঝার উপর শাকের আটীটাও বইবার শক্তি নেই। তাঁর একমাত্র মেয়ে কেয়া।

গরমের ছুটিতে কেয়া একবার 'মন্দার হিলে' বেড়াতে যায়। কল্‌কাতা থেকে সুরভির দাদা চিন্ময়ও তখন সেখানে আসে তার এক বান্ধবীকে নিয়ে শিকার ক'রতে।

মনিংওয়াকে বেড়িয়ে কেয়া যেদিন ছেলেমানুষের মত পাথরের একটা টুকরো নিয়ে পাহাড়ের গায় নিজের নামটা খোদাই করে এলো, ঠিক সেই দিনই শিকারের আশায় চিন্ময় জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে উপস্থিত। নাম পড়ে একেবারে অবাক হ'য়ে যায় চিন্ময়। মনে মনে ভাবে "কেয়া"—মানে আমার জীবন নদীর খেয়া।

আন্দাজে চিন্ময় নিজের স্মৃতিপটে কেয়ার বয়েস ও রূপ-লাবণ্যের একটা আউট লাইন টেনে নেয়—কাল এর সঙ্গে

দেখা করতেই হবে, য়্যাট্ এনি কষ্ট্। বাস্তবিকই পরের দিন কেয়ার সঙ্গে 'মন্দার হিলে' চিন্ময়ের দেখা।

প্রথমে দু'জনে আলাপ, পরে অফুরন্ত হাসি ও গল্পশেষে দেখা গেল কেয়ার কোলে চিন্ময়ের মাথা।

চুম্বকের মত কে কাকে আকর্ষণ ক'রেছে বলা মুস্কিল অবশ্য—চিন্ময় একটি গন্ধ বিহীন পলাশ। লেখা পড়ায় সে কোন দিনই বিশেষ সুবিধের নয় তবে বেশ টল্ ফিগার, দোহারা চেহারা, পাকা ডালিমের মত রং, নাকটি বেশ টিকল, চোখ টানা টানা যাকে এক কথায় বলা যায় দিব্যি সুপুরুষ! বাংলা দেশের মেয়েরা অনেকেই যেমন আজও ভগবানের কাছে কার্ত্তিকের মত ছেলে কামনা করে তেম্নি চিন্ময়ের মত স্বামীও অনেকের কাম্য!

দ্বারভাঙ্গায় চাক্রীর অজুহাতে চিন্ময়ের আজকাল আর মোটেই ফুরসত নেই। প্রতি সপ্তাহেই সে কল্কাতার বাইরে বেড়িয়ে যায়।

বন্ধুরা টিট্কারী দেয় হাওড়া টু দ্বারভাঙ্গা একটা মান্থ্লি টিকিট কেটে নে না?

* * * *

কেয়ার মা চিন্ময়ের সঙ্গে তার মেয়ের এই অবাধ মেলা মেশা মোটেই টলারেট্ ক'রতে পারেন না। এমন কি সেদিনও বুড়ো মেয়েকে ধরে বেশ খানিকটা উত্তম মধ্যম দিয়েছেন—কারণ তার অপরাধ সে নাকি একটা পান

নিজহাতে চিন্ময়কে খাইয়ে দিয়েছে এটা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

কেয়ার যত কিছু আব্দার তার বাবার কাছে। পাড়ার সবাই বলে—বসন্ত বাবু মেয়েটাকে লাই দিয়ে দিয়ে তার পরকালটা একেবারে ঝর ঝরে ক'রে দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি নির্ব্বিকার। তাঁর ধারণা কেয়া সে মেয়েই নয়।

বসন্ত বাবু সবে মাত্র কোর্ট থেকে ফিরেছেন। হন্ত দন্ত হ'য়ে কোত্থেকে তাঁর স্ত্রী এসে উপস্থিত—সমুখ দিয়ে ছুঁচ গলে না পেছন দিয়ে যে একেবারে হাতী চলে যাচ্ছে তার খবর কিছু রাখো? চোখের মাথা কি একেবারেই খেয়েছ? তোমার ছাগল তুমি ল্যাজের দিকে কাট্‌বে আমার কিছু ব'লবার নেই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে আমারই সব তাতে মেও ধরতে হয়।

—আহা অত চট্‌ছো কেন? ব্যাপারটা কি আগে সব খুলে বল!

বসন্ত বাবু যেই এ কথা বলেছেন আর যাবে কোথায় —গিন্নী অম্‌নি ঝাঁজিয়ে উঠ্‌লো—আমারই গুখুরি তাই তোমার মত লোকের সঙ্গে কথা ব'ল্‌তে আসি, আর লোক পাইনে খুঁজে। সমস্ত বুঝে শুনে যে অবুঝ সাজে তার সঙ্গে আর নিত্যি নতুন কত বকা যায়?

—ওই, তোমার ঐ ধিঙ্গি মেয়ে, শুয়ো মেয়ে কেয়া! তাঁর নাকি আর শাড়ী পড়তে মোটেই ভাল লাগে না;

চুলটা বিশ্রী ভারী বলে মনে হয় তাই তিনি এবার ঠিক করেছেন, বব্ ছেঁটে গাউন পরবেন।

—বসন্ত বাবু একটু হেসে কথার গুরুত্বটাই একেবারে উড়িয়ে দিলেন।

—ওঃ এই কথা! তা এত চিন্তা কিসের?

ঘরের পরের হিতভত্ত্বের গুতোয় যে আমার টেঁকা দায়। পাড়ার কোথায়ও কান পাতবার উপায় নেই। চারদিকে একেবারে ঢি ঢি পড়ে গেছে। যেখানে যাও সেখানেই ঐ এক কথা অত বড় সমত্ত মেয়ে আর ··· ··· কি বাবা ওদের আক্কেল! তুমি তো সারাদিন বাইরে বাইরে কানে তুলো দিয়ে বসে থাকো। আমার যে এদিকে দশজনকে নিয়ে ঘর কর্ত্তে হয়।

বসন্ত বাবু ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌লেন। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বল্লেন—কই, কোন ব্যাটা কি বলে—ডেকে নিয়ে এসো তো আমার কাছে, দেখি সে কত মায়ের দুধ খেয়েছে? তুমি কক্ষণো ভুলে যেয়ো না যে কেয়া আমার মেয়ে। আমি হাজার ঘুমিয়ে থাকলেও সব সময়ই ওর পেছনে আমার ঠিক লক্ষ্য আছে জান্‌বে। তাছাড়া দেখ্‌বে যেসব মেয়ে ডাকাবুকো তাদের ভেতরটা একদম সাফ্। আর যারা মুখে সাধু তারা ভেতরে ফক্ক।

কথাগুলো শুনে বসন্ত বাবুর স্ত্রী যে কি মুখভঙ্গি ক'রে সেখান থেকে উঠে গেলেন সেটা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

চিন্ময়ের উচ্ছল যৌবনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ। তার আজ জীবন নদীর খেয়া ভাঁটার টানে চলেছে। সে বলে তার নাকি মনের দ্বারভাঙ্গা। তাছাড়া শ্বেতার কাছে কেয়া—কিয়া?

বসন্ত বাবুও মেয়ের হাবভাব দেখে বেশ একটু অবাক্ হ'য়ে যান। আজকাল সে যেন কি রকম হয়ে গেছে। মুখে আর সে প্রফুল্লতা নেই। শরীরের চাঞ্চল্য আজ অলসতায় পূর্ণ। আগের মত ছিঁচ্ কাঁদুনী হ'য়ে যখন তখন মার নামে আর নালিশ ক'রতে আসে না। কেমন যেন একটা জরসর ভাব। বাপকে যেন সব সময়ই তার কি একটা গোপন করার প্রয়াস। এই সেদিন পর্য্যন্তও বসন্ত বাবুর কোর্ট থেকে ফিরতে যা দেরী নেচে কুঁদে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে মেয়ের কত কি বায়নাক্কা। কিন্তু তার হ'ল কি? বসন্ত বাবু এখন ডেকেও চটকরে কেয়ার সাড়া পান না। মনে মনে ভুল বোঝেন—মেয়ে এখন বড় হয়েছে। আর কি তাকে দিন রাত দাঁতে দাঁতে রাখা উচিৎ কিন্তু গিন্নী তো কিছুতেই শুনবে না! মেয়ের প্রত্যেকটাতে তার সন্দেহ অবশ্য বসন্ত বাবু এটুকু লক্ষ্য করেন যে মায়ে ঝিয়ে এখন যেন একটু মিল দেখা যায়।

গিন্নীকে ডেকে বসন্ত বাবু একদিন জিজ্ঞেস করলেন—অনেকদিন চিন্ময়ের কোন খোঁজ খবর নেই—তার কি কোন

অসুখ বিসুখ হ'লো ? কাল কেয়াকে একখানা চিঠি দিতে ব'লো তো ... ...

—চিন্ময় শুন্‌ছি বিলেত যাওয়ার তোড়জোড় ক'রছে ?

—তাই নাকি ! হঠাৎ বিলেত ?

—হঠাৎ আবার কি ? বাপের পয়সা আছে। এদিকে কিছু সুবিধে হ'লো না—বাইরে পাঠাচ্ছে।

—আমার যে কেয়ারও বিলেত যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো। যদি বলো তাকে না হয় ওর সঙ্গে পাঠিয়ে দিই ? ... ...

* * * *

নাড়ীর ব্যথা বড় ব্যথা। কেয়ার মা কিছুতেই বসন্ত বাবুকে কথাটা ভাঙ্গতে পারেন না। মরিয়া হ'য়ে সেদিন তিনি এগিয়ে গেলেন—বাঘ তো নয়, যে একগ্রাসে খেয়ে ফেল্‌বে ... ...

—কী—কি বল্লে ? বলো, বলো। কথাটা আর একবার শুনি ? যাও দূর ক'রে দাও রাক্ষুসীটাকে এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে। এ বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে যেন তার ছায়াটা পর্য্যন্ত আমি আর কোথাও দেখতে না পাই।

—ও গো দোহাই তোমার, তু'টি পায় পড়ি, এবারটা ওকে ক্ষমা করো ব'লে কেয়ার মা বসন্ত বাবুর পা তুটো চেপে ধরতেই সজোরে এক লাথি মেরে স্ত্রীকে সাত হাত দূরে সরিয়ে দিলেন। দাঁতে দাঁত পিসতে পিসতে বল্লেন—আই গেভ হার লিবারটি থাট সি টুক ইট টু বি ইনডাল্‌জেন্স।

—সেদিন আর কোর্টে যাওয়া হ'লো না! একেবারে ক্ষেপে গেছেন বসন্ত বাবু। স্ত্রীকে এক রকম জোর ক'রে ঘর থেকে বের ক'রে দিয়ে দুয়োরে খিল লাগিয়ে দিলেন।

যে আল্‌মারীতে কেয়ার গয়নার বাক্স, বই খাতা, খেলার সাজ সরঞ্জাম সব সাজান থাক্‌তো সেই আলমারীটা ধরাম্‌ ক'রে মেঝের ওপর ধাক্কা মেরে ফেলে দিতেই সেটা ভেঙ্গে চূড়মার হয়ে গেল তারপর আল্‌না থেকে জামা কাপড় জুতো মোজা ইত্যাদি কেয়ার বলতে যেখানে যা ছিলো সমস্ত টেনে টুনে ঘরের মেঝেয় এক জায়গায় স্তূপাকার ক'রে তাতে একটা দেশলায়ের কাটি জ্বেলে ফেলে দিতেই সেটা সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো।

কেয়ার ছন্দাংশে সব শেষ।

বসন্ত বাবু মনে মনে ভাব্‌ছেন বাড়ীতে কেয়ার নামগন্ধ আর কোথাও কিছু আছে কিনা! হঠাৎ দেওয়ালের দিকে নজর পড়্‌তেই দেখেন তিন বছর বয়সে নাড়ু হাতে তোলা কেয়ার একখানা ফটো। সেখানা পেরে নিতে যাবেন এমন সময় তাঁর স্ত্রী নীচের থেকে দোতলার জান্‌লা দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি উপরে এসে দেখেন ঘর বন্ধ। চাকর এক লাথি মারতেই দরজা খুলে গেল। বসন্ত বাবু ফটো খানা আগুনে ফেল্‌তে যাবেন এমন সময় তাঁর স্ত্রী ছুটে এসে হাতটা ধরে ফেল্লো—ওগো সবই তো গেছে মা'র আমার ঐ শেষ চিহ্নটুকু আমার কাছে থাক্‌তে দাও।

এক হেঁচ্‌কা মেরে হাতটা টেনে নিয়ে সেই ফ্রেম শুদ্ধই কেয়ার ফটোখানা আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে বসন্ত বাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন—হাঃ হাঃ হাঃ। —কেয়া! কেয়া, আমি তোকে বড্ড ভালবাসি………

(৯)

ক্রি---ই---ই---ই---ই---ইং---ফোনের রিসিভারটা তুলে ধরলেন সত্যহরি বাবু---হ্যালো---কে---ভট্‌চাজ, কি খবর ?

---কাল দুপুরে তাহলে কথাবার্ত্তা সব পাকা পাকি হবে। তুমি টাকাটা সব ঠিক ক'রে রেখ।

---ওঁরা কে, কে, আস্‌ছেন ?

---মনে হয় মেয়ের মামা একাই।

---আমার এখানে তো স্ত্রী ভূমিকা বর্জ্জিত নাটকের অভিনয় তুমি জানো। তা তোমার মেয়েকে না হয় এদিকটা একটু ম্যানেজ করবার জন্যে সকালে পাঠিয়ে দিও, কেমন ?

---বেশ। সে সাতটার মধ্যেই তোমার ওখানে চলে যাবে।

---আচ্ছা, আচ্ছা,.........

ফোন আসা থেকে সত্যহরি বাবুর জীবনের যেন এক নতুন অধ্যায় সুরু হ'লো। উল্টে পাল্টে দাড়িটা কামিয়ে ক'বার সাবান মেখে ঘুরে ফিরে তিনি আয়নার কাছে গিয়ে নিজের চেহারাটা বারবার দেখতে লাগলেন। একি ? মনের ভুলে এখনো কলপটা মোটে মাখাই হয়নি।

এক্ষুণি সব ম্যাসাকার হ'য়ে গিয়েছিল আর কি।

মেঝেয় একরাশ ধুলো আর কাগজের কুচো জমেছে, চাকরটা গেলো কোথায়? নতুন কাশ্মীরী সুট্‌টা ডাইংক্লিন থেকে আন্‌বে—বুট্‌টা এখনো পালিশ করা হয়নি, ড্রাইভার শিবু কাল তার কোন বন্ধুর বিয়েতে গেছে এখনো ফেরেনি বেবী অষ্টিনখানা গ্যারেজে তোলা, খাবার জোগাড় কিইবা রাখা যায়? কোর্ম্মা, কোপ্তা, কাবাব, মার্টিন্, কাঁটা ও চামস আন্‌বো না কি?—এই সব রাজ্যের ভাবনা চিন্তা এসে সত্য-হরি বাবুকে ঠেসে ধরলো।

চাকর গুপী ঘর দোর সব ঝাড় দিয়ে বিছানাটা বেশ ভা'ল ক'রে ঝেড়ে আলমারী ও ছবিগুলো মুছে এসে দাঁড়াতেই সত্যহরি বাবু বল্‌লেন—যা এইবার চট ক'রে গিয়ে বাজারটা সেরে আয়।

এণ্ডির স্যুটের সঙ্গে ফিজি সিল্কের একটা রঙ্গীন টাই এঁটে সত্যহরি বাবু বার বার ঘড়ি দেখছেন—আরে ছুর্, ছুর্! মনের অবস্থা বুঝে যে ঘড়ি না চলে সেটা কি আবার একটা ঘড়ি? বড় ক্লকটায় মাত্র ৮টা, রিষ্ট ওয়াচটায় পো'নে—ওরা কি আজ সত্যহরি বাবুর মনের কোনে কি ভয়ানক ঝড় উঠেছে সেটা কি একটুও বোঝে না?

*   *   *   *

চাক্‌রী ছেড়ে দিয়ে এসে পুষ্প তার মামার ওখানে উঠলো। কারণ তার মা বিধবা হবার পর থেকে বরাবরই ভাইয়ের সংসারে। পুষ্পর মত ঘুরেছে। সে নাকি এখন

বিয়ে ক'রবে ব'লে তার মা'কে জানিয়েছে। অবশ্য তার বিয়ে করবার উদ্দেশ্য সেই শিশুকে কেন্দ্র ক'রে এক নতুন জগৎ গ'ড়ে তোলা। মামার গলগ্রহ হ'তে পুষ্প কিছুতেই রাজী নয়। ভাগ্নির বিয়ের সম্বন্ধে মামা যা ঠিক করবেন তাই ফাইনাল। তাঁর মতের বিরুদ্ধে বাড়ীতে কারো টু শব্দটি মাত্র করবার উপায় নেই। ভয়ানক রাসভারী লোক তিনি— পুষ্পর মা বুড়ো হ'য়ে ম'রতে চলেছে তবু আজ পর্য্যন্ত তার দাদার সামনে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলার সাহস নেই। পুষ্প তো সে তুলনায় শিশু। সেই মামাই শেষ পর্য্যন্ত একটা মোটা টাকার লোভে সত্যহরি বাবুর সঙ্গে ভাগ্নির বিয়ে দেবার ঠিক ক'রলেন। তিনি বলেন ছেলেদের একটু বেশী বয়স দেখে দিলে মেয়েরা নাকি সুখী হয়, তাদের আদর বাড়ে। আর তা ছাড়া সত্যহরি বাবুর বয়সই বা এমন কি বেশী? কাগজে কলমে ছেচল্লিশ। তবে তাকে দেখায় ঠিক ছত্রিশের মত। ভাল মন্দ খাবার গুণে পাক্কা দশটি বচ্ছর তিনি লুকিয়ে বসে আছেন—ধরে কার সাধ্য। এখনো একটা দাঁত পড়েনি। দোষের মধ্যে কেবল একটু হাঁপানির টেণ্ডেনসি। তাও তো ভট্‌চাজ ব'লেছে সে নাকি কোত্থেকে একটা মাদুলী এনে দিয়েছে সেটা ধারণ ক'রে তিনি এখন একেবারে নির্দ্দোষ ভাবে সেরে গেছেন। আর সারুন বা নাই সারুন সামান্য একটা ছোট 'হু' করার জন্যে যদি একটা মোটা দাও মারা যায় তবে এ সুযোগ কার জীবনে ক'বার আসে।

সর্ব্বোপরি কথা, সে তো আর ভাগ্নির হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছেনা বরঞ্চ তাকে সে রাজ-রাজেশ্বরীই ক'রে দিচ্ছে।

বোম্বে যাওয়ার ক'মাস আগে থেকেই অশোকের ব্যবহারে যখন সত্যহরি বাবু একেবারে তেতো বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন তখন থেকেই ভট্চাজ ঠিক উত্তর-সাধকের মতো দিন রাত তার কানে মন্ত্র দিয়ে দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত সত্য-হরি বাবুকে আবার একটা বিয়ে করাবে ব'লে রাজী করিয়েছে।

—তুমি দেখে নিও ঘোষাল, যে মেয়ে আমি তোমায় এনে দিচ্ছি, তার রূপগুণে ও সেবা শুশ্রূষায় যদি তুমি মুগ্ধ না হও তো আমার নামে তোমার বাড়ীতে একটা কুকুর পুষে রোখো, এই আমি ব'লে রাখলাম।

—কি যে বল ভট্চাজ তার মাথা নেই মুণ্ডু নেই। আমি কি ভাবছি জানো—শুধু তো গাই নয় তার ঠ্যাঙ্গে যে একটা বাছুর বাঁধা বল্‌ছো!

—আহা! সেটা, তো আর তার ছেলে নয়, সে তো কুমারী, শুনেছি এক শিশু নাকি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মা মারা গেলে এই মেয়েই তাকে নিজের কোলে তুলে নেয়। আর আজ কোথায় ভেড়ার দুধ কাল কোথায় কি—কোথায় কি ক'রে ক'রে তাকে বাঁচিয়েছে। এখন সে নাকি দিব্যি হেঁটে চলে বেড়ায় এই মেয়েটাকে মা-মা ব'লে ডাকে।

সেত বুঝলুম তবে একটা কথা কি জানো ভটচাজ?

অশোক যখন এসব কথা শুন্‌বে হয়তো মনে একটা দারুণ 'সক্‌' পাবে।

—নাঃ, তুমি দেখছি নিতান্ত ছেলেমানুষ ঘোষাল! তোমার মত দুর্ব্বলচিত্ত লোকের সংসারে বেঁচে থাকাই উচিৎ নয়। আরে, 'সক্‌' পেয়ে ক'রবে কি? তোমায় তো আমি একদিনই বলেছি—ব্যোম্‌ ভোলে না ভাইয়া ভাইয়া, সবসে বড়া রুপইয়া। আচ্ছা তুমি বলো,—সে যে আজ এদ্দিন হ'লো গেছে—গিয়ে অবধি তো একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিয়ে একটা খবর নিলো না যে বাবা মরলো কি বাঁচলো।

গোদের ওপর যেন হঠাৎ একটা বিষ ফোঁড়া চড় চড়িয়ে উঠে পড়লো। সত্যহরি বাবু বল্লেন—বেশ, দোবো আমি দশ হাজার টাকা। এই মাসেই তা হ'লে দাও লাগিয়ে।

* * * *

সত্যহরি বাবু একজন মৃতদার ও অপুত্রক কেবল মাত্র এইটুকুই ঘটক পুষ্পর মামাকে শুনিয়েছিলো। কাক কোকিলে কিছু টের পেলোনা, হঠাৎ একদিন দেখা গেলো সত্যহরি বাবুর বাড়ীর জান্‌লায় একটা নতুন বৌ দাঁড়িয়ে।

—নিয়তি কেন বাধ্যতে! একদিন সত্যহরি বাবু পুষ্পকে বল্লেন—খেয়ালের মাথায় জীবনে আজ যে মস্তবড় ভুল করলাম এর সংশোধন শেষ পর্য্যন্ত হয়তো তোমারই একদিন করতে হবে—পারবে তুমি ফুল? পারবে তো অশোককে নিজের করতে?

—কে অশোক ?

—কেন, আমার ছেলে……ডাক্তার !

টেলিগ্রাম আছে—টেলিগ্রাম— সই করে নিয়ে সত্যহরি বাবু তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে টেলিগ্রামখানা পড়ে একেবারে আনন্দে আটখানা। ফুল ! ফুল ! এই নাও, অশোক টেলিগ্রাম ক'রেছে, অশোক ! খুব শীগগিরই সে বাড়ী আস্‌ছে।

সত্যহরি বাবু আপন মনে সমানে কথা ব'লে চলেছেন। পুষ্পর কাঠখানা তাঁর সামনে ব'সে আছে কিন্তু পুষ্প সেখানে থেকে অনেক দূরে। মনে মনে সে একছুটে বোম্বে হস্‌-পিট্যালে চ'লে গেছে—এ অশোক কি সেই অশোক নাকি ?

সীতার দুঃখভার সহ্য ক'রতে না পেরে মা বসুমতী যেম্‌নি একদিন দু' ফাঁক হ'য়ে তাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন, তেমনি বিধাতাপুরুষ পুষ্পকে দিয়ে এক আদর্শ মায়ের ছবি আঁকার উদ্দেশ্যে বোধ হয় মনে মনে একটু ক্রূর হাসি হাস্‌লেন………

কোথাও কিচ্ছু নেই হঠাৎ মহামারী রূপে কল্‌কাতায় দেখা দিলো পানবসন্ত। সকলেই থরহরি কম্প। কার ঘরে কখন কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে যায় ! কর্পোরেশন থেকে নতুন লিম্প আনিয়ে টিকে দেওয়া সত্ত্বেও ফুল বসন্তে আক্রান্ত হ'ল। তার সর্ব্বাঙ্গে এভাবে বসন্ত দেখা দিল যে একটু তিল রাখবার জায়গা পর্য্যন্ত কোথায়ও বাকি রইল না। সত্যহরি বাবু ষোড়শোপচারে মা শীতলার পূজো পাঠালেন ; কিন্তু

হিতে বিপরীত হ'লো। ফুলের গায়ের মাংস চাম্‌ড়া সব ঝুলে প'ড়েছে কেবল যেন হাড় ক'খানা তেলের ওপর ভাস্‌তে লাগলো। সত্যহরি বাবু ধরে নিলেন এর মৃত্যু অনিবার্য্য। তিনি অশোককে একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দিলেন—আমার ফার্‌দার চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত তুমি খবরদার এখানে এসো না।

'রাখে কেষ্ট মারে কে'—? যমের মুখ থেকে ফুল ফিরে এলো। তবে তার রং যেন একেবারে জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, কাল ভূতের মত চেহারা, মুখ বিকৃত। মাথার চুল সব আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। চোখ দু'টো কোটরে ঢোকা। অন্যের কথা দূরে থাক, ফুলের মা'ই এসে সেদিন তিনি তাঁর নিজের মেয়েকে চিন্‌তে পারেন নি। প্রথমে তাকে বাড়ীর ঝি বলে মনে করেছিলেন।

ফুল এখন মনে মনে বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত। যাক্‌ অশোক তা হ'লে আমি নিজে তাকে পরিচয় না দিলে সে কিছুতেই আমায় চিনতে পারবে না!

—আর এই হারাধন? এর নামই বা সে জানবে কি ক'রে? দু'দিনের ছেলে আজ দু'বছরে দাঁড়িয়েছে। অশোক হয়তো ভাববে এ তার নিজেরই ভাই।

অর্থ-প্রাচুর্য্যের মধ্যে সত্যহরি বাবু ফুলকে একেবারে ডুবিয়ে দিলেন। আর ফুলের ট্রেনিং মত হারাধনও সত্য-হরি বাবুকে বাপী, বাপীন ব'লে ডাক্‌তে লাগলো।

সত্যহরি বাবুর টেলিগ্রাম পেয়ে অশোক ভয়ানক দুঃখিত হ'য়ে পড়ল। এ কি? এদ্দিন পরে বাড়ী যাব ব'লে বাবাকে লিখলাম তিনি বারণ ক'রে পাঠালেন কেন? নিশ্চই এর ভেতরে কোন গূঢ়-রহস্য আছে। কিন্তু সেটা কি হ'তে পারে? —অশোক কিছুই ভেবে ঠিক ক'রতে পারল না। —তবে কি তিনি আমায় যে এর আগে শাসাতেন·········

অশোকের মনে হ'লো—যদি সে পাখী হ'তো তবে এই মুহূর্ত্তে একবার সাঁ ক'রে উড়ে গিয়ে বাড়ীর খবরটা নিয়ে আসতে পারতো, কিন্তু নাঃ, সেই বা যাবে কেন? তার কি রাগ নেই? তার কি অভিমান বলে কিছু থাক্‌তে পারে না? রাত্রের মধ্যে একটুও চোখের পাতা বুজতে পারলো না অশোক। সকালে উঠেই ভোরের ডাকে কিঙ্করকে একখানা চিঠি দিল—ভাই, তুমি একবার আমাদের বাড়ী গিয়ে বাবার খবরটা নিয়ে পত্রপাঠ আমাকে জানিয়ো।

একটুও মিথ্যা কথা বলেনি ভট্‌চাজ। পুষ্পর আদর যত্নে সত্যহরি বাবু যেন দিন দিন তার নিজের বয়েস কমিয়ে ফেল্‌তে লাগলেন।

সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর পুষ্প যখন নিজের ঘরে খিল দিয়ে রাত্রে শোয় তখন বাস্তবিকই তার আর কোন সাড়া শব্দ থাকে না। সত্যহরি বাবু নিজেই মাঝে মাঝে বলেন—আমি তোমার ওপর বড্ড অবিচার করছি ফুল—

—হাঁ, না, কোন উত্তর দেয় না পুষ্প। তবে সত্য-হরি

বাবু সময় সময় ভয়ানক্ জিদ্ ধরলে সে একটু হেসে কেবল বলে—আমি অস্পৃশ্য।

গুপীর এখন ডিউটি হচ্ছে প্যারাম্বুলেটারে ক'রে হারুকে দু'বেলা বাইরে থেকে বেড়িয়ে আনা। আর তার নাওয়া খাওয়া, ঘুম ও খেলার সত্যহরি বাবু যে চার্ট তৈরী ক'রে দিয়েছেন 'পাই টু পাই' সেটা 'ফলো' করা। সময়ের একটু নড় চড় হ'লে কিম্বা বাঁধাধরা রুটিনের একচুল এদিক ওদিক হ'লে সেদিন উড়িষ্যাবাসী গুপীনাথের একমাত্র জগন্নাথদেবের শরণাগত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না।

আজকাল সত্যহরি বাবু যেন কতকটা বাতিকগ্রস্থ হ'য়ে পড়েছেন। মানে তাঁকে স্ত্রৈণ বল্‌লে ঠিক ভুল করা হ'বে। তবে যখন তখন 'ফুল' 'ফুল' বলে' চেঁচিয়ে ওঠা যেন তাঁর একটা ম্যানিয়ায় দাঁড়িয়ে গেছে। বিবেকের-দংশনে, নিজের ভাবের অভিব্যক্তিতে তিনি নিজেকেই 'ফুল্, 'ফুল্' ব'লে সম্বোধন করেন, না কি তাঁর তরুণী ভার্য্যাতে একেবারে তন্ময় হ'য়ে তাকেই 'ফুল' 'ফুল' ব'লে ডাকেন এটা যিনি জগতের অন্তর্য্যামী তিনিই একমাত্র বল্‌তে পারেন।

*　　　*　　　*　　　*

—গাও গাও, থাম্‌লে কেন? আর একবার ঐ জায়-গাটা শুনি—'বনের কুসুম বনে ঝ'রে যায় বনেই অন্ধকারে আদর করিয়া দেবতা দেউলে কেউতো লয় না তারে·········

পুষ্প গানখানা সত্যহরি বাবুকে শুনিয়ে তাঁর হাঁটুর ব্যথাটায় একটু 'আয়োডেক্স' নিয়ে মালিশ করতে বস্‌ল।

--যখন তখন তোমায় এতো বিষণ্ন দেখি কেন ফুল? সত্যহরি বাবু পুষ্পকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসালেন।—তুমি কি আমায় পেয়ে তাহ'লে মোটেই খুশী হওনি?

কিসের একটা পোড়াগন্ধ নাকে আসতেই পুষ্প ধড়-মড়িয়ে উঠে পড়লো। পরক্ষণেই আবার সেখানে ফিরে এসে সত্যহরি বাবুকে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা, অশোকের ঠিকানাটা কি? সত্যহরি বাবু একখানা খাম ফুলের হাতে দিতেই সেটা খুলে সে দেখে লেটার প্যাডের মাথায়—ডক্টর এ, কে, ঘোষাল বি, এস, সি; এম, বি, বি, এস; ডি, টি, এম্।

—কেন? তুমি কি অশোককে চিঠি দেবে?

—কি করি তাই ভাবছি।

—আমার মতে, তোমার এখন চুপচাপ থাকাই উচিৎ। কারণ গাল বাড়িয়ে চড় খাবার কোন মানে হয় না।

—তাই ব'লে কি অনিশ্চিত কালের জন্যে ছেলেটা বাইরে প'ড়ে থাকবে? তার কি বিয়ে দিতে হবে না? আমার কি জীবনে কোন সাধ-আহ্লাদ নেই? দুধের তেষ্টা কি কখনও ঘোলে মেটে? —মায়ের স্নেহ বিজড়িত ভৎর্সনা মূলক কথাগুলো শুনে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে যান সত্যহরি বাবু। বিমাতাকে শাস্ত্রকারেরা যে কেন সৎমা বলেছে আর

কেন যে সৎমা নামটা শুন্‌লে সকলেই একটু চম্‌কে উঠে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার ক'রতে গেলে এর অর্থটা যে কি সেটা কিছুই তিনি বুঝে উঠ্‌তে পারেন না।

—কথায় কথায় অশোকের মার সঙ্গে একদিন এই অশোকের বিয়ের কথা নিয়ে তাঁর যে ঝগড়া হ'য়েছিলো যার ফলে দশ দিন একেবারে তাঁদের দুজনের কথাবার্ত্তা বন্ধ, অশোকের মা'র আলাদা শোয়া—সমস্ত কথাই বিনিয়ে বিনিয়ে সত্যহরি বাবু পুষ্পকে ব'লে হেসে ফেল্লেন—শেষে আবার আমাদের ভাব হ'লো কি ক'রে জান?—একদিন অন্ধকারে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে সে নাবছে। আর আমি উঠছি একেবারে দু'জনে ধাক্কা। বার্‌টা বোধ হয় শনিবার ছিলো। যাক্‌ শনির শান্তি—ব'লে আমি ওপরে উঠে গেলাম আর আমার পিঠ-পিঠই দেখি অশোকের মা এক গ্লাস গরম দুধ এনে বল্লে—আমাদের মন্দ, বড় তেজী; মেরেছেন এক বেজি। দশ দিনেই যে চেহারার একেবারে দশ হাল হ'য়ে গেছে? বলি, আড়ায়ে ধাড়ায়ে পটে সজ্‌নে বার মাস। খুব হ'য়েছে এখন এটুকু খেয়ে নিয়ে আমায় উদ্ধার করা হোক্।

*　　　　*　　　　*　　　　*

—ডাব্‌ল ফাইন, ব'লে গাঙ্গুলী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌তেই কিঙ্কর দেখে একখানা ঘুঁটীর সঙ্গে তার ষ্ট্রাইকারটাও গিয়ে পকেটের ভেতর পড়েছে। ওদিকে আবার তাসের পার্টিদের মধ্যে চিন্ময়ের গা থেকে একটা প্রজাপতি উড়ে গিয়ে ঋতার

পেণ্ডেণ্টের লকেটটার ওপর বস্‌তেই কি সব হাততালি ! সঙ্গে সঙ্গে কেউ একটা নজরুল ধরে ফেল্‌লো। কেউ এমনভাবে শীষ দিলে যার রেশ অন্ততঃ তু'মিনিট ধ'রে সকলের কানে ভেসে বেড়াতে লাগলো।

বোধ হয় সেদিন তেরোই পৌষ। কিঙ্করদের বাড়ীর টিলের ছাদে রোদে পিঠদিয়ে বসে সব এক্সমাসের ছুটী এন্‌জয় করছে।

পিয়ন মিত্রজিৎ এসে ঘুরে যাবার পর নীচে গিয়ে লেটার-বক্স খুলে কিঙ্কর দেখে একখানা ব্রজকিশোর বাবুর ও এক-খানা অশোকের চিঠি।

ব্রজকিশোর বাবু লিখেছেন—মোটর নিয়ে কাল তুমি শিয়ালদা ষ্টেশনে উইদাউট ফেল দার্জ্জিলিং মেল 'এটেণ্ট' ক'রবে। আর অশোক লিখেছে—তার বাবার খবর নিয়ে তাকে জানাতে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক ভগবান করে আর, —কিঙ্করের পিসীমা একটু বাদেই একখানা রেজেষ্টারী খাম নিয়ে ওপরে এলেন কিঙ্করকে পড়াতে। কিঙ্কর প'ড়ে দেখে —রংপুরে তার পিসীমার শ্বশুর বাড়ীর সমস্ত সম্পত্তি বাকী খাজনায় নিলেমের জন্য চরম দিন ধার্য্য আছে কাল। এটা সমস্ত বুঝেশুনে সেই সেল প্রোক্লামেশান কেঁদে কেটে কিঙ্করকে ধরলেন—তুই বাবা তাহলে আজই রাত্রের ট্রেনে আমায় লালমণির হাট পর্য্যন্ত পৌঁছে দে। কারণ গোবিন্দর ওপর মোটেই ভরসা করা যায় না। সেও একটা ছেলে-

মানুষ। মহাসমস্যায় পড়ল কিঙ্কর! এদিকে এদ্দিন পরে তার মা বাবা কাল বাড়ী আসছে, অন্য দিকে ঠিক কালই তার পিসীমা'র স্বামীর ভিটে মাটিটুকু সব লাটে উঠছে। কি আর করে! পিসীমা ও গোবিন্দকে নিয়ে কিঙ্কর সিক্সটিন্ আপ ধরাই মনস্থ ক'রল।

গাড়ীতে উঠে পিসীমা এক বুড়ির সঙ্গে তাঁর ঘর সংসারের গল্প ফেঁদে বস্‌লেন। গোবিন্দকে বাঙ্কের ওপর বিছানা ক'রে বেশ ভালভাবে শুইয়ে দিয়ে কিঙ্কর কার্সিয়াং যাত্রী এক সাধু বাবাকে অনাবশ্যক কতকগুলো প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাকে একেবারে উস্তোন ফুস্তোন ক'রে তুললো।

—কিছু দিন আগে তন্দ্রার চিঠিতে কিঙ্কর জেনে ছিলো রমেন্দ্র বাবু কৃষ্ণনগর থেকে দার্জ্জিলিং বদ্‌লি হয়ে যান, কিন্তু সেখানকার ক্লাইমেট তাঁর স্যুট্ না করায় দু'মাসের মধ্যেই তিনি নাকি আবার হুগলি বদ্‌লি হচ্ছেন।

—ফর্টি ফোর ডাউনে ফার্ষ্ট ক্লাসের একখানা বার্থ রিজার্ভ ক'রে আস্‌ছেন রমেন্দ্র বাবু ও তাঁর ফ্যামিলী।

পার্ব্বতীপুর ও শান্তাহারের মাঝা মাঝি ভীষণ ট্রেন দুর্ঘটনা, আপ ডাউন দার্জ্জিলিং মেলে ক্লাস্।

গাড়ী দু'খানা উল্টে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যে কি ভয়াবহ ও বীভৎস দৃশ্য সেটা চাক্ষুষ না দেখলে কিছু বিশ্বাস করা যায় না।

হন্ত দন্ত হ'য়ে ষ্টেশন মাষ্টার সদল বলে অকুস্থানে এসেই

ষ্টাফ্‌দের ঢালা হুকুম দিলেন—'হারী আপ'। মরা আধমরা যে যেখানে আছে সব একটা ভ্যানে ভর, কাছেই পদ্মা। আর যারা সামান্য একটু চোট পেয়েছে কিম্বা এখনো জ্ঞান হারায়নি তাদের জন্যে ঐ বগী কলকাতা যাবে।

খুব বরাত জোর।

কিঙ্কর গাড়ীর জানলা দিয়ে ছিট্‌কে পড়ে গড়াতে গড়াতে রেল লাইনের নীচে যার ওপর গিয়ে পড়লো—সে একজন মানুষ। অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। আন্দাজে হাতড়ে হাতড়ে কিঙ্কর সেই মৃত কি অর্দ্ধমৃতের মাথায় হাত লাগতেই তার মনে হ'লো যেন চুলটা বেশ লম্বা। তবে কি এ সেই সাধু বাবা না কোন মেয়ে? কিঙ্করের হাতটা ভিজে ভিজে মনে হ'লো—একি! জল না রক্ত? আলো, একটু আলো কোথায় পাওয়া যায়? কিঙ্কর তখনো জ্ঞান হারায়নি। যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত তন্দ্রান্ধ চোখে দূরে খালাসীদের হাতে ঘোলা কাঁচের আলোয় সে দেখলো—কারা যেন নির্ম্মম ভাবে মেয়েদের গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নিচ্ছে। কতকগুলো শয়তানের দল.........নাঃ...আর দেখা যায় না।

পৈশাচিক নৃত্যের মধ্যে যখন কেউ আধমরার মাথার ওপরে লাঠি তুলছে আর্ত্তকণ্ঠে সে হয়তো তখন বল্‌ছে—মেরো না, মেরো না আমি মরি নি; এখনো বেঁচে আছি।

আর বাঁচা—কে কার কথা শোনে! 'ফট্‌' করে এক শব্দ সঙ্গে সঙ্গে তাকে চ্যাং দোলা করে তুলে নেওয়া।

ঘুরতে ঘুরতে ইয়া যম্‌ দুতের মত এক খালাসী ওদিক থেকে কিঙ্করের কাছে এসে টর্চ্চ মারতেই কিঙ্কর দেখে তার পায়ের তলায় জ্ঞান শূন্য তন্দ্রা। কই জ্বালো, জ্বালো আর একবার তোমার টর্চ্চ টা, জ্বালো, আমি একবার ভাল ক'রে দেখে নিই·········

—জলদ্‌ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হ'লো—কে-এ ?

—ভাববার সময় নেই। এখনই হয়তো কিঙ্করের সাম্‌নে তন্দ্রার মাথায় লাঠি পড়বে।

—স্ত্রী, শীগগির একে এখান থেকে লিভ্‌ করার ব্যবস্থা কর, কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে ত্রিমূর্ত্তি এসে কিঙ্করকে উঠিয়ে নিয়ে কলকাতার বগীতে ঢুকিয়ে গাড়ী ষ্টার্ট দিলো।

—জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে যদ্দুর দেখা যায় কিঙ্কর যেন কতকটা পুলকে—আবেগে, ভয়ে বিস্ময়ে, চেঁচিয়ে উঠলো —এই ; এই রাস্কেল রা ! ওযে ওখানে পড়ে রইলো, ওকে আন্‌লে না ?······ · ····· গাড়ীর তখন ফুল মোসান।

ক্যাম্বেল হস্‌পিট্যালে শুয়ে কিঙ্কর চিন্তা করতে লাগলো—ভগবানের কি দুর্দ্দান্ত অন্যায় অবিচার। মুহূর্ত্তের মধ্যে এত বড় একটা মহাপ্রলয় তিনি ঘটিয়ে দিলেন। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল তার মা বাবার কথা, তাঁরাও তো এই ডাউন ট্রেনেই ফিরছিলেন ? কিঙ্করের ডান দিক্‌কার পাঁজড়ায় ভয়ানক্‌ একটা চোট লেগেছিলো। ডাক্তার তাকে একদম

নড়া চড়া করতে বারণ করে দিয়েছেন। কি জানি বোধ হয় বুকের একখানা হাড় সরে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এক্সরে না করলে ঠিক ধরা যাবে না। কিঙ্কর ভুলে গেলো সে সমস্ত কথা। বেডের উপর সোজা হয়ে উঠে বসে নার্সকে ডেকে চুপি চুপি বল্‌লো—আপনাকে আমি মোটা রকম খুশী করবো আপনি কাইণ্ড্‌লি ইণ্ডোর পেসেণ্টদের রেজিষ্টারটা একবার আগাগোড়া দেখে আমায় বলুন—ব্রজকিশোর সান্ন্যাল কিম্বা হরসুন্দরী দেবীর নাম তাতে আছে কিনা?

—বেশ আপনি শুয়ে পড়ুন আমি এক্ষুণি দেখে আস্‌ছি। নইলে অফিসার আমায় বকবেন।

—ঘণ্টা খানেক পরে নার্স ফিরে এসে বল্লে—নাঃ এরকম কোন নামত' খুঁজে পাওয়া গেল না।

নার্সের রিপোর্ট শুনে—একেবারে আকাশ ভেঙ্গে পড়লো কিঙ্করের মাথায়—হ্যাঁ, হ্যাঁ অবিকল তার বাবার মতোই যেন একটা লোককে কিঙ্কর কাল সেই মড়ার গাদার ভেতরে ধরাধরি ক'রে তুল্‌তে দেখেছে।

—একি! আপনি এত উতালা হচ্ছেন কেন? একটু জল খাবেন? ফ্যান্‌টা খুলে দেবো?

—যদি আমি ব্যাটাকে একবার বাগে পাই···

কিঙ্করের ডিলিরিয়ম আরম্ভ হলো। ডাক্তাররা সব ছুটে এলেন—বি অফ, বি অফ, অর আই স্যাল কিল ইউ—কিঙ্কর খপ্‌ করে একটা ডাক্তারের গলার ষ্টেথিস্‌কোপেটা ধ'রে তার

দিকে জবা ফুলের মতো লাল টকটকে চোখ দু'টো পাকিয়ে কট্‌মটিয়ে চেয়ে রইলো। দেহের সমস্ত রক্ত যেন কিঙ্করের মাথায় জমাট বেঁধে গেছে।

*　　　*　　　*　　　*

কলকাতা আসার সময় ষ্টীমার থেকে নেমে 'আমিনগাঁও' ষ্টেশনে গাড়ীতে ওঠার সময়েই স্নিগ্ধা হরসুন্দরীর কাছে সুর তুলেছিলো সে নাকি কখনও 'হার্ডিঞ্জ ব্রিজ' দেখেনি, তার ভয়ানক ইচ্ছে একবার হেঁটে ব্রিজটা পার হয়। চলন্ত ট্রেনে হিরণ্ময়ও সেই হুজুগ তুললো। বরদা বাবু তাকে ধমক দিতে হরসুন্দরী দেবী বল্লেন—আহা, তাতে কি আর হয়েছে? আজ কলকাতা যেতাম না হয় কাল যাবো। এক দিন দেরী হলে তো আর মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে না?

—কিন্তু আমি যে কিঙ্করকে কাল দার্জ্জিলিং মেল এটেণ্ড করবার জন্যে চিঠি লিখে দিয়েছি ব্রজকিশোর বাবু বল্লেন।

—দিয়েছ বেশ করেছ। না হয় সে ষ্টেশনে এসে একবার ঘুরে যাবে। আর কখনো এদিকে আসা হয় কি না হয় তার কোন ঠিক নেই তাই ব'লে এতো কাছে দিয়ে গিয়েও কি ছেলে মেয়ে দুটো ব্রিজটা দেখতে পাবে না?

ব্রজকিশোর বাবু শেষ পর্য্যন্ত নিমরাজী হ'য়ে 'পাক্‌শী'তে একদিন হল্ট ক'রতে বাধ্য হ'লেন।

শীতের-পদ্মা লক্ষ্মীমেয়ের মত একেবারে জড়সড় ও শান্ত। মাঝে মাঝে বড় বড় চড়া জেগে গেছে।

বরদা বাবু বল্লেন—আজ তা হ'লে ব্রিজ দেখে ফেরার পথে নৌকো ক'রে পদ্মার মাঝখানে ঐ চড়ে গিয়ে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সব সারা হ'বে কি বলুন দিদি? কতদিন যে ওখানে বসে খিচুরী আর ইলিশ মাছ ভাজা খাওয়া হয় নি!

ব্র—সে সবই তো হ'লো কিন্তু কাল আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি বলব কি না ভাবছি।

বরদা বাবু বল্লেন—কি স্বপ্ন শুনি?

—দেখলাম ভূমিকম্পে যেন আমার বাড়ীটারী সব পড়ে গেছে। আর ঘুমন্ত অবস্থায় যে যেখানে ছিলো একেবারে নিশ্চিহ্ন। স্বপ্নটা দেখেছিও ঠিক ভোরবেলা। অনেকে বলে ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়।

—কাগজ চাই। বাবু কাগজ, এই ষ্টেটস্‌ম্যান, অমৃত-বাজার, যুগান্তর বসুমতী···

একখানা যুগান্তর নিয়ে কভার পেজে একবার চোখ বুলোতেই ব্রজকিশোর বাবুর মুখ একেবারে চুণ।—ডাক্তার, ডাক্তার কি সর্ব্বনাশ! এই দেখ! চুপিচুপি বল্লেন,—উনি আস্তে পড়। আবার টের পেলে এখুনি রসাতল হয়ে যাবে।

টাইটেল পেজে রেল দুর্ঘটনার ফলে মৃত ও আহতদের যে লিষ্ট বেড়িয়েছে ব্রজকিশোর বাবু পড়তে পড়তে এক

জায়গায় এসে একেবারে গুম্ খেয়ে গেলেন। আহতদের কলমে ৩৩নং কালীপ্রসাদ সান্ন্যাল, বালীগঞ্জ।

—একি! তুমি কাগজ পড়তে পড়তে অমন থেমে গেলে কেন? কোন খারাপ খবর আছে বুঝি? হরসুন্দরী দেবীর প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন ব্রজকিশোর বাবু! তাঁর তখন সসেমীরে অবস্থা, একটু আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্লেন—না, কিছু না—এই একটা বিজ্ঞাপনের বহর দেখে একটু অবাক হ'লাম আর কি!

নাক্ থেকে চশমাটা খুলে কোঁচার খুটে বার দুই ঘ'ষে বেশ পরিষ্কার ক'রে চোখ দু'টো রগড়ে নিয়ে তিনি আবার প'ড়লেন—সেই একই কথা—কালীপ্রসাদ সান্ন্যাল, বালীগঞ্জ দূর ছাই, জগতে কত কালীকিঙ্কর, কালীপদ, কালীশঙ্কর আছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এ হয়তো অন্য কেউ হবে। কিন্তু ঠিকানা বালীগঞ্জ দেখে ব্রজকিশোর বাবুর মন আর কিছুতেই যেন অন্য তাতে সায় দেয় না। ঠিক প্রেসে ছাপতে ভুল হ'য়েছে। কিঙ্করের জায়গায় প্রসাদ হ'য়ে গেছে। মনটা তিনি যতবার অন্যমনস্ক ক'রতে যান ততবারই ঘুরে ফিরে ঐ একই চিন্তা যেন তাঁর মনের মধ্যে গলায় বেঁধা মাছের কাঁটার মত অনবরত খচখচ করতে লাগলো।

*　　　*　　　*　　　*

পদ্মার চড়ে রান্নাবান্না শেষ। স্নিগ্ধা সকলকে খেতে

দিতে যাবে—হরসুন্দরী দেবী ব্রজকিশোর বাবুকে বল্লেন—দেখ দেখ একটা মড়া এদিকে ভেসে আসছে!

খাওয়া দাওয়া সব মাথায় উঠে গেল। বরদা বাবু বল্লেন—কই, কই? বোধ হয় কোন মেয়ে মানুষ জলে ডুবে মরেছে।

হ—আমার মনে হয় কোন ছোট ছেলেটেলে হবে।

ব—আমি বলছি মেয়ে, দেখছেন না মাথায় লম্বা চুল।

হ—আমি বলছি এ নিশ্চয়ই কোন ছেলে হবে, দেখছেন না পরনে প্যাণ্ট।

স্নিগ্ধার চোখের দৃষ্টি একটু বেশী। দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো—বাবা ঐ দেখ আর একটা, ওর পেছনে আর একটা।

বেলা দশটায় জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব রাত্রে নিক্ষিপ্ত লাসগুলি আপন আপন গন্তব্য স্থানে সব রওনা হ'য়েছে। যেটাকে নিয়ে বরদা বাবুর সঙ্গে হরসুন্দরী দেবীর তর্ক হচ্ছিলো সেটা ভাসতে ভাসতে এসে তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেই চড়েই আটকালো।

—কেমন আমার কথাই ঠিক হলো কিনা? হরসুন্দরী দেবী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—হায় হায়, কার এমন ভরা ভাতে ছাই পড়েছে!

সারা রাত জল ঢুকে ঢুকে মরাটা একেবারে ফুলে ফেঁপে ঢোল, কিচ্ছু চেনার উপায় নেই। মাছ কিম্বা অন্য কোন

জানোয়ার পেট্‌টার আধখানা খেয়ে নাড়িভুঁড়ি সব বের ক'রে ফেলেছে। হরসুন্দরী দেবী অনেকক্ষণ এদিক ওদিক বেশ ভাল ভাবে লক্ষ্য ক'রে ব্রজকিশোর বাবুকে বল্লেন— ছেলেটাকে অনেকটা আমাদের গোবিন্দর মত দেখতে না?

অজ্ঞানিত আশঙ্কায় যেন একটা ধাঁধাঁর মত ব্রজকিশোর বাবু কেবল একটু ঘাড় নেড়ে বল্লেন—তোমরা একটু তাড়াতাড়ি ক'রলে এখন পোড়াদহে গিয়ে ঢাকা মেলটা ধরতে পারলে সন্ধ্যের আগেই বাড়ী গিয়ে পৌঁছনো যায়।

*   *   *   *

—ডিলিরিয়ম কেটে গিয়ে কিঙ্করের একটু জ্ঞান হ'তেই সে চেয়ে দেখে বাবার হাত ধরে একটা নতুন মেয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে ভাবলো কে-এ? এতো সুরভি নয়।

'ভিজিটিং আওয়ার্স' ওভার হ'তে যেতেই ব্রজকিশোর বাবু স্নিগ্ধাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

পরদিন যথা সময়ে মেয়েটা একাই এসে উপস্থিত। নতুন জুতোর জন্যে পায়ে একটা ফোস্কা পড়ায় ক'দিন থেকে একট খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটার জন্যে কুচকিটা যে শুধু বেড়েছে তা নয় বেশ ব্যথাও হয়েছে, তাই স্নিগ্ধা জোর ক'রে তাঁকে ঐ অবস্থায় বাইরে কোথাও বেরুতে না দিয়ে সে নিজেই একা কিঙ্করকে দেখে আসবে ব'লে বেড়িয়ে পড়লো।

দু'জনের বয়েসের বিশেষ তারতম্য না থাকলেও কিঙ্কর তার বড় ভাইয়ের দাবী নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস ক'রলো, তোমায় তো আমাদের বাড়ীতে এর আগে কখনো দেখি নি ?

—দেখবেন কোত্থেকে ? কলকাতা আসা আমার জীবনে এই প্রথম। আপনি আমার দূরসম্পর্কে পিস্‌তুতো ভাই হন।

—আবার সেই পিসী আর পিস্‌তুতো ভাই ! কিঙ্করের মনের ঘা-টা একটা চুল্‌কে দিতেই যেন আবার সেটা দগ্‌দগিয়ে উঠলো।

ডক্টর রায়ের চার্জ্জে ছিলো কিঙ্কর। তিনি এসে একটু সফলতার হাসি হেসে বল্লেন—আর কি, সেরে গেছেন !·কাল বোধহয় আপনাকে 'ডিস্‌চার্জ্জ' করা হ'চ্ছে।

ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে স্নিগ্ধা কৃতজ্ঞতার দান স্বরূপ ডক্টর রায়ের হাতে দু'খানা নম্বরী নোট দিয়ে হাত জোড় ক'রে বল্লো—অশেষ ধন্যবাদ। আপনি যথেষ্ট কষ্ট করেছেন···

—ডক্টর রায় একটু এ্যাঙ্গেল হ'য়ে মানে মেয়েটা যাতে দেখতে না পায় সেই পোজে কিঙ্করকে দু'বার চোখ মারলো অর্থাৎ ইনি কি আপনার···?···

—সিষ্টার।

বোধনেই বিসর্জ্জন।

সে প্রসঙ্গ আর বেশী দূর এগুলো না। ডক্টর রায়, কিঙ্কর ও স্নিগ্ধার সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড ক'রে রুম্ থেকে বেরিয়ে গেলো। তার পর দু'জনে অনেক কথা। স্নিগ্ধা তখন পর্য্যন্তও কেন বিয়ে করে নি—কিঙ্কর জানতে চাইলে সে বললো—ঠিক আপনারই মত আমার এক দাদা ছিলেন। তিনি তাঁর মনের ইচ্ছে মনে রেখেই দুনিয়া থেকে সরে গেছেন। তাঁর সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা হয়তো আজও পল্লীর বুকের ওপর দিয়ে হুহু ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে বেড়াচ্ছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁর সেই আশা পূরণ হ'চ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত হয়ত তাঁর আত্মার সদ্গতি হবে না। সুতরাং আমার প্রতিজ্ঞা দাদা যে পল্লী-সংগঠনের বীজ পুঁতে গেছেন সেটাকে বিরাট মহীরূহে পরিণত না করা পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না।

—খুব ভাল কথা স্নিগ্ধা; তবে একটা কথা কি জানো, ভুল তারই বেশী, যে বলে আমার স্মরণশক্তি খুব। অবশ্য তোমার কাজে সহায়তা করবার জন্যে আমি আর একটা মেয়ের সন্ধান তোমায় দিতে পারি।

—কে সে?

—মিস্ সুরভি চ্যাটার্জ্জি, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'জাগৃহী' সেক্রেটারী।

—এতো সেই শোভাবাজারের সুরভি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই, কিন্তু তুমি তাকে চিন্‌লে কি করে?

—চাক্ষুষ আমি তাকে দেখিনি বটে তবে আপনার মা মানে আমার পিসীমার কাছে তার সম্বন্ধে সব কথাই শুনেছি। আপনার নাকি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছাব্বিশ ঘণ্টাই তাদের বাড়ী আড্ডা ? এটা অবশ্য স্নিগ্ধার একদম.বানোয়াটী কথা।

পুরুষ জাতের ওপর তার একটা ভয়ানক জাত ক্রোধ, তাই সে একমাত্র দাঁত না উঠা শিশু আর দাঁত পড়া বুড়ো ছাড়া মাঝের কোন বয়েসের ছেলেদেরই কিছুতে বিশ্বাস করতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনে স্নিগ্ধার কাছে নাকি এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

—আর একটা মারাত্মক কথা বল্‌তে যাচ্ছিলো স্নিগ্ধা, কিন্তু সে সময় নার্স কিঙ্করকে এক কাপ কমলা লেবুর রস খাওয়াবার জন্যে এসে দাঁড়াতেই তার সমস্ত বক্তব্য ভেস্তে গেলো।

*　　*　　*　　*

—বল ঋতা, তুমি আমায় ভুলে যাবে না ?

—কেন আপনি এত অস্থির হ'চ্ছেন ?

—সত্যি কথা বল্‌তে কি ঋতা, তোমায় ছেড়ে আমার মোটেই যাবার ইচ্ছে নেই।

—তা হ'লে আমি বল্‌বো আপনি একটা আস্ত কাওয়ার্ড।

—যাই বলো আর তাই বলো একদিন আধদিন নয় দু, দু বচ্ছর আমার পক্ষে একা বিলেতে থাকা মানে—সুইসাইড করা।

চিন্ময় যখন বিলেত যাবার আগে ঋতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, ওপর থেকে সুখময় বাবু ডাকলেন—ঋতা ?

—যাই বাবা, বলে চিন্ময়কে 'গুড নাইট' ক'রে ঋতা দে ছুট।

সুখময় বাবু বল্লেন—মা, ওদের সাথেই কথাবার্ত্তা সব পাকাপাকি ক'রে এলাম। যৌতুকের মধ্যে মোটর আর পুরীতে একখানা বাড়ী ক'রে দেবার জন্যে ছ'মাস সময় নিলাম। তবে এখন গয়নার মধ্যে জরোয়া, ব্রোকেড, চুড়ি, আর্ম্মলেট, হীরের শাঁখা, মান্‌তাসা, কঙ্কন, চূড়, কানবালা সব দু'সেট করে আর নগদ পঁচিশ হাজার টাকা তা' ছাড়া ছেলের যাবতীয় সরঞ্জাম মায় খাট, বিছানা, আল্‌মারী, টেবিল, হারমোনিয়ম, সোফা একসেট সেক্‌সপিয়ার ও ওয়ার্ডশ্‌ওয়ার্থের যাবতীয় রচনাবলী, দেড়শো নমস্কারী এ'তো আছেই। বরযাত্রী খুব কম ক'রে আসবে পাঁচশো। সুখময় বাবুর স্ত্রী শান্তা দেবী বল্লেন—ছেলে হিসেবে অবশ্য এ কিছুই দেওয়া নয় কারণ বলিসত্ত্ব সরকারের নামে আজ সমস্ত বাংলাদেশ একেবারে টলমল করছে। ঋতার মহা সৌভাগ্য যে অতবড় একজন লেখক ....

—তারপর এর মধ্যে কি কাণ্ড হয়েছে জান না ? অর্চ্চনা ও অঞ্জলির বাবা আমার ওপর টেক্কা মেরে সেখানে টোপ ফেলতে গিয়েছিলো—স্ত্রীর কথাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই সুখময় বাবু বল্লেন।

ঋতার বাবা, সুধাময় রায় থাইসিসে যখন মারা যান তখন ছোট ভাই সুখময়কে ডেকে বল্লেন—সুকো, মেয়েটা রইলো। ভাল ঘর বর দেখে ওর একটা বিয়ে দিস। কি ক'রে ওকে মানুষ করেছি সবই তো তুই জানিস্। ছ'মাসের রেখে ওর মা মারা যায়। আর আমার বল্‌তে যা কিছু সব তো ওরই। সুতরাং টাকার মায়া করিস্ না।

—পঁচিশে বৈশাখ বিয়ের বেশ ভাল দিন। খুব ধুম ধাম ক'রে ঋতার আশীর্ব্বাদ হ'য়ে গেলো।

সধবারা সব খেতে বসেছেন, অর্চ্চনা ধেয়ে এলো—মেয়েটা যদি তোমাদের এতই গলগ্রহ হ'য়ে থাকে তো ওর হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারছ না? না হয় একটা দড়ি কিনে দাও গলায় লাগিয়ে সোজা ঝুলে পড়ুক। ঋতার কাকীমা একটু অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কেন, কি—হ'লো কি?

—আরে দূর দূর! কাল আমরা কয়েকজন মিলে তোমাদের ঐ ভাবীজামাইকে দেখতে গিয়েছিলাম। ভদ্র লোকের একটা মস্ত মুদ্রাদোষ দেখলাম—'মানে কথা'। চেহারার না আছে ছাদ না আছে ছিরি। একটা আধ খাওয়া বিড়ি টানতে টানতে তো আমাদের ডাকে বেরিয়ে এলেন। এসে বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কাকে চাই।

—আমাদের তো ভয়েই সব পিলে শুকিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম—আপনিই কি বলিসত্ত্ব বাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু অত খবরে আপনার দরকার ?

—কাল বিকেলে কি আপনার একটু সময় হবে ? আমাদের মিটিংএ প্রিসাইড করবার ?

—মোটেই না। ভদ্রলোকের কাঠখোট্টা জবাব শুনে আর আমাদের সেখানে একটুও দাঁড়াবার প্রবৃত্তি হ'লো না। তাঁকে একটি ছোট্ট নমস্কার দিয়ে চলে এলাম। তাই বলি, ঋতার মত মেয়ে কক্ষণো ওখানে যেয়ে সুখী হ'তে পারবে না। ঋতা, তোর তা হলে কি মত, সেটা পরিষ্কার ক'রে এখনো খুলে আমায় বল ?

আমি তো আর ছেলে দেখি নি ? ঋতার কাকীমা একটু কাঁদ কাঁদ হ'য়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বললো, ছোট মা ! শুধু বাংলা দেশ নয় সারা ভারতবর্ষ আজ যার গুণমুগ্ধ সে যত সৃষ্টিছাড়াই হ'ক না কেন আমার বরাতে যা থাকে তাই হ'বে, আমি কাকুর কথার অবাধ্য কিছুতেই হ'তে পারব না।

অর্চ্চনা ঋতার কথা শুনে হিংসেয় একেবারে জ্বলে গেল। মনে মনে ভাবল এখানে যে ধাপ্পা দিতে এসেছিলাম সেটা তো খাটলো না। তখন সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে লাগলো অন্ততঃ বিয়ের দিনেও যাতে সে তার বরকে ছিনিয়ে নিতে পারে। অর্চ্চনারও বিয়ের দিন ঠিক হলো ঋতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঐ পঁচিশে বৈশাখ-ই। বর কোথাকার নাকি মহারাজ। খবরটা অঞ্জলিই এনে দেয় ঋতাকে।

ঋতা আত্মগর্ব্বে ফুলে অঞ্জলিকে বললো—তা হ'লে তো তোরই হ'ল সব চেয়ে বেশী মুস্কিল। তুই কার বাসর জাগাবি? আমার না অর্চ্চনার? ঋতার গালটা একটু টিপে দিয়ে অঞ্জলি বললো—তোর বরের নাম শুনেইতো জিবে জল আসছে, কি জানি শেষে যদি এক চাকনা দিয়ে ফেলি?

—যা, যা ইয়ার্কি রাখ। তার পর ওরা অর্চ্চনাকে আশীর্ব্বাদী কি কি দিলো? আমি যা পেয়েছি তা তো তুই জানিস্! ওঁর-ই লেখা একখানা নতুন বই 'মনের-ঝড়'। কাল কাগজে এডভারটাইজমেন্ট দেখলাম। বইটা নাকি খুব শীগগিরই সিনেমা হচ্ছে। সামনে ১লা বৈশাখ রিলিজ হ'বে। বইয়ের ফিনিস দেখে মনে হয় লেখক তাঁর জীবনে বোধ হয় সুখ থেকে একেবারে বঞ্চিত।···আহা রেবতীর মনস্কামনা যা ছিলো শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই সেটা পূরণ হ'লো না···

—এখন আর অত আফশোষ ক'রে কাজ কি। দু' হপ্তা বাদে বইটা তো নিজের চোখেই দেখা যাবে, ব'লে অঞ্জলি উঠে পড়তেই ঋতা তাকে বল্‌লো—আমার মাথা খাস্ কথাটা যেন ঘুণাক্ষরেও কাওকে প্রকাশ করিস্‌নে।

ছবিঘর, মীনার ও বিজলীতে একসঙ্গে বইটা ফুল ফোর্সে চল্‌ছে।

একদিন সুখময় বাবু বল্লেন—ঋতা চল্ তোর কাকীকে নিয়ে আজ বইখানা দেখে আসি।

—বাপরে কি ভয়ানক ভীড় !

ফার্ষ্ট ক্লাসও ফুল দেখে তিনখানা বক্সের টিকিট কেটে সুখময় বাবুরা 'হলে' ঢুকতে যাবেন পেছন থেকে ঋতার আঁচল ধরে টেনে অর্চ্চনা আর পাপা একটু ব্যঙ্গ ক'রে বল্‌লো —বোধ হয় স্পেস্থাল পাসে ?···

পাপা বল্‌লো—এসো না ঋতা আমরা সব একসঙ্গে বসি। কাকা কাকীকে ব'লে ঋতা এসে তাদের দলের ভেতর বস্‌তেই অর্চ্চনা তার কানে কানে বল্‌লো—কিরে বইটা বর লিখেছে ব'লে কি দেখার আর ছু'দিন তর সইলো না ? কথাটা আস্তে বল্লেও আশ পাশের ছেলে মেয়েরা শুনে ঋতার দিকে সব হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো।

মনে মনে ভাবতে লাগলো ইনিই তা হ'লে সেই বিখ্যাত সরকারের পত্নি !

পুলকেশ অমিতাভকে বল্লে—এ সুযোগ আর জীবনে হবে না, চলো নিজেদের পরিচয় দিয়ে একটা নমস্কার ক'রে আসি।

—ছু'জন ভদ্রলোক পেছন থেকে এসে ফার্ষ্ট ক্লাসে ঋতার সাম্‌নে দাঁড়ালেন। বেশ একটু বিনতি জানিয়ে এক ভদ্রলোক একটা সেফার্স পেন ঋতার হাতে দিয়ে বল্লেন— আমি পুলকেশ, বলিসত্ত্ব বাবু আমার একজন 'কলিগ্'। ইনি অমিতাভ সেন, বাংলার শেলী। ঋতার মাথায় সিঁদুর না দেখে কেউ কেউ ফিস্ ফিসিয়ে বল্লে—বিয়েটা বোধ হয়

ব্রাহ্মমতে হ'য়েছে। ঋতাকে দেখার জন্যে সকলের সে কি ঠেলা ঠেলি আরম্ভ হ'য়ে গেল! পেছনে ব'সে সুখময় বাবু ও শান্তা রকম সকম দেখে একেবারে অবাক্। অর্চ্চনা কিন্তু ভেতরে ভেতরে গুম্‌রে মরছে। তারই মত সামান্য একটা মেয়েকে দেখার জন্যে একি কাণ্ড! অথচ তু'দিন বাদে সেও রাজরাণী হ'তে চলেছে। নাঃ এ তার অসহ্য। ঋতার দর্প 'যেন তেন প্রকারেণ' সে চূর্ণ করবেই করবে।

'শো' আরম্ভ হ'লো—"মনের-ঝড়"।......বাপ বুড়ো কবিরাজ। আরতি ও ভারতী তু'ই বোন। তু'জনেরই কাজ ভাগ করা। ভারতী ভোরে উঠে পাঁচন জ্বাল দেয়, ওষুধ তৈরী করে, খল ঘোঁটে, আর আরতি রোগ সারাবার গ্যারাণ্টি দিয়ে কবিরাজ যে সমস্ত রোগীকে নিজের বাড়ীতে রেখে তুরারোগ্য রোগের সব চিকিৎসা করেন তাদের সেবা যত্ন করে।

কবিরাজের হাত যশ গুণে দেশ বিদেশ থেকে সব লোক আসে। বড় বড় পাশকরা ডাক্তাররা শুধু ষ্টাইল নিয়ে নিজের নিজের ডিস্‌পেন্সারীতে ব'সে মাছি তাড়ায় আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—ওই কবিরাজ শালা কবে মরবে!

একদিন কবিরাজের বাড়ী এক রোগী এসে হাজির। তার সিফিলিস। পাঁচশো টাকা অগ্রিম দিয়ে কবিরাজের বাড়ী থেকেই তার চিকিৎসা হ'তে লাগলো। আর কথা হ'লো

সম্পূর্ণ রোগ মুক্তির পর আরো পাঁচশো টাকা তাকে দিতে হবে। আরতি তার সেবা শুশ্রূষা করে। ক্রমে ক্রমে রেবতী মোহনের সঙ্গে আরতি বেশ জমে উঠলো। ভাবের পরই ভালবাসা। শেষে ভারতীও একদিন তার কাছে নিজেকে ধরা দিলেন।

মাস তিনেক পরে কবিরাজ যখন রেবতী মোহনকে ছুটি দিলেন তখন সে বেশ সুস্থ ও সবল।

—আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ, যদি রাখেন তবে কথাটা খুলে বলি।

কবিরাজ কিছু না শুনেই যেন সব বুঝে গেছেন এম্নি ভাব ক'রে বল্লেন—যারা একেবারে কাণ্ডজ্ঞান রহিত, তারাই কেবল এরকম কথা বলতে পারে! ওসব বাজে কথা রেখে আমার টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যাও।

*　　*　　*　　*

কবিরাজ তাঁর দু'মেয়েরই বিয়ের ঠিক করেছেন গ্রামেরই জমিদার দুই ছেলের সঙ্গে। গোধূলী লগ্নে বিয়ে, বরকে ছাদ্‌না তলায় সব মেয়েরা ঘিরে ধরেছে। ঢাক ঢোল সানাইয়ের শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম, এমন সময় জমিদার বাবু খবর পেলেন আরতিকে নিয়ে রেবতী মোহন তাঁরই ট্যাক্সি ক'রে পালিয়েছে। আর ভারতী নাকি এইমাত্র কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরেছে। সেই রাত্রেই অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, জমিদার

বাবুর ট্যাক্সিখানা রেল লাইনের ধারে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে পড়ে আছে। ক্রসিং গেটে নাকি ট্রেন-ট্যাক্সিতে ধাক্কা লাগে। ট্যাক্সির ড্রাইভার আর একটা মেয়ে সিরিয়াস্‌লি উণ্ডেড্ হয়। ট্রেন ডিটেন করিয়ে ফার্ষ্ট এইড্ দিয়ে সেই ট্রেনেই তাদের তুলে দেওয়া হয়।

* * * *

ভাল হ'য়ে রেবতী গ্রামে ফিরে এসেছে। জমিদার বাবুর পাইক ও বরকন্দাজেরা তাকে বেঁধে কাছারীতে এনে হাজির করেছে। জমিদার বাবু নায়েবকে হুকুম দিয়েছেন বেটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে গুণে পঁচিশ ঘা চাবুক লাগাও আর গরুর বদলে ব্যাটাকে লাঙ্গলে জুড়ে দু'বিঘে জমি চাষ করাও। পিঠ মোড়া ক'রে বাঁধা রেবতী কাছারী ঘরে বসে কাঁদছে…… ……

দর্শকদের মধ্যে ছোকরার দল চেঁচিয়ে উঠলো—জমিদার শালার ও কি করলো ?… …এর মধ্যে ফিলিম্‌টা কেটে গেলো।

ম্যানেজার বাবু হাত জোড় ক'রে এসে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে, বল্লেন—মেসিনটার একটা পার্টস ভেঙ্গে গেছে। আজকের মত 'শো' এই খানেই বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনারা সব টিকিট জমা দিয়ে পয়সা ফেরত নিয়ে যাবেন। ……বইটা বিয়োগান্তক পালা হ'লেও এবছরে এটা সেরা ছবি। বলিসম্ভ বাবু বই খানাতে খুব নাম ক'রে নিলেন।

কথাটা শুনে অর্চ্চনার মুখে কে যেন একটা ধান সেদ্ধর তোলো বসিয়ে দিলো।

*　　　*　　　*　　　*

বিয়ের দিন অর্চ্চনা বল্ল—মা "আমি এক্ষুণি এক জায়গা থেকে একটু আস্‌ছি।—ওরে, আজ এ অবস্থায় বাইরে কোথাও বেরুতে নেই।

কে কার কথা শোনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সোজা অঞ্জলির বাবার ডাক্তার খানায় গিয়ে হাজির।

অর্চ্চনা— একটু আর্সেনিক দিন তো।

—সে কি? তোমার না আজ বিয়ে? তুমি কি সুইসাইড করবে নাকি? কেন বাবা কি জোর ক'রে তোমার বিয়ে দিচ্ছেন? তোমার কি বর তা হ'লে মোটেই পছন্দ হয় নি? আহা আমায় ঢাকছো কেন? এরকমতো আকৃচার হচ্ছে?

অর্চ্চনা একটু রেগে বল্ল—আপনার কাছে আমি অত বাজে কথা শুনতে আসি নি, আপনি না দেন পরিষ্কার বলুন, তবে ধারে কারবার নয় একেবারে নগদ নারায়ণ।

ডাক্তার মনে মনে ভাবলো মন্দ কি। একে তো এদিকে রোজগার পাতি তেমন কিছু নেই। সামান্য কয়েক কৌটার বিনিময়ে যদি একটা সন্তোষজনক কিছু ... ...

নাঃ, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা কিছুতেই উচিত নয়। মেয়েটাও এই বাইশে পড়লো। যদি অর্চ্চনা নেহাৎ

সুইসাইড করে তবে ঐ পিঁড়িতেই নিখরচায় মেয়েটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে।

—শোনো অর্চ্চনা তোমার জিনিষ আমি দিচ্ছি কিন্তু খুব হুঁসিয়ার—এ নিয়ে যেন কোন হাঙ্গামা টাঙ্গামা কিছু না হয় কারণ বাঘে ছুঁলেই আঠার ঘা। আমি তো একদম অস্বীকার করবোই, শুধু তাই নয় তোমার বিরূদ্ধে পুলিশের সাক্ষীও দাঁড়াতে পারি।

—সন্ধ্যের খানিক পরেই অর্চ্চনার বাবা একখানা টেলিগ্রাম পেলেন—তাঁর ভাবী জামাতা নাকি সেই দিন বেলা তিনটের সময় হার্টফেল করেছেন। চুপি চুপি এসে স্ত্রীকে বল্‌তেই তিনি চোখ কপালে তুলে বল্লেন—তাহ'লে এখন উপায়?

বাপ বল্লেন—আস্তে, ও যেন টের পায় না। বিবাহ-লগ্নে যাকে হোক ধ'রে এনে এখন কাওকে বসাতে হবে। হতভাগীর যেম্‌নি কপাল! কোথায় রাজরাণী হবে তা'না বরাতে এক কুলো ছাই। বলি, এঁটো পাতার ধোঁয়া কি কখনো স্বর্গে যায়?

ঋতার বর এখনো আসে নি। ক'নেকে চন্দন পরাণ হ'চ্ছে। অর্চ্চনা নিজেই ঋতার 'আইবুড়ো ভাত' নিয়ে এসে উপস্থিত; ঋতা কিছুতেই খাবে না—অর্চ্চনাও ছাড়বে না, শেষ পর্য্যন্ত কাকীমার কথায় তাকে রাজী করিয়ে অর্চ্চনা নিজে হাতে দুটো সন্দেশ ঋতাকে খাইয়ে দিয়ে বেড়ুতে যাবে,

এমন সময় সুখময় বাবু বল্লেন—বরটা দেখেই যাও না অর্চ্চনা, তোমার লগ্ন তো সেই শেষ রাত্রে ... ... বল্‌তে বল্‌তে পর পর কতগুলো মোটরের হর্ণ শুনে—বর এসেছে বর এসেছে ব'লে, যে যেখানে ছিলো সব সদরের দিকে ছুট্‌লো।

ঋতাও উঠে জানালা দিয়ে একটু উঁকি মারতে যাবে কি অম্‌নি অর্চ্চনার কোলের ওপর ঢ'লে পড়লো।

বরকে এনে ঘরে বসান হ'য়েছে ওপর থেকে অর্চ্চনা আর অঞ্জলি চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—সাপ, সাপ। —কাকীমাগো! শীগ্‌গির এসো ঋতাকে বোধ হয় সাপে কাম্‌ড়েছে।

ওপরে সবাই ছুটে এসে দেখে ঋতা একেবারে নীল হ'য়ে গেছে ... ... সুখময় বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।—যৌতুকে যে খাট দেওয়া হ'য়েছিলো সেই খাটে ক'রেই ঋতাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সব জোগাড় করা হচ্ছে।

বলিসত্ত্ব বাবু ঋতার কাকাকে ডেকে বল্লেন—আমার 'মনের ঝড়'টা কোথায়,—দিতে পারেন? বইটা বিশেষ দরকার।

—যে খেলা সুরু হ'তে হতেই তার ফিল্ম কাটে সেই প্রেমের হাটে বোধ হয় কিছু প্রীতির অভাব। সুতরাং ওটা একটা যা-তা হ'য়েছে। ওটাকে সেলুনে বিক্রি ক'রবো, দাড়ী ফেলা পাতা হ'বে, ... এমন সময় এক বৃদ্ধ হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালেন—আপনারা আমায় কেউ রক্ষা করুন। কে এমন

আমার সহৃদয় উদার বন্ধু আছেন? আমায় আজ কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করুন—যাঁর সঙ্গে আমার আজ মেয়ের বিয়ের কথা ছিলো এই মাত্র টেলিগ্রাম পেলাম—হার্টফেল করে আজ দুপুরে মারা গেছেন। মেয়ে আমার প্রতিজ্ঞা করেছে—লগ্ন পার হ'য়ে গেলে রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গে সে আত্মহত্যা করবে। বলিসত্ত্ব বাবু বল্লেন—এর চেয়ে প্যাথেটিক সীন আর কিছু হ'তে পারি নাকি?—চলুন চলুন... ... ...

*　　　*　　　*　　　*

বর যাত্রীরা সব খেতে বসেছে।—লুচি লুচি।

এই যে মাছ, মাছ, আপনাদের কারো মাছ চাই?

—কে হে একটু ছাঁচরা দেখি?

পরিবেশনের হাঁক ডাকের মধ্যে ঘুল ঘুলি-দিয়ে উঁকি মেরে অর্চ্চনা যা দেখলো তার ঝুঁকি সামলাতে বোধ হয় সারা জীবনই তার লেগে যাবে। এ কি?

বাস্তবিক্ই লেখকের এক কদাকার চেহারা। রং একেবারে আবলুস্ কালো। শুয়োরের কুঁচির মত মাথার চুলগুলো খাড়া, কানদুটো খরগোসের মত মানে একটা 'গুজ্ফুল ক্লাস' আর কি! অর্চ্চনা বাবাকে কি বুঝিয়ে দিলো, তিনি বল্লেন—বেশ, ডাক্তারের ঐ পাপকেই তা হ'লে বসিয়ে দেওয়া যাক।

ক'নের পিঁড়িতে ঘোম্টা দিয়ে বসে অঞ্জলি। পুরুত

মশায় ক'ষে মন্ত্র আওড়ে চ'লেছেন। গাঁটছড়া বাঁধা হ'য়ে যাবার পর সরকারের কি রকম একটু সন্দেহ হ'লো এতো অর্চ্চনা নয়—নিশ্চয়ই কোন অন্য মেয়ে।

পুলকেশ বল্লে—তুইও তো একটা হতচ্ছারা। এটা লজিক্যালি প্রুফ, তোর বৌ আর ওর বর মারা গেছে। দ্যাট ইজ, তুই মৃতদার আর ও বিধবা। তাহ'লেই এটা তোর হ'লো দ্বিতীয় পক্ষ আর বিধবা-বিয়ের এখনো ততটা চল হয় নি।

কথাটা শুনে অর্চ্চনা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ফেল্‌লো। অমিতাভ বল্লে—জান সরকার! ডাক্তাররা ল্যানসেটে ফোঁড়া কাটে, আর এটা হ'লো প্লানচেট্—ভাবনা কাটায় সিঙ্গল জোড়া দেওয়া হ'লো বুঝলে না?

—বল হরি হরি বোল ! ... ...

নিশিরাত্রে পাড়া কাঁপিয়ে হঠাৎ খোল বেজে উঠ্‌তেই ছেলে মেয়ে সব ভয়েই অস্থির। কেউ কেউ ছুট্‌লো পাড়ার না বে-পাড়ার কে গেলো দেখবার জন্যে।

আহা কার জন্মের মতো খাওয়া পরা আজ সব উঠে গেলো ব'লে রামমনী অন্ধকারে আলো জ্বাল্‌তে গিয়ে ঘরের মধ্যে খালি ঘুরপাক খেতে লাগ্‌লো।

ভোর হ'তে তখনো প্রায় প্রহর খানেক রাত বাকি। থেকে থেকে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় মাঝে মাঝে জল জমে গেছে। শীতের ঠাণ্ডা তেমন না পড়লেও বর্ষার মেঘলা হাওয়ায় বাতাসটাকে বেশ ভারী ক'রে তুলেছে।

শব যাত্রার পেছনে কে-ও ?

দেখা গেলো—একজনের কোলে চ'ড়ে আড়াই তিন বছরের একটা নাদুস নুদুস ছেলে খিল খিল ক'রে হাস্‌ছে আর হাত-তালি দিচ্ছে। মুখে মুখে শুনা গেলো—সুজিৎ লাহিড়ীর মেয়ে বনলতা দেবী তাঁর হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর বজায় রেখে আজ চ'লে গেলেন।

বাচ্চা শিশুর কি উপায় হবে, ভেবে অস্থির হয় সীতানাথ। কারণ বিয়ের পরই সামান্য কী একটা ব্যাপার নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দুই বেয়াই-এ মুখ দেখা-দেখি বন্ধ। এমন কি কোর্ট থেকে সার্চ্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে লাহিড়ী মশায় যে দিন তাঁর মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী থেকে নিতে আসেন সীতানাথের বাবা তাঁর পুত্র বধূকে স্পষ্টই বলেছিলেন—তোমার এই যাওয়া মানে শেষ যাওয়া। জীবনে আর কখনো এ বাড়ী-মুখো হবার আশা ক'রো না। আমরা গরীব হ'তে পারি কিন্তু আমাদের আত্মমর্য্যাদা বলে একটা জিনিষ আছে। এ কথার ওপর বনলতার আর সাহস হয়নি স্বামী ঘর ছেড়ে তার বাপের সঙ্গে যাওয়ার। সুতরাং সেখানে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হ'য়ে বাড়ী ফেরার পথে সুজিৎ লাহিড়ী বলে-ছিলেন—চলুন দারোগাবাবু, মেয়েকে আজ জন্মের মতো যমকে দিয়ে গেলাম।

বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে সীতানাথ বহু টাকাই ব্যয় ক'রলো। পঞ্চানন ভট্চাজ খেতে ব'সে বল্লেন—কি আর করবে সীতু—বিয়ে তোমায় ফের করতেই হ'বে, অবশ্য দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে। কারণ সে যে গুঁড়োটুকু রেখে গেছে তাকে তো মানুষ ক'রতে হবে। আর ছাগল দিয়ে যদি যব মাড়ানো যেতো তাহ'লে আর কেউ গরু কিনতো না। এ তোমার মুরোদ নয় যে তুমি ওর সব তত্ত্বাবধান ক'রবে।

—কাজ সেরে ফিরতে কোন কোন দিন ভীষণ দেরি

হ'য়ে যায় সীতানাথের। এসে দেখে হয়তো শশীনাথ ধূলোর মধ্যে শুয়ে পড়ে আছে, আর তার পেটে পিঠে এক হ'য়ে গেছে। মায়ের অভাব পূরণ করার ক্ষমতা কি চাকরের থাকে? পাশের বাড়ীর ছায়া প্রথম প্রথম ছেলেটাকে একটু দেখাশুনা করত কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাড়ীর মালিক হ'য়ে তার বসার অভিপ্রায় জান্‌তে পেরে সহুরে মেয়েদের ওপর ঘেন্না হ'য়ে যাওয়ায় সীতানাথ পাড়াগাঁয়ের এক মেয়েকে বিয়ে করে—নাম রমলা। তার ধারণা সহুরে বিষ বোধ হয় তখনও পল্লীবাসীদের ভেতর ততটা ঢোকে নি। রমলাকে ডেকে সীতানাথ শুধু বল্ল—তোমার সেইখানেই বাহাদুরী দেখা যাবে যদি তুমি শশীনাথকে চুরি ক'রে বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখতে পার। 'জাগৃহী'র মেম্বার হিসেবে অন্যান্য সহরের মেয়েদের সঙ্গে সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতায় রমলা দাঁড়ালেও পল্লীর আদর্শ সে তার মন থেকে তখনও সম্পূর্ণ মুছে ফেল্‌তে পারে নি।

রমলা এসেই আগে গয়লাকে ছাড়িয়ে দিয়ে বাড়ীতে একটা গরু কিন্‌লো। খাঁটি দুধ খাবে শশীনাথ। কারণ রমলা জানে গয়লাদের স্বধর্ম্ম হ'চ্ছে একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়েও মিথ্যে কথা বলা অর্থাৎ তারা দুধে জল মেশাবেই মেশাবে।

খেতে শুতে দিনরাত রমলার শশীই একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। শশী যদি কোথায়ও কোন অপরাধ ক'রে আস্‌লো তাড়াতাড়ি

রমলা গিয়ে মাপ চেয়ে আসে। এমন কি সীতানাথও যদি কোন দিন শশীর দুষ্টুমির জন্যে তার গায়ে একটু হাত দেয় তবে রমলার তিন দিন খাওয়া বন্ধ। শশীর কোন অসুখ বিসুখ হ'লে রমলার মুখ শুকিয়ে একেবারে আমসত্ত্ব।

মুগ্ধ সীতানাথ, কিন্তু এহেন রমলা বছর না ঘুরতেই একেবারে পাল্টে গেলো তার ছেলে রবি হবার পর থেকেই।

রবি-শশী দুই ভাই দিন দিন শশীকলার মতই বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। প্রথমে তাদের খাওয়া দাওয়ায় এলো তারতম্য, তারপর সুরু হ'লো গালি-গঞ্জনা শেষে শশীনাথ রমলার যেন গলার কাঁটা হ'য়ে দাঁড়ালো।

রবি সকালে লুচি খায়—শশী দু'টো শুক্‌নো মুড়ি, তাও কোনদিন পায় কোনদিন পায় না। রবির যতই নিত্যি নতুন সুট বুট আসে শশীর প্যান্টে ততই তাপ্পি পড়ে।

সীতানাথ নির্ব্বিকার। রমলা তাকে যাদু করেছে।

ছেলেয়-ছেলেয় মারামারি ক'রে আসে, সীতানাথ রবিকে ছেড়ে শশীকে বেদম্ ঠেঙ্গায়, তবু রবির ওপর শশীর বেজায় টান দেখা যায়।

জন-নারী রামমনী।

ষোল বছর বয়সে তার স্বামী মারা গেলে সে পথে এসে দাঁড়ায়। তারপর আস্তে আস্তে রূপযৌবনের বিনিময়ে রাজ্যের সোনা রূপো এসে তার পায়ের তলায় জড় হ'তে থাকে। ব্যাঙ্কে অগাধ টাকা জমে যায়। কল্‌কাতার বুকের

ওপর দশ দশ খানা বাড়ী তুলে ফেলে। লোকে বলে রামমনীর খাটের তলায় নাকি দু'শোখানা সোনার ইট পোঁতা আছে। অবশ্য সংসারে সে সব ভোগ করতে রামমনী তার নিজের বল্‌তে দুনিয়ায় কাউকেই রেখে আসে নি।

তাই বুঝি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিকারী রামমনীর মনের দুঃখ ভগবান কানে নিলেন।

শশী তখনো জানে না রামমনী কে? স্কুল পালানো ছেলেদের পাল্লায় পড়ে একদিন দুপুরে রামমনীর বাড়ীতে কাশীর পেয়ারা গাছে উঠে পড়ে শশীনাথ।

দৈবের চক্রান্ত। হঠাৎ শশীনাথ গাছ থেকে প'ড়ে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। ঘর থেকে ছুটে আসে রামমনী। শশী-নাথকে কোলে করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে তাকে ভাল ক'রে তোলে। সেই থেকে শশীনাথের ওপর রাম-মনীর এসে পড়ে সন্তান-বাৎসল্যের টান। সীতানাথের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে তাকে দাদা বলে ডাকে রামমনী। শেষে এক দিন সুযোগ বুঝে তার কাছে ভিক্ষাপুত্র হিসেবে সে শশী-নাথকে চেয়ে বসলো।

সেদিন যারা রামমনীকে সমাজের কলঙ্ক ব'লে সহর থেকে তাড়াতে চেয়েছিলো, আজ তারাই আবার তার হ'য়ে অনেকে ওকালতী করে দেখা যায়।

রামমনী তার জীবনের হাটে অনেক কিছুই বেচাকেনা

করেছে সুতরাং সে বেশ বোঝে যে কে তাকে আগাতে আসে কিম্বা কে তাকে বাগাতে আসে।

বিশ বছর ধূলো ঘেঁটে সে আজ পরশ-মণির সন্ধান পেয়েছে সীতানাথের ঘরে। তাই সীতানাথের দেখা পেলেই যখন তখন রামমনী তাকে খোঁচায়—কই দাদাবাবু তোমার কাছে যা চেয়েছিলাম দিলে না? তুমি শুধু অমন, মুখেই দেবো দেবো করো·······

বলি বলি ক'রে সেদিন সীতানাথ কথাটা বলেই ফেল্‌লো রমলাকে—শুন্‌ছো, রামমনী শশীকে ভিক্ষাপুত্র নিতে চাইছে—দেবে?

ধুনোর গন্ধে মনসা নেচে উঠ্‌লো—তাতে আবার কিন্তু আছে নাকি? এক্ষুণি এক্ষুণি! সেখানে বরঞ্চ রাজার হালেই থাক্‌বে। তাছাড়া এ দু'টোতে একটু ছাড়াছাড়ি হ'লে রবিটা হয়তো মানুষ হবে। নইলে ঐ বাঁদরটার সঙ্গে মিশে মিশে ওর দফা-রফা। কালই গিয়ে ওকে তাহ'লে দিয়ে এসো আর রবিকে হাইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিয়ে বাড়ীতে দু'টো মাষ্টার রাখো। দেখে নিও যদি বেঁচে থাকে রবি নিশ্চই জজ্‌ হবে।

হাঁফ ছেড়ে আজ ক'দিন বেঁচেছে রমলা তার পায়ের বেড়া এদ্দিন পরে ঘুচেছে। মনে মনে সে বেজায় খুশী—শশীটা তো ওখানে গিয়ে আস্ত একটা ভেড়া বন্‌বে। চৌদ্দ বছর হ'তে না হ'তেই হয়তো ট্যাকের শিশি, বোতল হ'য়ে

তার বগলে উঠবে। তারপর লিভার পেকে একদিন চিচিং ফাঁক্। তখন রবিই তার বাপের একমাত্র ওয়ারিশ।

মাষ্টার আসে যায়। রবির লেখা পড়ায় মোটেই মন নেই। কান-মলা, চড়, চুল টান্‌া, বেত, মাষ্টারের কাছে তার দৈনিক বরাদ্দ। মাষ্টার মশায় রেগে মাঝে মাঝে বলেন—রোজ সকালে বিকেলে গিয়ে রামমনীর ছেলের মুত এক ছটাক ক'রে খেয়ে আসিস্ তবে যদি তোর মাথা খোলে। শেষ পর্য্যন্ত তোর বরাতে যা আছে তা আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি। বাপ-মা চিরদিন বেঁচে থাক্‌বে না। শশীর প্রতিজ্ঞা সে মেট্রিকে ফার্ষ্ট হবে—স্কলারসিপ নেবেই নেবে। তার নামে রামমনী এখন থেকেই চৌদ্দ হাজার টাকা আলাদা ক'রে রেখেছে তাকে বিলেত পাঠাবার জন্যে। ছেলে, একে বলে। তোরা তো ছেলে নয় এক একটা পিলে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মাষ্টারের কথাগুলো সব শুনে রমলার গায়ে কে যেন লঙ্কা বেঁটে দিলো। মনে মনে ভাবলো—ইস্ তাহলে তো বড্ড মওকা ফস্কে গেছে? দুধের সঙ্গে একদিন এক ফোঁটা দিলেই কবে সব ফয়সালা হ'য়ে যে'তো। রাত্রে স্বামীকে বল্লো ঐ মাতাল মাষ্টারটা ছেলেকে পড়াবে কি যত সব আজে বাজে গল্প আর শুধু উড়ু উড়ু মন। এসে বস্‌তে না বস্‌তেই কেবল ঘড়ি দেখা আর দরজার দিকে উঁকি ঝুঁকি মারা। শ্যাম বাবু শুনেছি সেকালের গ্র্যাজুয়েট্, মাসিক পঞ্চাশ টাকা পেলে নাকি তিনি পড়াতে পারেন।

পরদিন রাত্রে দেখা গেলো রবিকে পড়িয়ে শ্যাম বাবু লাঠি ঠুক্ ঠুক্ ক'রে সীতানাথের বাড়ী থেকে বেরুচ্ছেন।

* * * *

শশী যখন মা ব'লে ডাক দিয়ে এসে রামমনীর পাশে দাঁড়ায় তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দে যেন তার সমস্ত বুকটা ভ'রে যায়। ছেলের দীর্ঘায়ু কামনা ক'রে মুখে একটা চুমু খেয়ে কোলে বসিয়ে নিজের ঘৃণ্য জীবনের পঙ্কোদ্ধারের আশায় রামমনী ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায় ও শশীর মাথায় হাতরেখে মনে মনে কি যেন বিড় বিড় ক'রে বলে।

রামমনীর বিগত দিনের সাথীরা মাঝে মাঝে এসে রাত বিরেতে দুয়োরে উঁকি মেরে পালাবার আর পথ পায় না। কেউ কেউ টিটকিরী দেয়—মাগী যৌবনটাকে বুড়োদের কাছে বিলিয়েছে আর আজ নিজে বুড়ো হ'য়ে এক ছোড়া জুটিয়েছে।

—দশ জনের মুখে শশীর প্রশংসা শুনে রামমনীর বুক একেবারে দশহাত। মনে মনে ভাবে—মায়ের কী অনন্ত লীলা বোঝে সাধ্য কার? একদিন তার দুয়োরে যতো শুয়োর এসে খুঁড়েছিলো আর আজ.........?

রামমনীর ছত্রিশ বছর বয়েস হ'লেও সাজ্‌লে গুজ্‌লে কিছুতেই ছাব্বিশের বেশী দেখায় না। তার সমব্যবসায়ীরা টিপ্পুনী দেয়—কিলো, তপস্বিনী! 'মুহ্‌মে রাম বগল মে ছুরি নয় তো?

সকলের সঙ্গে ঝগড়া হ'য়ে গেছে রামমনীর। শশীর

চরিত্রে যাতে কোনদিক দিয়ে কোন রকম একটু দাগ না পড়ে তার জন্যে সে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত।

বেলাইনের কোন ছেলে মেয়ে এসে তার সাম্‌নে দাঁড়াতেই সে গলাগালি দিয়ে তাদের একেবারে ভূত ঝাড়িয়ে দেয়।

*　　*　　*　　*

ম্যাট্রিক তিনবার ফেল করেছে রবি। এর মধ্যে চুরি কেসে্ দু'বার জেল খেটে এসেছে। বাপের তহবিল নাকি প্রায়ই সে আজকাল ভাঙ্গে। কোন্ ফিমেল সিনেমা আর্টিষ্ট তাকে নাকি পাগল করেছে। জুয়ায় সে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট। মাকে হারামজাদী ব'লে গাল দিতে একটুও ইতস্তত করে না। বাপকে মারবার জন্যে মাঝে মাঝে রুখে ওঠে।

সীতানাথ রমলাকে বলে—কেমন, জজের বিচার হাতে হাতে পাচ্ছতো?

*　　*　　*　　*

বিলেত যাওয়ার পথে বোম্বেতে জাহাজে ওঠার সময় শশীনাথের কল্‌কাতারই আর একটি বাঙ্গালী ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। সে আই, সি, এস পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, নাম হারাধন ঘোষাল। এম এ-তে পাবলিক এড্‌মিনেষ্ট্রেশন ইন্ ইণ্ডিয়ার উপরে এমন একটা থিসিস্ সাবমিট্ ক'রেছে যার ফলে গভর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তাকে বিলেত পাঠাবার সমস্ত খরচ বহন করতে রাজী হয়েছে।

হারাধন আই, সি, এস পাস ক'রে হাওড়ায় এ, ডি, এম হয়ে আসার বছর খানেক বাদে শশীনাথ আই, এম, এস হ'য়ে কল্‌কাতায় মেডিক্যাল কলেজে জয়েন করলো।

শশীনাথের স্মরণশক্তি খুব। হস্‌পিট্যাল কোয়ার্টারে দাঁড়িয়ে দেখে তার কলেজ বন্ধুরা কেউ ট্রামে, কেউ বাসে বাদুরের মত ঝুল্‌তে ঝুলতে চাক্‌রী করতে যাচ্ছে।

কাজের শেষে শশীনাথ রোজই রাত্রে একবার তার পালিতা মাতার বাড়ীটা ঘুরে আসে। শশীনাথ বিলেত থাকা কালেই রামমনী একটা উইল ক'রে মারা যায়। উইলে পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশ ক্রমে শশীনাথ সমস্ত বাড়ীর ও নগদ টাকার মালিক। রবি যদি শশীর অনুগত হয় তবে ব্যাঙ্কের ও রামমনীর লাইফ ইন্‌সিয়োরের সমস্ত টাকা তার। শশীনাথের বাবা সীতানাথ মাসিক দু'শো টাকা ক'রে ছেলেদের কাছে ভাতা পাবেন। রমলাকে কিছুই দেয় নি রামমনী।

তারমতে বিষ বৃক্ষের একেবারে মূলোৎপাটন করাই উচিৎ ডাল ছেটে কোন লাভ নেই।

উইল মোটেই মনঃপূত হয় নি শশীনাথের। সে মনে মনে ভাবে তার আজ সমস্ত কৃতিত্বের মূলে রমলা। সে যদি অমন নির্ম্মম নিষ্ঠুর না হ'তো তা হ'লে স্কোপ না পেলে সেও হয়তো আজ অর্ডিনারী একটা রামা, শ্যামা, যদো, মধো প্যাটার্ণ হ'য়ে থাকৃতো। শশীনাথ জানে রামায়ণ

সৃষ্টির মূল হচ্ছে কৈকেয়ী—অথচ সাহিত্য এবং সাধারণের চোখে সে চির-উপেক্ষিতা।

*　　　　*　　　　*　　　　*

শশীনাথ ভেতরে ভেতরে অনেক খোঁজ ক'রেও তার বাপ মা'র কোন সন্ধান পায় নি। কারণ সীতানাথ সেই যে শশীকে রামমনীর ওখানে পৌঁছে দেবার পর ডুব মেরেছে মানে আজও গেছে কালও গেছে। লোক-লজ্জার ভয়ে বা রমলার দাঁতের বিষ এড়াবার জন্যে সীতানাথ পথে ঘাটে রামমনীর সঙ্গে দেখা হ'লে পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে গেছে। ভুলেও কখনো জিজ্ঞেস করে নি যে শশী কেমন আছে বা কত বড় হয়েছে।

*　　　　*　　　　*　　　　*

—হাইকোর্টের জজ মিঃ এইচ, ডি, ঘোষালের এজলাসে লোক আর ধরে না। আজ এক মার্ডার কেসের রায় বেরুবে।

আসামী ডকে দাঁড়িয়ে।

সিভিল সার্জেন মিঃ এস, এন দাসকে জজ সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন কি একটা কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে। কারণ ইনিই মেয়েটাকে এক্জামিন করেছিলেন।

কোর্টে এসে ঢুক্তেই চাপরাসী তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার এনে জজের সীটের পাশে রেখে গেলো। আসামীর মা-বাপ ব্যারিষ্টারের পেছনে যুক্তহস্তে দাঁড়িয়ে আদালতের কৃপা প্রার্থী।

—একি! রবির এতদূর অধঃপতন ডকের দিকে তাকাতেই চম্‌কে উঠলো ক্যাপটেন দাস।

আদালতের ডিসিপ্লিন ও মর্য্যাদা বজায় রেখে জজ সাহেব রায় দিলেন—জুরীদের সঙ্গে একমত হ'য়ে এক নাবালিকার ওপর অত্যাচার ক'রে তার মৃত্যু ঘটাবার জন্যে আমি আসামীর ফাঁসীর হুকুম দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফেণ্ট হ'য়ে পড়লো রমলা। ক্যাপটেন দাস তাড়াতাড়ি প্লাটফর্‌ম থেকে নেমে তার মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে নেয়। সীতানাথ চিনতে পারে নি শশীকে। ভয়ে ভয়ে বল্ল—ডাক্তার সাহেব আমি?…একটু হেসে শশীনাথ তাকেও মোটরে উঠিয়ে নেয়।

*　　*　　*　　*

—ক্লাবে ব'সে কিঙ্কর অশোককে একখানা চিঠি লিখছে —সুরভি এসে ঢুকলো—এ,কি! আপনি যে দিন দিন একেবারে ডুমুরের ফুল হ'য়ে উঠ্‌লেন দেখছি। হ্যাঁ, তারপর জাগৃহীর সাইন বোর্ডটা যে উল্টানো?

—ক্লাব তুলে দেবো মনে করছি।

—তার কারণ?

—কারণ তোমরা।

—আরও বিশ বাঁও জলের মধ্যে ফেলে দিলেন দেখছি।

—কেন ঋতা, অর্চ্চনা, অঞ্জলির কাণ্ড কিছু শোন নি? কৈশোরের উদ্দীপনা যদি যৌবনের উন্মাদনারই অপভ্রংশ হয় তবে শত জাগৃহীরও ক্ষমতা নেই যে তাদের কখনও জাগাতে

পারে, রাদার্ এ রকম ক্লাব মানে একটা রংফুল্ অ্যাসাম্ব্লি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার হাতে যদি সে রকম ক্ষমতা থাক্‌তো তাহলে আমি সবচেয়ে আগে এই সব ক্লাবের অরগ্যানাইজারদের চোখ বুজে সব হ্যাঙ্গ করতাম। সে যাক্ চিন্ময় হঠাৎ বিলেত গেল কেন?

—চার্টার্ড একাউন্ট্যান্সি পড়্‌তে।

—মানে আবার একটা মেম্ নিয়ে ঝুল্‌তে? তোমার ভাই যে এমন হ'তে পারে তা আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারিনি, সুরভি।

—আপন দোষে যে মরবে তার সুঁট্ পিঁপুলে কি ক'রবে বলুন? যাই হ'ক, মা আজ আপনাকে বিকেলে একবার অতি অবশ্য দেখা ক'রতে বলেছেন।

—কেন সে রকম কোন জরুরী দরকার আছে?

—এই দেখুন, সেটা আমি কি ক'রে জানব বলুন?

—যদি তা নাই জানো তবে এটা দয়া করে তাঁকে জানিয়ো—বাবার সঙ্গে যে ভদ্রলোক আমাদের বাড়ী এসেছেন তাঁদের একটা বিলি ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত আমার একটুও কোথাও নড়বার উপায় নেই।

—ভদ্র লোকের সঙ্গে বোধ হয় নিশ্চই কোন আইবুড়ো মেয়ে আছে?

—ভুলে যেওনা সুরভি, জুতোর জায়গা পায়ের তলায়। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মুখ একেবারে লাল হ'য়ে ওঠে

সুরভির। সে আর সেখানে কোন রকম দ্বিরুক্তি না ক'রে নিজের মোটরে গিয়ে ষ্টার্ট দেয়……।

*　　*　　*　　*

কিঙ্করের চিঠিতে অশোক বোম্বেতেই খবর পায় যে তার বাবা একটা অসবর্ণ বিয়ে করেছে শুধু তাই-ই নয় কিঙ্কর নাকি তাদের বাড়ীতে একটা ছোট ছেলেকেও দেখে এসেছে। চিঠি পেয়ে অশোক পরিষ্কার বুঝে গেলো কেন তার বাবা সেদিন তাঁকে টেলিগ্রাম সত্ত্বেও তিনি অশোককে বাড়ী যেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু বাপ চিরকাল বাপই। বাপের দোষগুণ বা ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা তো ছেলের নেই।

অশোক বেশ জানে তার বাপকে পয়জন্ ক'রেছে সেই শালা ভট্চাজ। তার মনে হ'তে লাগলো—সে যদি কখনো ভটচাজের দেখা পায় তবে তাকে একটা গর্ত্ত ক'রে গলা পর্য্যন্ত পুঁতে ফেলে যদি ডাল কুত্তা দিয়ে না খাওয়ায় তবে সে ছেলেই নয়। অবশ্য এর শোধ অশোক বেঁচে থাক্‌লে একদিন নেবেই নেবে।

জীবনে দারুণ 'সক্' পেয়েছে অশোক।

ডাক্তারী পাস ক'রে বেরোবার পর বন্ধুদের অনুরোধে সে এলাহাবাদে মেয়ের মাসীর বাড়ী থেকে যেদিন বিয়ে ক'রে নিয়ে আসে, তার দু'দিন পরে ফুলশয্যার রাত্রেই কেয়াকে ধরে ফেলে অশোক। তখন আর সে কোন রকম দুর্ব্যবহার

তার ওপর না ক'রে শুধু বল্ল—তোমার মেসোর, ডাক্তার বর না খুঁজে স্কুলমাষ্টার কাউকে খোঁজাই উচিৎ ছিলো।

মাতৃহারা এবং পিতৃ-স্নেহ বঞ্চিত অশোক নিজের দুর-দৃষ্টের কথা কিছুতেই ভুলতে না পেরে শেষে মদ্ ধরলো।

বন্ধুরা ধরে বেঁধে মনোরমার সঙ্গে ফের একটা বিয়ে দিয়ে দেয় অশোকের। কিন্তু মদ তখন অশোকের সঙ্গের সাথী।

মদের নীচে আরো একধাপ সে নেবে গেছে।

সেদিন যখন টাকা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অশোক, সাম্‌নে দরজা আটকে দাঁড়ালো মনোরমা—আজ তুমি আমায় খুন না ক'রে কিছুতেই বাইরে যেতে পারবে না। ঘরের পয়সা খরচ ক'রে ঐ সব ছাই পাঁশ যা'তা খেয়ে কেন মিছেমিছি শরীরটা নষ্ট করছ শুনি?

মানুষ যখন পুরো মাতাল তখন তার বহির্জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকে না। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হ'লেও সে তখন নিজেকে একটা রাজা বাদ্‌শার সমান বলেই মনে করে শুধু তাই নয়, কাকে কি বলা উচিৎ বা অনুচিৎ সে জ্ঞানটুকুও যেন সে তখন একেবারে হারিয়ে ফেলে।

মনোরমার কাছে বাঁধা পেয়ে অশোক যদ্দুর সম্ভব নোংরা ভাষায় তাকে গাল মন্দ ক'রে বল্লো—এসব ন্যাকামী রেখে এখন সরে যা সাম্‌নে থেকে বল্‌ছি।

—মদ আর তুমি কিছুতেই খেতে পারবে না, দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় মনোরমা।

—নাঃ খাবে না! তোর বাবার পয়সায় খাই?

অশোককে যেতে দেবে না বলে তার পা দু'টো জড়িয়ে ধরতেই মনোরমার চুল ধ'রে টেনে তাকে চিৎকরে ফেলে দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় অশোক।

ঠাকুর ঘরে গিয়ে আছড়ে প'ড়লো মনোরমা—আমি কি পাপ করেছি ঠাকুর। যার জন্যে তুমি আমায় এতো শাস্তি দিচ্ছো। হয় আমার মৃত্যু দাও, নয় ওঁর মতিগতি ভাল ক'রে দাও আমি চব্বিশ প্রহর কীর্ত্তন দেবো ঠাকুর।

রাত্রে স্বপ্নাদেশ হ'লো—যদি কোন শুদ্ধ কুমারীর পা ধোয়া জল এনে তোর স্বামীকে এক গণ্ডূষ খাওয়াতে পারিস তা'হলে ওর মঙ্গল হবে। তবে সাবধান, সে ছদ্মনারী হ'লে তোর বৈধব্য সুনিশ্চিত……

নেশার ঝোঁকে সে দিন আবার কাঁচের গ্লাসটা ছুঁড়ে মারতেই মনোরমার কপাল কেটে দর্ দর্ করে রক্ত পড়তে থাকে, ভ্রূক্ষেপ নেই অশোকের। তারই ওপর তার পিঠে আরো দু'চার ঘা লাথি মেরে বেরিয়ে যাবার সময় বলে—খোদার খাসীটা দিন দিন খেয়ে খেয়ে ফুলছে, মরবার নামটি নেই।

অশোক তখন বেরোয় নি। নীচের ঘরে কি করছে; সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে মনোরমা এসে খুলে দেখে তার বাবা দাঁড়িয়ে।

—কি মা, কেমন আছিস্? জামাই ভাল তো?

সব ভালো। সংক্ষেপে দু'টো কথা ব'লে বাবাকে প্রণাম ক'রে উঠ্‌তেই তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন—হ্যাঁরে মনু তোর কপালে ও রক্ত কিসের?

মনোরমা বল্লে—আপনি আসার কিছু আগে পাড়ার একটা মেয়ের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে গেছলাম সেখানে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে কপালটা একটু কেটে গেছে। তোমার জামাই বাড়ী নেই তাই র'ক্ষে—নইলে এতক্ষণ রাজ্যের ডাক্তার এনে একটা মহা হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিতো।

পরের ছেলে নিন্দে ক'রবো না, কিছু শুনতে আস্‌ছে না, আমার যদি কখনো একটু মুখ ভার দেখলো যতক্ষণ না ফের হেসে কথা বল্‌ছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন তার আর মোটে শান্তি নেই।

মেয়ের কথা শুনে বাপ মহাসুখী হ'য়ে বল্লেন—ছেলে বেলায় তুই শিব পূজো করেছিস্ কিনা তাই শিবের মত স্বামী পেয়েছিস্।

—হ্যাঁ, মাকে গিয়ে ব'লো তাঁর আদরের মনু স্বামীর ঘরে মহা সুখেই আছে, তবে ছোটবোন নিরুপমা যেন আর শিবপূজো না করে, শক্তির উপাসনা করে।

গলাটা কেঁপে গিয়ে কথাগুলো জড়িয়ে যায় মনোরমার। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে যায় বাবার জন্যে চা তৈরী ক'রে আনতে।

—ঘরে আইডিন আছে?—মনোরমার বাবা একটু ব্যস্ত

হ'য়ে পড়লেন। মনোরমা তাঁকে কিছু না বলে খানিকটা গাঁদাপাতা বেটে একখানা রুমাল কপালে বেঁধে দিলো।

শ্বশুর মশায় ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুক্‌তেই অশোক পা টিপে টিপে খিড়কির দরজা খুলে স'রে পড়লো, মনোরমার সব কথা শুনেছে অশোক—কি জানি যদি সে রাগের মাথায় আবার এখানে সব ফাঁস ক'রে দেয়!

খেতে ব'সে বাপ জিজ্ঞাসা কল্লেন—হ্যাঁরে মনু তোর গায়ে গয়না গাঁটী কিছু দেখছি না যে?

মনোরমা একটু ঢোক গিলে বল্ল—ক'দিন থেকে এখানে চোরের ভয়ানক উপদ্রব হওয়ায় সেগুলো খুলে রেখেছি।

মনোরমার সব কথাতেই যেন একটা ঢাকিঢাকি ভাব দেখে বাপের মনে কেমন সন্দেহ হয়।

রাত একটা পর্য্যন্ত চুপ ক'রে মশারীর ভেতর বসে থাকার পর বল্লেন—কইরে, অশোক তো এখনো বাড়ী এলো না?

—আজ যে তার ফার্ষ্ট নাইট্ ডিউটি—তা ছাড়া হয়তো কোন সিরিয়াস রুগী টুগী বোধ হয় বেরুবার সময় এসে পড়েছে।

এরপর তুমি শুয়ে পড়। রাত জাগলে তোমার শরীর খারাপ হ'বে।

এদিকে পুরো তিন গ্লাস টেনে অশোক জড়িত কণ্ঠে
৮ দিলো—রাণী? দরজা খোল। এই আমি দিব্বি

করছি আর কখ্‌খনো তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবো না। খোল শীগগির দরজাটা খোল বলছি।

আমায় তো তুমি মিথ্যেবাদী বল্‌তে পারবে না! রমার গায়ের সমস্ত গয়না খুলে নিয়ে এসে এক এক ক'রে তোমায় সব দিয়ে দিয়েছি। তার বাক্সর সমস্ত ভাল ভাল কাপড় চুরি ক'রে এনে তোমার বাক্স ভ'রে দিয়েছি। তুমি সে দিন বল্লে আমি হেঁটে যেতে পারি না, সঙ্গে সঙ্গে তোমায় একটা গাড়ী কিনে দিলাম এমন কি আমার লাইফ ইন্‌সিয়োরের নমিনিটা পর্য্যন্ত মনোরমার নাম কেটে তোমার ক'রে দিয়েছি —আর কি বল্‌তে চাও?

—কি বল্লে? বেশ তাই হ'বে। কালই গিয়ে ওর ঠাকুর ঠুকুর সব ভেঙ্গে ফেল্‌বো। নাঃ এইবার তুমি আমায় হাসালে। ছেলে হ'লে আমি পাল্‌টে যাবো। হাঃ হাঃ হাঃ।

মাতালের হাসি হেসে অশোক বল্লো,—সেগুড়ে বালি... সেগুড়ে বালি।

বস্তির ঘর।

পাঁচ ইঞ্চির দেওয়াল, সানের মেঝে, খরের ছাউনি। অশোক চিৎপাত হ'য়ে মেঝেয় শুয়ে চোখ বুঁজে খালি বল্‌ছে —রাণী একটু হাওয়া করো, সব জ্বলে গেলো, একটু হাওয়া··· ·····

রাণী তাড়াতাড়ি এসে তার পকেট টকেট সব হাতড়ে কাছা কোঁচা ট্যাঁক সব ভাল ক'রে দেখে যে—একটা পকেটে

ট্রামের দু'খানা টিকিট আর তিন আনা পয়সা শুধু পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে নাকটা ছিঁকেয় তুলে মুখ বেঁকিয়ে বল্লো এখানে কি খালি হাতে রূপ দেখাতে আসা হয়েছে ?

নাচিয়ে গাইয়ে যারা ছিলো মানে শান্তি, সন্ধ্যা, মায়া তাদের রাণী বল্লো—তোরা সব শুয়ে পড়গে যা। বেকার কেন হতভাগাটার পেছনে রাত জাগবি ? আজ নূতন মাল মসলা কিছু আনে নি। বোধ হয় বৌ-টা এবার ওকে বশ করেছে তাই এদিক্‌কার রস আস্তে আস্তে গুটিয়ে আসছে।

সে কথা শুনে শান্তি বল্লো—তোমার কি সেই 'তুক' আর খাট্‌ছে না ? আমার কাছে এমন একটা জিনিষ আছে, সেটা এপ্লাই করলে বৌ-কে দেখা তো দূরের কথা, নাম শুনে পর্য্যন্ত জ্বলে উঠবে। এবার তা হলে আমি ওর পেছনে ভাল ক'রে লাগি—দেখি সে কেমন ক'রে একে ফিরিয়ে নেয়।

* * * *

হায়রে দুনিয়া !

বেশী দিনের কথা নয়, এই সে দিন ইংলিসে অনার্স নিয়ে মনোরমা যখন বি, এ, পাশ ক'রে বেরুলো তখন তার বয়েস সবে সতের কি আঠারো। বাপ বল্লেন—বিয়েটা আমার নয় তোর ; সুতরাং তুই যাকে খুশী মানে—ভিন্ন জাত হ'ক তোর পছন্দ হ'লে তাকেই বিয়ে কর, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।

মা বল্লো—তা হ'লে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও।

রোজ দুপুরে পিয়নের কাছে একগাদা রেজেষ্ট্রী সই করতে করতে মনোরমা একেবারে টায়ার্ড। তার ঘরে আর 'নস্থানং তিলধারণং'। হাফ, ফুল, কোয়ার্টার, বাষ্ট, এন্-লারজমেণ্ট, অয়েলপেন্টিং, মানে নানারকম ডিজাইনের ফটোয় মনোরমার ঘরের 'শো-কেস' দুটো একেবারে ঠাসা। বন্ধু চিত্রা এসে একদিন বল্লো—চলুন মনুদি, আপনার আর্ট-গ্যালারীটা একবার দেখে আসি।

—চল্ তা হ'লে, মহাপ্রভুদের সব দেখবি, ব'লে—চিত্রাকে টান্‌তে টান্‌তে উপরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলো। এই দ্যাখ :—

ইনি—মিঃ জি, সেন, এম, এ (অক্সন) ঢাকার তালুকদার।

”—ডি, পালিত, বার-য়্যাট-ল, লাক্ষ্ণৌ।

”—পি, শর্ম্মা, ফেমাস ঠুংরী গাইয়ে।

”—কে, ভি, সোভরাও, ইনি আর্টিষ্ট, খালি বিলিতি ছবি আঁকেন।

”—টী, ভ্যাট, বিখ্যাত টেনিস্ প্লেয়ার।

”—ননি রায়, বেকার।

”—এম, আনোয়ার আলী, ই, আই, রেলের ফ্লাইং চেকার।

”—ডক্টর ঘোষ, পি, এইচ, ডি ; পি, আর, এস।

”—বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা 'হরেন বল'।

”—বচস্তা সিং, গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টার।

ইনি—অশোক ঘোষাল, বম্বে হস্পিট্যালের হাউস সার্জ্জেন। চরিত্র দোষ না পেয়ে সরকার নাকি একে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছেন।

ইনি—পি, এম্, জি, নরেন পাল।

ইনি—'আচ্ছা ভাই মগন লাল, যুদ্ধের বাজারে কোটিপতি।

ইনি—প্রফেসর গুহ।

ইনি—জে, পি, সোম, ওয়ার্ল্ড টুরিষ্ট্।

ইনি—এ, বর্ম্মণ, ওরিয়েণ্টাল ড্যান্সার।

ইনি—খানবাহাদুর বরকৎ উল্লা গাজী, প্রয়োজন বোধে এঁর ঘরজামাই থাক্তেও আপত্তি নাই।

এ ছাড়া যে চুনো চানা আরো কতো আছে, চল্ ওঘরে—ইনি জজের ষ্টেনো, ইনি কেমিষ্ট, ইনি বুকিং ক্লার্ক, ইনি স্কুল ইন্স্পেক্টর, ইনি দারোগা, ইনি কবি, ইনি ওভারসিয়ার, ইনি জুট্ মিলের হেডক্লার্ক, ইনি পি, ডব্লু, ডির এস্, ডি, ও, ইনি ভাস্কর, মানে, আমি 'বাঁশ বনে ডোম কাণা' হ'য়ে গেছি, তুই একটা সাজেস্‌সন দে দেখি?

—তা যদি বল্লেন মনু দি, তা হ'লে আমি বল্‌ব ডক্টর ঘোষাল হ'চ্ছেন সব চেয়ে ফিটেষ্ট, কারণ দাম্পত্য-জীবনে মেয়েদের সুখ-শান্তির একমাত্র পুঁজি হ'চ্ছে তার স্বামীর চরিত্র। মনোরমা বল্লে—তা হ'লে ওঁকে-ই কল্ দিই, কি বল?

বাপ্ বল্লেন—আমি তো তোমায় আগেই বলেছি তোমার মতই আমার মত।

*　　　*　　　*　　　*

বিয়েটা রেজেষ্টারী হয়ে যাবার পর অশোক মনোরমাকে একদিন জিজ্ঞেস করলো—আমার আগে তা হ'লে ক'জনকে এরকম ইণ্টারভিউ দিয়ে রিজেক্ট করেছো?

—যদি বলি একশো'টা, কেন, কি হ'য়েছে?

—না কিছু না।

অশোকের চোখের সাম্‌নে পরিষ্কার ভেসে উঠ্‌লো কেয়ার ছবি। সে কিছু না বলে উঠে পড়্‌লো।

*　　　*　　　*　　　*

স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে মনোরমা যেখানে কুমারী দেখে সেইখানেই ছুটে যায় তার পা ধোয়া একটু জল নিতে, আর তার স্বপ্নের কথা সমস্তই তাকে খুলে বলে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য আদ্যোপান্ত শুনে সবাই ভয়েময়ে পেছিয়ে যায়। একদিন মনোরমা বেশ একটু অবাক্ হ'য়ে এক মেয়েকে জিজ্ঞাসা ক'রলো—কেন আপনি আমার এই সামান্য উপকারটুকু করতে এতো কিন্তু কচ্ছেন?

মেয়েটি বল্লো—আমি আপনার এ কাজের সম্পূর্ণ অযোগ্যা। বাইরের সবাই, সমাজ, এমন কি আমার বাপ মা পর্য্যন্ত জানে আমি নিষ্পাপ, কিন্তু আমি তো জানি আমি কি? সুতরাং আপনার এই বৃহৎ ব্যাপারে

আমি কিছুতেই নিজেকে ছলনা করতে পারবো না। সেখান থেকে ফিরে মনোরমা আর একটি মেয়েকেও সমস্ত কথা খুলে ব'লে তার পায়ে হাত দিতে গেলে সেও তিন হাত পেছিয়ে গেলো।

ঠগ বাছতে প্রায় গাঁ ওজড়।

দরজায় দরজায় ঘুরে মনোরমা হতশ্বাস হ'য়ে ফিরে এসে আবার কেঁদেকেটে তার ঠাকুরের কাছে পড়লো। মনে হ'লো যেন রাধা শ্যাম পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তার দুর্দ্দশা দেখে মনে মনে খুব হাস্‌ছেন। পাশেই মাকালী জিভ্‌ বের ক'রে দাঁড়িয়ে। মনোরমার দুঃখে নির্লজ্জের মতো রাধা শ্যামকে হাসতে দেখে মাকালী যেন নিজেই খানিকটা দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে জিভ্‌ কেটে ফেলেছেন।

মনোরমার ওপর আবার আদেশ হ'ল—ওরে নির্ব্বোধ কেন তুই মিছিমিছি তোর স্বামীকে কষ্ট দিচ্ছিস্? তার উপর রাগ ক'রে তুই কি নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলে গেছিস? একবার ভাল ক'রে নিজের দিকে চেয়ে দেখ দেখি?

ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে মনোরমা বলল—ঠাকুর! তোমারও কি শেষ পর্য্যন্ত হিতাহিত জ্ঞান লোপ হয়েছে? আমার পা ধোয়া জল দেবো আমি; আমার স্বামীকে? কোন্ সাহসে বল? আমি পারবো না, পারবো না, কিছুতেই আমি তা দিতে পারবো না, ব'লে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * * *

মনোরমার মা উর্ম্মিলা দেবী স্বামীর মুখে তাঁর মেয়ের হালচাল ও কথাবার্ত্তা শুনে বেশ স্পষ্টই বুঝে গেলেন যে সেখানে মনোরমা খুব অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছে। পরের মাসেই তিনি মেয়েকে নিয়ে আসার জন্যে স্বামীকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আবার পাঠালেন। মনোরমাকে নিয়ে যাবার কথায় কোন রকম আপত্তি করে না অশোক। উপরন্তু বলে, বেশ তো যাক না, দু'দিন ঘুরে আসুক।

* * * *

শান্তি যে কি ক'রেছে—ক'দিন থেকে অশোক মোটেই বাড়ী আসে না।

অশোকের অতিরিক্ত মদ খাওয়া, খামখেয়ালী মেজাজ ও কর্ত্তব্যহীনতার পরিচয় পেয়ে হস্‌পিট্যালের কর্তৃপক্ষ তাকে অনেক শোধরাবার চেষ্টা করেও ফেলিওর হয়ে 'ডিস্‌চার্জ্জ' করতে বাধ্য হয়।

চরিত্রগত দুর্ব্বলতার জন্যে বোম্বেতে তার প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস্‌ও তেমন জমে না; এর মধ্যে সে বাড়ী থেকে তার মা'র একখানা চিঠি পায়—বাবা অশোক, তুমি যদি এই চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে রওনা না হও তবে আমি পরিষ্কার এই বুঝবো যে আমি তোমার বিমাতা ব'লেই বোধ হয় তুমি তোমার বাপের ওপর এতো রাগ বা অভিমান করেছ। তাঁর শরীর খুব খারাপ। তোমায় দেখার জন্যে বড্ড অস্থির হয়েছেন…।

চিঠি পেয়ে অশোক বোম্বের 'চাটিবাটি' সব গুটিয়ে বাড়ী চলে আসাই মনস্থ ক'রল। উল্টে পাল্টে চিঠিটা দেখে আর মনে মনে ভাবে—হাতের লেখাটা যেন তার খুবই পরিচিত। কিন্তু কিছুতেই সে ভেবে ঠিক করতে পারে না। কোথায় এবং কাকে সে এ রকম লিখতে দেখেছে !

*　　*　　*　　*

বোম্বে মেল হাওড়া এসে লাগতেই সেকেণ্ড ক্লাস থেকে ৩০।৩২ বছরের বেশ স্মার্ট, সুট-বুট পরা এক যুবক নামতেই তার বেড হোল্ডঅলে ডক্টর অশোক ঘোষালের নাম দেখে "দাদা" ব'লে একটী ১০।১২ বছরের ছেলে পেছন দিক থেকে এসে তার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলো।

অশোক একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললো—তু-তুমি ?

—আপনার ছোট ভাই হারু। আপনাকে নিতে এসেছি। মা পাঠিয়েছেন।

—ওঃ বুঝলাম। তা বাবা কেমন আছেন ?

—উপস্থিত একটু ভালো।

মোটরে ব'সে অশোক হারাধনকে কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রলো—এবার কোন ক্লাস ?

—টেষ্ট দিয়েছি। সামনের মার্চ্চে ম্যাট্রিক দেবো।

বাড়ী এসে অশোক বাবার কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে বেশ একটু ঘাবড়ে গেলো। সোজা দোতলায় গিয়ে

বাবাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই খাটের পাশে দাঁড়ানো একটা কিম্ভূত কিমাকার মেয়েকে দেখে তাকে মা ব'লে ডাকতে বা তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রতে কিছুতেই যেন তার মন সরল না।

ঘর থেকে বেরুতে যাবে অশোক—সত্যহরি বাবু ডাকলেন—একটা কথা শুনে যা। ক'দিন থেকে তোর মা আমার মাথা খেয়ে ফেললো, তোর বিয়ে দেওয়ার জন্যে কোথায় নাকি একটা মেয়েও দেখে এসেছে। যদি বলিস তবে আজই তাদের একটা খবর দিই— কি বল ?

হা, না কোন জবাব দেয় না অশোক—

'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্' চিন্তা করে সত্যহরি বাবুকে আরো একটু জোর দেয় পুষ্প। পুষ্প বেশ বোঝে যে তাকে মা ব'লে ডাকতে অশোক যে কেবল লজ্জা বা দ্বিধা বোধ করে তা নয়, তার বোধ হয় বেশ একটু ঘেন্নাও করে। না ডাকুক তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই পুষ্পর, কারণ সে জানে কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কখনো নয়। তাই অন্ততঃ অশোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার ওপর রাগ বা দুঃখ ক'রে বসে থাকাটা পুষ্পর মোটেই ভাল দেখায় না।

হারাধনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে অশোক মহা খুশী। সে তার সারা জীবন ধ'রে খালি আফশোষ ক'রে এসেছে যে তার নিজের একটা ভাই নেই বলে—তাই এর আগে দু' চোখো ব্রত যাকে পেয়েছে তাকেই ভাই বলে

আকড়াতে গেছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারা সবাই অশোকের সঙ্গে মির্জ্জাফরী প্লে করে চলে গেছে তাই আজ ভগবান বোধ হয় অশোকের মনের দুঃখ দূর করতে পাঠিয়েছেন হারাধনকে।

পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে পাছে হারাধন খারাপ হ'য়ে যায় সেই ভয়ে কলেজ হোষ্টেলে রেখে তাকে পড়ানো এবং শেষ পর্য্যন্ত তাকে বিলেত পাঠানো সমস্ত অশোকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী হয়। বাপ মা কেবলমাত্র সাক্ষীগোপাল।

* * * *

কিঙ্করের মুখে জাগৃহীর মেম্বারদের শেষ পর্য্যন্ত পরিণতির কথা সব শুনে অশোক নিজের ভিতরটাকে একবার আগাগোড়া তোলপাড় ক'রে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো জীবনে মদ আর সে কখনো স্পর্শ করবে না।

দীর্ঘ দিন বোম্বে থাকা কালীন তার জীবনের গতিধারা কোত্থেকে কোথায় গিয়ে মেশে কিছুই লুকোয় না অশোক কিঙ্করের কাছে। তবে মনোরমার অধ্যায়টা সকলের কাছে একদম ঢেকে যায়।

—কিছু মনে করিস্ না অশোক, কাগজে যেদিন তোর নামটা সুরভি এনে আমায় দেখালো সেদিন আমি 'আপন্ গড্' বল্ছি—এই ভেবেছিলাম যে তুই বোধ হয় তাহ'লে এবার শুধরে গেলি কিন্তু কে জানে যে তুই খাল ছেড়ে আরো দরিয়ার মাঝখানে গিয়ে পড়েছিস্।

—সুরভির প্রসঙ্গ উঠ্‌তেই অশোক জিজ্ঞাসা করলো—তার এখনো বিয়ে হয় নি ?

—হয়েছে ব'লে তো আমার মনে হয় না, কারণ সে রকম কিছু হ'লে সুরভি না জানাক অন্ততঃ আদিত্য বাবু আমার বাবাকে কথাটা নিশ্চয়ই একবার বল্‌তেন। তার পর একটু মুচ্‌কি হেসে কিঙ্কর বল্‌লো—তুই এসে গেছিস্, এইবার বোধ হয় হবে। অশোক বল্লো—তোকে এসে যে আমি বাড়ী পাবো এটা আমার ধারণার বাইরে। আমি ভেবেছিলাম, তুই আর সুরভি হয়তো নিশ্চয়ই কোথাও 'হনিমুনে' বেরিয়েছিস্।

পৃথিবীর এতো কথা থাক্‌তে হঠাৎ তোর এ কথা মনে হ'লো কেন ? শোন্ অশোক—আমার মতে মেয়েদের যৌবনটা হচ্ছে ঠিক ঐ ঠাকুর ঘরে ধূপের ধোঁয়ার মত। কোন্ ফাঁকে যে তার গন্ধটুকু উড়ে গিয়ে খালি খানিকটা ছাই প'ড়ে থাক্‌বে তার কিছুই ঠিক নেই। সেই জন্যে সাধু সন্ন্যাসীরা কি করে জানিস্ ? তারা ধূপ ধূনো না জ্বালিয়ে গাছের গুঁড়ি-জ্বালায়। তার যে খালি ধোঁয়াটাই উগ্র তা নয়, তাদের উদ্দেশ্য জ্বালানিটাকে আবার জ্বালানো।

—তা হ'লে তুই একজন সন্ন্যাসী বল্ ?

—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ নিয়ে মানুষ কখনো সন্ন্যাসী হ'তে পারে না অশোক।

সংযম আর সঙ্গম হু'টো আলাদা জিনিষ।

* * * *

কামাখ্যা থেকে ফিরে এসে নানা রকম বিভ্রাটের মধ্যেও কিঙ্কর ভাল হ'য়ে বাড়ী এসেছে এই আনন্দে ব্রজকিশোর বাবু তাঁর সমস্ত বন্ধু বান্ধব নিয়ে বাড়ীতে একদিন একটা প্রীতি ভোজের আয়োজন করলেন।

নিমন্ত্রিতদের টেবিলে হরসুন্দরী দেবী সুরভিকে না দেখে তার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কৈ তোমার মেয়ে এলো না ?

—তার শরীরটা বিশেষ ভাল না দিদি। কি যে হয়েছে, অসুখ নেই বিসুখ নেই অথচ দিন দিন যেন শুকিয়ে পাঁকাটী মেরে যাচ্ছে !

—কেন, সে দিন তো দেখ্‌লাম বেশ চেহারা। এর মধ্যে আবার হ'ল কি ? স্নিগ্ধার সঙ্গে ব'সে কত গল্প, কত ঠাট্টা। আর তোমরাও তো মেয়ের বিয়ে টিয়ে কিছু দেবে না ! আমি কত ক'রে বল্লাম সুকুমার বিলেত যাচ্ছে, তার সঙ্গে একবার কথাটা পেরেই দেখ না কিন্তু তোমরা তো সে কথা কানে নিলে না।

—কানে নিয়ে কি করবো দিদি। আজকাল ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার কর্ত্তা কি তাদের মা-বাবা। আর যদিই তা হয় সে শতকরা ক'টা ?

—কে সুকুমার ?—অশোক খেতে খেতে টেবিলের

কোন্ থেকে কান খাড়া ক'রে শুনতে লাগলো আর ফার্দার কোন রেফারেন্স পাওয়া যায় কি না ? কিন্তু সব একেবারে খচ্পচ হ'য়ে গেলো সত্যহরি বাবুর চাকর গুপী হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে হাজির—দাদাবাবু, দাদাবাবু ! শীগগির বাড়ী চলো। বাবু বড্ড ছটফট করছেন, মা কানছে ডাক্তারকে 'কল' দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন পর্য্যন্তও তিনি আসেন নি।

অশোকের সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো কিঙ্কর। হরসুন্দরী দেবী ছেলেকে বল্লেন—বরদা বাবুকে না হয় সঙ্গে নিয়ে যা-না।

বরদা বাবু তখন বাড়ী ছিলেন না। তিনি ব্রজকিশোর বাবুর বাড়ীরই কাছা কাছি একটা বাসা খুঁজতে বেরিয়েছেন কারণ দেখতে দেখতে প্রায় একমাস হ'লো তাঁদের কল্কাতায় আসা হ'য়ে গেছে। ডাক্তারের আত্মমর্য্যাদায় বড্ড ঘা পড়ছে। তা ছাড়া স্নিগ্ধাও তাঁকে অনবরত খোঁচাতে লেগেছে—তুমি যে একেবারে এখানে এসে বরফ হ'য়ে জমে গেলে দেখছি ?

*　　　*　　　*

বাড়ী গিয়ে অশোক দেখে সত্যহরি বাবুর কথা একরকম বন্ধ। ইসারায় তিনি পুষ্পকে তাঁর কাছে ডেকে দিতে বল্লেন। মৃতু-শয্যায় বাবার কথা সে আর অমান্য করতে পারল না। রান্না ঘরে গ্রাস্পো তৈরী

করছিলো পুষ্প। অশোক গিয়ে ডাক দিলো—মা, ওপরে চলুন বাবা ডাক্‌ছেন।

'মা' ডাক শুনে পুষ্প পেছন ফিরে চাইতেই দেখে অশোক। তার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল। অশোক মা বলে তাকে ডেকেছে। আনন্দ-বিহ্বলা পুষ্প তাড়াতাড়ি গরম জলটা নাবাতে যায়। সাঁড়াসী ফস্কে সমস্ত গরম জলটা পুষ্পর পায়ে পড়তেই উঃ বলে লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অশোক ছুটে এসে পুষ্পর পা দু'টো ধ'রে ফেলে।

—না-না জল দেবেন না, ওতে ফোস্কা পড়ে যাবে, আমি 'বার্ণল' এনে লাগিয়ে দিচ্ছি।

বরদা বাবু এসে রোগটা ধরে ফেল্লেন। সত্যহরি বাবুর অসুখ আর কিছুই নয় সামান্য একটা ঝোঁকের মাথায় দ্বিতীয়বার বিয়ে ক'রে তিনি জীবনে যে মস্ত বড় ভুল ক'রে ফেলেছেন এবং সংসারে একটা মহা অশান্তির সৃষ্টি করেছেন ব'লে মনে করছেন দিন রাত—এই ভাবনা চিন্তায় তাঁর কতকটা থ্রম্বোসিসের মত হয়েছে। হাঁপানির জের তো আগে থেকে আছেই।

'থ্রম্বোসিস' শুনে অনেকে সত্যহরি বাবুর আশা একেবারে ছেড়ে দিল। কিন্তু বরদা বাবু অশোককে বল্লেন—তুমি কিচ্ছু ভেবো না অশোক। আমি নিশ্চয়ই ওঁকে ভাল ক'রে দেবো। তবে তোমরা সব সময়ে চেষ্টা করবে ওঁকে বেশ প্রফুল্ল রাখ্‌তে। আর সব চেয়ে বড়

কথা হ'চ্ছে তোমার একটা বিয়ে ক'রে আগে সংসারী হওয়া।

ডাক্তারের মুখের ওপর কোন জবাব দেয় না অশোক। পুষ্প একটু আগ্রহ ক'রে বলে—আছে আপনার খোঁজে তেমন কোন ভাল মেয়ে?

কিঙ্কর বল্ল—ওনার নেই, আমার আছে। কিন্তু সে সব পরে হবে এখন রোগীর ঘরে বসে এ সব আলোচনা না করাই ভালো।

—না, না, করুক করুক। কিঙ্করকে বাধাদিয়ে সত্য-হরি বাবু বল্লেন—জানো বাবা, এত আর, সি, পি, ; এম, আর, সি, পি, দেখলাম সব বোগাস্। কিন্তু কোয়াক্ ডাক্তারই হোক আর কম্পাউণ্ডারই হোক বরদা বাবু আমার রোগটা ঠিক ধরেছেন। অশোক যদি খুশী হ'য়ে একটু স্থিতিভিতি হ'তো তা হ'লে আমার পরমায়ু হয় তো আরো দশ বছর বেড়ে যায়।

স্নিগ্ধার বয়েস, স্বাস্থ্য, ছাঁটকাট ও রং একেবারে পাগল ক'রে দিয়েছে সুরভিকে।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা; তপতী দেবী যখন পার্টি থেকে ফিরে এসে সুরভিকে বল্লেন—তুই গেলি না, ব্রজকিশোর বাবু ও হরসুন্দরী দেবী তোর কত খোঁজ করছিলেন। আর তুই তো আমায় বলিস্‌নি যে স্নিগ্ধার সঙ্গে তোর ওদের বাড়ীতে আলাপ হয়েছে। বাস্তবিকই মেয়েটা যেন একটা পটে আঁকা ছবি—না? নিরুত্তর সুরভি।

তপতী দেবী বল্লেন, খেতে খেতে আবার একটা বিশ্রি কাণ্ড হ'য়ে গেল, স্নিগ্ধা আমাদের 'রো' থেকে গিয়ে কিঙ্করের প্লেটে যেই চু'চাম্‌চে পোলাও দিয়েছে অমনি একটা দুঃসংবাদ এলো সত্যচরি বাবু মরমর............ বাকি টা আর শোনার ইচ্ছে রইলো না সুরভির।

তখনকার মত কথাটা ধামা চাপা দেবার মতলবে সে বল্‌ল—তোমার জন্যে বাইরের ঘরে ম্যানেজার বাবু অনেক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা করছেন। জুট্‌মিলে নাকি কি একটা গোলমাল বেধেছে।

তপতী দেবী পত্রপাঠ চলে যেতেই সুরভি মনে মনে ভাবলো—আজ কাল তা হ'লে স্নিগ্ধা পরিবেশন না করলে ছেলের পেট ভরবে না বলে বোধ হয় হরসুন্দরী দেবীরই এই ডিরেক্‌সন।

*　　　*　　　*　　　*

শোভাবাজারের সাবেক বাড়ীতে যখন একটা চিনির কল বসান হ'ল, আদিত্য বাবু বালীগঞ্জ গার্ডেন্‌সে হাল ফ্যাসানের ছোট্ট একটা বাড়ী নিজেদের বসবাসের মত তৈরী করেন। বাড়ীটার একটা মস্তবড় 'এট্রাক্‌সন' হচ্ছে সামনে বিরাট 'লন,' পেছনে তিনচার বিঘে জুড়ে একটা মস্তবড় ট্যাঙ্ক।

জাগৃহী ক্লাবের ব্যায়াম ও সাঁতার বিভাগ হু'টোরই এখানে খুব সুবিধে হবে ব'লে ডায়মণ্ডহারবার থেকে কিছুদিন হ'ল ক্লাবটা এখানে উঠিয়ে আনা হয়েছে।

আগের মত সবই ঠিক বজায় আছে, পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেবল কিঙ্করের ক্লাবে যাওয়া আসা অনেকটা কমে গেছে। এর হেতুটা নাকি অন্য কেউ না জানলেও সুরভি সব জানে।

পুরোনো মেম্বারদের মধ্যে কেউ কেউ ম'রে ছেড়ে, কেউ কেউ বিয়ে হ'য়ে চলে যাবার পর সুরভি আবার অনেককে ধ'রে ধ'রে নতুন মেম্বার করেছে।

কিঙ্কর সুপারিস করা সত্ত্বেও স্নিগ্ধাকে নেয় নি সুরভি।

সে বলে পূর্ব্ব বঙ্গের মেয়েদের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের মেয়েদের কিছুতেই খাপ খেতে পারে না। তা'ছাড়া ক্লাব পরিচালনার দায়িত্ব যখন সম্পূর্ণ সেক্রেটারীর ওপর তখন অর্গানাইজারের এ নিয়ে মাথা ঘামানো উচিৎ নয়। অবশ্য স্নিগ্ধাকে যদি কিঙ্করের সেক্রেটারী করার ইচ্ছে থাকে তবে সুরভি 'য়্যাট্‌ওয়ান্স' পোষ্ট ছেড়ে দিতে রাজী।

কথার পৃষ্ঠে সেদিন কিঙ্কর যেই বলেছে—সাধে কি রবি বাবু বলেছেন—"দুনিয়ার যত মেয়ে মানুষ, হৃদয়-তাপের ভাপে ভরা ফানুস·····আর যাবে কোথায়—ফোঁস্ করে উঠলো সুরভি—তাই ব'লে একটা নিরাশ্রয়কে বাড়ীতে জায়গা দিয়ে তার ওপর 'আন্‌ডিউ' এড্‌ভান্টেজ নেওয়ারই বা কি মানে থাকতে পারে ?

সঙ্গে সঙ্গে এ কথার কোন উত্তর দিতে পারে না কিঙ্কর। সুযোগ বুঝে মনের সুখে গায়ের ঝালটা আরও খানিক ঝেড়ে নেবার উদ্দেশ্যে সুরভি বল্লো—কলকাতা সহরে কি ভাড়াবাড়ী পাওয়া যায় না ? ক'টা চাই আপনার ?

—দাও না একটা ঠিক ক'রে কিন্তু পঁচিশ টাকার মধ্যে। একখানা ঘর আর একটু রান্নার জায়গা হ'লেই যথেষ্ট। তারপর তোমায় একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—অশোক বোম্বে থেকে এসেছে, বোধ হয় শুনেছ।

—এখন তো স্নিগ্ধা আর অশোককে নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। ক্লাব যে একেবারে যেতে বসেছে।

আমি মনে করছি মেম্বারদের ভেতর সাঁতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে ক্লাবটাকে আবার জাগিয়ে তুলি। আপনি এতে কি বলেন ?

—স্থলের আমোদ জলের কাছে যখন ফেল মেরেছে বেশ তো, হোক না একদিন সাঁতার প্রতিযোগিতা, আপত্তি কি।

ক্লাবের প্রায় সকলেরই ইচ্ছে এবং ইচ্ছেটা সঙ্গে সঙ্গে রিজলিউসন্—একদিন তা হ'লে মেম্বারদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হোক্। কেউ কেউ আপত্তি তুল্‌ল—ইন্সট্রাক্টার হিসেবে কিঙ্করদা প্রতিযোগিতায় প্লেস পেতে পারে না। অপর পক্ষ বল্‌ল—গুরু শিষ্যের লড়াই তো হ'চ্ছে একটা দেখার জিনিষ। এর পর কিঙ্কর সম্বন্ধে আর কারও কোন আপত্তি উঠে না।

ক্লাবরুমে যেদিন এই প্রতিযোগিতার কথা ফাইনাল হয় সেখানে কিঙ্কর উপস্থিত ছিলো না। কারণ সম্প্রতি আসামে যে ভয়ানক ফ্লাড্ হ'য়ে গেছে কি ভাবে বন্যার্ত্তদের একটু রিলিফ্ দেয়া যায় সেই চিন্তায়ই কিঙ্করের 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।'

সন্ধ্যের একটু পরে সুরভি কিঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে এসে কথায় কথায় প্রতিযোগিতার কথা তুলতেই সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

—তাহ'লে আমাদের এই কম্পিটিসনেরই একটা 'চ্যারিটী-শো' করা যাক্ কেমন ?

সুরভি বল্‌ল—বেশ তো, টিকিট বিক্রির সমস্ত টাকাই ক্লাবের নামে 'রিলিফ্ ফণ্ডে' দিয়ে দেওয়া হ'বে।

—মন্দ যুক্তি নয়, লাফিয়ে উঠল কিঙ্কর। থ্যাংক্‌স্, থ্যাংক্‌স্ ইন য়্যাড্‌ভান্স। ঐ মাথার জন্যেই তো তোমার জিভের বিষটা আমি মোটেই ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনি না।

কিঙ্কর প্রতিযোগিতার অনুকূলে 'ভিটো' দিয়েছে শুনে দীপালী আর বন্দনা সুরভিকে 'কম্‌পিট্' করার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা জলে পড়ে রইল।

*　　*　　*　　*

কমার্সের ছাত্র চিন্ময়। সে বল্‌লো—বিজ্‌নেস লাইন থেকে আমি শুধু এইটুকু বল্‌তে পারি, ঐ যত সব বাবু ভাইয়া দেখছো ওরা সব ফোকটিয়া কম্পানী লিমিটেড্। যদি কিছু টিকিট সেল করতে চাও তবে কল্‌কাতার 'স্বার্কেে' খুব জোর সোর্‌গোল মাচিয়ে দাও। এমন কি পেটী ভিলেজ পর্য্যন্ত। দেখবে একটা ডিসেণ্ট য়্যামাউণ্ট এসে গেছে, যেটা লোককে হাততুলে দেওয়ার মত।

টিকিটের হার কর দশ, পাঁচ, দুই। সুরভি ধ'রে বসায় ব্রজ কিশোর বাবু বল্‌লেন—বেশ! পুরস্কার বিতরণের যাবতীয় খরচ সব আমি দেব। যে প্রথম হবে—একটা সোনার কাপ। দ্বিতীয়—একটা সোনার মেডেল। তৃতীয়—একটা সুইমিং সেট্ পাবে।

চিন্ময়কে কিঙ্কর বল্‌লো—পাড়াগাঁয়ের সাধারণ লোক তো

তোমার পয়েন্ট ফয়েন্ট কিছু বুঝবে না সুতরাং রেজাল্ট বাই লেংথ-এ ডিক্লেয়ার কর্ত্তে হবে।

প্রত্যেক সিনেমা 'হলে' দু'মিনিট ধরে স্লাইড দেওয়ার ব্যবস্থা হলো, আর কলকাতার বাইরে মোটরে ক'রে 'মাইকে' সমানে ক'দিন খুব জোর এনাউন্স করা হলো।

প্রতিযোগিতার নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে আদিত্য বাবু সুরভিকে বল্লেন—তোরা একদিন এরমধ্যে সব ট্রায়াল দিতে পারতিস্? দীপালী যে রকম ইম্প্রুভ ক'রেছে, আমার তো মনে হয় তার-ই ফার্ষ্ট হওয়ার ষোল আনা চান্স।

ট্রায়েল ডে............।

আদিত্য বাবু যথেষ্ট রাগারাগি করা সত্ত্বেও এক এক ক'রে অনেকেই ঢুকে পড়েছে সুরভিদের 'টেষ্ট ম্যাচ' দেখতে। প্রতিযোগিদের মোট সংখ্যা আটত্রিশ। এর ভেতর আট জনের মধ্যে 'কীন কনটেষ্ট' চলবে বলে সকলের ধারণা। এই আটজন হচ্ছে—কিঙ্কর, চিন্ময়, রণেন্দ্র. হর্ষনাথ, দীপালী, বন্দনা, সুরভি ও উষা।

কিঙ্করের প্র্যাক্‌টিস্ অনেক দিন ছুটে গেছে। সে একটু সন্দিগ্ধ মনেই গিয়ে ষ্টার্টিং পয়েন্টে দাঁড়ালো।

সকলেই জলে নেমেছে।.........

কার কতখানি দম, কে কতটা সুইফ্‌ট্, সেটা একটু পরীক্ষা করার জন্যে কিঙ্কর ইচ্ছে করেই নিজেকে একটু ঢিলে দিয়ে চার জনের পেছনে গিয়ে দেখে বন্দনা লিড্ করছে,

আর দীপালী সেকেণ্ড, সুরভি থার্ড। উইনিং পোষ্টের পনের লেংথ থাকতে দেখা গেল—সুরভি ফার্ষ্ট, চিন্ময় সেকেণ্ড বাইনেক্। তারপর চোখের পলক্ ফেল্‌তে না ফেল্‌তে, কিঙ্কর তিন লেংথে সুরভিকে পেছনে ফেলে পোষ্ট পার হ'য়ে গেল। দীপালী সেকেণ্ড বাইনেক্। সুরভি থার্ড।

সাঁতারের যাই ফলাফল হোক না কেন, কমপিটিটারদের মধ্যে কেউ-ই ভগ্নোদ্যম বা নিরুৎসাহ হয় নি। কিঙ্কর ফার্ষ্ট হওয়াতে সুরভি সব চেয়ে বেশী খুশী। কারণ সে সব সময়ই তাকে 'টপে' দেখতে চায়, তবে দ্বিতীয় স্থান সুরভি প্রাণান্তেও অন্য কাউকে দিতে রাজী নয়।

জল থেকে উঠে দীপালী আর বন্দনা কিঙ্করকে ঘিরে ধরলো।—আপনি মাঝখানে এমন ডুব মারলেন যে আমরা সব ঘাবড়ে গেলাম।

কিঙ্কর বল্‌লো—সে সব যাক্ এখন কে কত টিকিট বেচ্‌লে?

বন্দনা বল্‌লো—আমি প্রায় দু'শোর কাছাকাছি আর দীপালী যখন আমায় সব জায়গাই মেরে আস্‌ছে তখন আশা করি এক্ষেত্রেও তার কোন রকম ব্যতিক্রম হবে না।

সুরভি যখন দেখলো—বন্দনাদের সঙ্গে কিঙ্করের গল্প কিছুতেই ফুরোয় না তখন সে একটু 'টন্ট' করে বল্‌ল—সাঁতারুর চেয়ে সিনেমা আর্টিষ্ট হ'লে মেয়েদের কাছে কদর আরো একটু বেশী হতো·····

কিঙ্কর বন্দনাদের ছেড়ে দিয়ে বাড়ীর রাস্তা ধরতেই

পেছন থেকে আদিত্য বাবু ডাকলেন—এতক্ষণ জলে ছিলে, একটু চা খেয়ে যাও।

সুরভি কিঙ্করকে ওপরে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো —একে তো তিন দিন পরে এলেন, তাও আবার নীচে থেকেই চলে যাচ্ছিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো?

—ব্যাপার পরে বলবো। সাঁতারের রেজাল্ট তো খুব ভাল দেখালে?

—আপনাকে এখানে ডেকে এনেছিই একটু কষ্ট করবার জন্যে। কষ্ট মানে আজ আপনাকে একটা প্রতিশ্রুতির পথে আসতে হবে।

প্রতিশ্রুতি কোন পথে? জীবন পথে না সাঁতার পথে?

—যদি বলি উভয় পথেই।

—জীবন পথের সামনে এতো বাধা, বিঘ্ন, অন্তরায় রয়েছে যে, সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া এখন একটু অসম্ভব নয় কি? তবে যদি সাঁতার পথের কথা বলো—তার উত্তরে আমি তোমায় এইটুকুই খালি বলবো—তুমি যে বল্‌লে, দ্বিতীয় স্থান প্রাণান্তেও কাউকে দেবে না এটা সম্পূর্ণ ভুল। আমি প্রথম স্থান প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করবো তবে তুমি দ্বিতীয় স্থানে ষ্টিক্ করে থাকতে পারবে কি?

সুরভি বল্লো—আমি প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণ করবো না।

—বেশ, তা হ'লে আমিই স'রে দাঁড়াই কোন ঝঞ্ঝাটই থাকবে না।

—সে কিছুতেই হ'তে পারে না। এটা আরও দুঃসহনীয় হ'য়ে দাঁড়াবে। সাঁতারের কৃতিত্ব অন্যে নিয়ে যাবে তা আমি দেখতে পারব না।

—তা হ'লে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে—আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রেখে কাউকে এগুতে দেবো না। তুমি য়্যাটইজ লিড্ করে যাবে।

সুরভি মনে মনে খুশী হ'য়ে ভাবলো—এর চেয়ে সৌভাগ্যের কথা তার পক্ষে আর কি হ'তে পারে? কিঙ্করের বিজয়মাল্য এসে পড়বে সুরভির গলায়।

*　　　*　　　*　　　*

আজ 'চ্যারিটী সো'

রাত পোহাতে না পোহাতেই আদিত্য বাবুর বাড়ীতে একেবারে ছেলে বুড়ো আদি করে সবাই এসে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। এক ঢিলে দু'পাখী মারার এ সুযোগ খুব কমই আসে। দানকে দান করাও হ'ল আবার একটু আমোদ করাও হ'ল।

টিকিট কেটেও অনেকে স্থানাভাবে গাছের মাথায় কেউ কেউ বাড়ীর ছাদে কেউবা লাইট-পোষ্ট ধরে এখন থেকেই ঝুলতে লেগে গেছে। ট্যাঙ্কের চারদিকে লাউডস্পিকার ফিট করা। প্রতিযোগিতায় যিনি জাজমেণ্ট দেবেন তিনি একটা টেলিস্কোপ হাতে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে। তাঁর একদিকে রিপোর্টার অন্যদিকে ফটোগ্রাফার।

বহুলোক সমাগম দেখে একটা কালা বুড়ী কাকে যেন জিজ্ঞাসা করল—আজ এখানে এত ভীড় কিসের বাবা ?

কে তার সঙ্গে অত বগবগ করে, একটা ছেলে চেঁচিয়ে বললো—চানের মেলা বুড়ি, চানের মেলা।

—কি বললে বাবা ? মন্ত্রী মরেছে ? কি হয়েছিলো ?...

চুট্‌কো চাট্‌কা ব্যবসায়ীরা আদিত্য বাবুর বাড়ীর চার পাশ দিয়ে সব অস্থায়ী দোকান লাগিয়েছে। পক্ষপাতিত্বদের চেঁচামেচি আর সোরগোলের ঠ্যালায় কারও কান পাতার উপায় নেই। একদল মেয়ে যেই বলেছে—হয় দীপালী নয় বন্দনা নিশ্চয়ই ফার্ষ্ট হবে। তাদের হঠাবার কারো সাধ্যি নেই। আর যাবে কোথায়! ওদিক থেকে একদল ছোক্‌রা তেড়ে এলো। আরে, মেয়েরা চিরকাল ছেলেদের তলায়।

কে যেন বল্ল—কিঙ্করকে যদি কেউ 'বীট' করতে পারে তবে আমি আমার এই মোচ উড়িয়ে দেব—প্রতিজ্ঞা করলাম।

—আঃ কি হ'চ্ছে মশায় ? স্বাধীন দেশে হাত থাকতে মুখোমুখী কেন ? থুরি, এই ন'টে! মেয়েদের সঙ্গে ওসব কি বাজে বক্‌ছিস ?

—দেখুন না মশায় এরা সব কেমন ভদ্দরলোক, আমরা আমরা কথা বল্‌ছি আর মেয়েদের সঙ্গে গায় পড়ে ঝগড়া করতে এসেছে।

—ছেড়ে দিন মা লক্ষ্মীরা সব—ওটা ওদের বয়েসের দোষ

ওদিকে এক টি-ষ্টলে কিঙ্কর আর সুরভিকে নিয়ে দু'টো ছেলের মধ্যে নাকি জুতো ছোড়াছুড়ি পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে।

ওয়ার্ণিং হুইসেল পড়তেই কম্পিটিটররা সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল।

শোভা বল্লে—দেখব দীপালী দি, কিস্তি মাত করা চাই কিন্তু।

—আরে এখন আর মরণ কালে হরি হরি ব'লে কি হবে? 'হোয়াট কাম্ মাষ্ট কাম্' অরুণা বলতেই তাকে যেন খেতে উঠলো মৃণ্ময়ী।—কেন, সুরভি বুঝি তার নোটগুলো তোকে পড়তে দিয়েছে? · এর মধ্যে ষ্টার্টিং বেল বাজতেই সে যে কি দৃশ্য!

মনে হ'ল—যেন সমুদ্রকন্যাকে চুরি ক'রে নিয়ে যাবার সংবাদ পেয়ে রাক্ষসের দল রাজপুত্রকে খুঁজে বার করার জন্যে একেবারে সমস্ত জল তোলপাড় ক'রে ফেল্‌ছে।

পুকুরপাড়ে সে কি হৈ-হল্লা!

···সাবাস···সাবাস হর্ষনাথ।···চিয়ার আপ, চিয়ার আপ বন্দনা···

···গো অন্ রণেন্দ্র···

যে যাকে ফেলে এগোচ্ছে তার পক্ষের ছেলেমেয়েরা

এই হয় তো সব আনন্দে আত্মহারা পরক্ষণেই আবার যেন তাদের বুকে হাতুড়ীর ঘা পড়ছে।

—নাঃ চল চল, বাড়ী চলে যাই কিঙ্করের নো হোপ। রীতিমত প্রাক্‌টিস্ না থাকলে কি এ সব হয়? দেখিস্ পরে শুনবি বন্দনা উইন করেছে।

—আরে একটু দাঁড়া-না এই তো হ'য়ে এলো, শেষ পর্য্যন্ত কোথাকার জল যে কোথায় দাঁড়াবে কিছুই বলা যায় না।

—লো! লো! কিঙ্কর লিড করছে—কিঙ্কর—কিঙ্কর —কিঙ্কর—সু-উ-র-অ-ভি—

বিখ্যাত সাঁতার সভাপতি শ্রী নলিনাক্ষ ঘোষ মাইকে সকলকে প্রতিযোগিতার ফলাফল জানিয়ে দিলেন—সুরভি ফার্ষ্ট, বাইনেক্। কিঙ্কর সেকেণ্ড, বাই ফোর লেংথ্। দীপালী থার্ড। একটু পরেই এদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

আস্তে আস্তে সমস্ত লোক গিয়ে সভাপতিকে চারদিক্ থেকে মাছির মত ঘিরে ধরলো। প্রথমতঃ সভাপতির সাঁতারের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনার জন্যে, দ্বিতীয়তঃ কে, কি প্রাইজ পায় সেটা দেখার জন্যে।

জাগৃহী'র বর্ত্তমান কর্ণধার হিসেবে—আদিত্য বাবু কিছু বল্‌বার জন্যে প্লাটফর্ম্মের ওপর যেই গেছেন, একদল লোক —বসিয়ে দাও, বসিয়ে দাও, মেরে তাড়াও, চ্যাংদোলা ক'রে পুকুরে ভাসিয়ে দাও বলে চীৎকার ক'রে উঠতেই সভাপতি ঘোষ হাত জোড় ক'রে উঠে দাঁড়ালেন!

ক্ষিপ্ত জনতা একটু শান্ত হবার পর তিনি বললেন—আজ আমি বড়ই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হ'লাম আমাদের দেশ এখনো কত পেছনে পড়ে আছে কথাটা একটু চিন্তা ক'রে। নিজেদের সামান্য সামান্য স্বার্থে ঘা লাগলে যে মানুষ তার একেবারে মূল হারিয়ে ফেলতে পারে সেটা একমাত্র এই বাংলা দেশে বাঙ্গালীদের পক্ষেই সম্ভব দেখলাম। যাই হোক আমার পক্ষ থেকে আমি কিঙ্করের দীর্ঘায়ু কামনা ক'রে তার ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতায় এই এক হাজার টাকা দিলাম—ব'লে জামার পকেটে হাত দিতেই হাতটা পকেটের ভেতর দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল। তাঁর দেখাদেখি আরও কয়েক জন তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিতেই দেখলো তাঁদেরও পকেট কাটা গেছে।

মিলের ম্যানেজার ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে আদিত্য বাবুকে বললো—মেয়ের ওপর কর্ত্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়াটা ভাল হয় নি। একদল ওয়ার্কাস্ খুব উণ্ডেড।···

*　　　　*　　　　*　　　　*

—জামাই নিরুদ্দেশ!

সূর্য্যমুখী দেবী একদিন স্বামীকে বললেন—কি করবে, কল্‌কাতায় গিয়ে অশোককে আর একবার খোঁজ ক'রে দেখবে না, মেয়ের আবার বিয়ে দেবে?

—মনোরমার মত কি?

—ও তো বলে—বিয়েটিয়ে আমি আর কিছু করবো না। চাকরী করব।

একদিন একখানা অমৃতবাজার পড়তে পড়তে কাগজটা নিয়ে ছুটে আসে মনোরমা—মা, মা এই দেখো বালীগঞ্জ গার্লস্ স্কুলের জন্যে একজন হেডমিষ্ট্রেস্ দরকার—বি, এ ইংলিশ অনার্স হওয়া চাই। দেবো একটা এপ্লাই ক'রে?

—আমি বাবা ওসব কিছু বুঝি টুঝি না তোমার যা ভাল বিবেচনা হয় কর।

বাবাকে অনেক ক'রে বলে কয়ে রাজি করিয়ে মনোরমা স্কুলে একটা দরখাস্ত ক'রে দিল—'টু দি সেক্রেটারী—কে, কে, সান্ন্যাল এম, এ।'

ন'শো ছাপ্পান্নটা দরখাস্তের মধ্যে রমাদেবীর কেস্‌টাই ফেভারেবল ব'লে সেক্রেটারীর মনে হ'লো। তিনি আরও পাঁচজন স্কুল বোর্ডের মেম্বারের সঙ্গে যুক্তি ক'রে এলাহাবাদে রমাদেবীকেই য়্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার দিলেন।—মাইনে আড়াই শ' টাকা, কোয়ার্টার ফ্রি, প্রাইভেট্ টুইসন্ এলাউড্। চিঠিখানা গিয়ে পড়ে মনোরমার ছোট বোন নিরূপমার হাতে।

—দিদি! তোকে যদি একটা সুখবর দিই, কি খাওয়াবি বল?

—তোর জামাইবাবুর চিঠি বুঝি?

—উঁ—হুঁ।

—তবে? ও বুঝেছি, বোধ হয় চাকুরীর খবর। নিরূপমা হাস্‌তে হাস্‌তে য়্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারখানা মনোরমার হাতে

দিতেই সে যেন তার নতুন জীবনের একটা পথ দেখতে পেলো।

* * * * *

স্কুলে সব থরহরি কম্প।

নতুন হেডমিষ্ট্রেস নাকি ভয়ানক কড়া। খুব সাধারণ পোষাক। পরণে একখানা শান্তি নিকেতনের শাড়ী, পায়ে এক জোড়া স্যাণ্ডেল। এত সরু ক'রে সিঁদূর পরা যে চট্ ক'রে তাঁকে ধরাই যায় না তিনি সধবা কি বিধবা? কেউ কেউ বলে উনি খৃষ্টান, কেউ কেউ বলে না, না, ব্রাহ্ম।

হেডমিষ্ট্রেস্ এসে অতি অল্প দিনের মধ্যেই খুব জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছেন। তাঁকে বাদ দিয়ে বালীগঞ্জ অঞ্চলে কোন কাজই নাকি হয় না। পাব্লিক ফাংসানে তাঁকে মাসিক চাঁদা দিতে হয় খুব কম ক'রে নাকি দেড় শো।

কিঙ্কর একদিন স্কুলেরই কাজে মনোরমাকে ডেকে পাঠিয়েছে কারণ তার বিরুদ্ধে নাকি ফার্ষ্ট ক্লাসের মেয়েরা সব নালিশ করেছে যে আমাদের হেডমিষ্ট্রেস নারী জাগরণী সংঘের পক্ষ থেকে বল্‌ছেন তার মেম্বার না হ'লে নাকি প্রত্যেক মেয়েরই এক টাকা ক'রে ফাইন।

* * * *

একদিন রাত্রে হরসুন্দরী দেবী ব্রজকিশোর বাবুকে বল্লেন—কৈ ডাক্তার তো আর সে সব কথার কোন রকম উচ্চ বাচ্চই কিছু করে না। তা হ'লে তুমিই একবার কথাটা

তুলে দেখ না? শুন্‌ছি তারা পার্ক ষ্ট্রীটের ওদিকে কোথায় বাসা ঠিক করেছে, এই সপ্তাহেই সেখানে উঠে যাবে। ব্রজ-কিশোর বাবু চুপি চুপি হরসুন্দরী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন —স্নিগ্ধা আর কিঙ্করকে কি তুমি কোন সময় নিরিবিলিতে কথাবার্ত্তা কিছু বল্‌তে দেখেছ? —কই আমার চোখে তো কোন দিন পড়েনি। তবে বরদা বাবুর কথাবার্ত্তার ভাবে যেন কতকটা মনে হয় তিনি কিঙ্করের ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেন—ওটা নাকি একটা পাগলা, কোন মতলবের ঠিক নেই।

—সেণ্ট্রাল থেকে মিলের কি একটা পারমিসন্ আনার জন্যে ব্রজকিশোর বাবু কিঙ্করকে দিল্লী পাঠালেন।

ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামতেই মনীষের সঙ্গে কিঙ্করের দেখা, ছেলেবেলাকার সে মনীষকে যেন আর চেনাই যায় না। নীচের ঠোঁঠে ও দু' চোখের কোণে ভীষণ কালি প'ড়ে গেছে। সারা মুখময় খালি মেচেতার দাগ ও ব্রণ। কিঙ্করের মনে হ'ল যেন মনীষের সঙ্গে কোন বউ রয়েছে, বউটা ফিরে ফিরে কেবল কিঙ্করের দিকে চায় আর কেমন যেন একটা বিরক্তভাব দেখায়, দেখে কিঙ্কর মনীষকে পাশ কাটিয়ে গেট্ পার হ'য়ে টাঙ্গায় চড়তে যাবে এম্‌নি সময় মনীষ বল্লো—কিরে চল্লি? ফের আবার কবে দেখা হবে, তারপর তুই এখন কি কচ্ছিস্? আমি ত ভাই মরেছি।

—কেন কি হ'লো? বিপদ আপদ কিছু নাকি ……?

—দুর্ বোকা, দেখ্‌ছিস না পেছনে একটা ফেউ লেগে রয়েছে!

কিঙ্কর বুঝতে পারলো না মনীষের সঙ্গে ফেউটার কি সম্পর্ক। কারণ সে এই মাত্র যা বলেছে তাতে ত তাকে, তার স্ত্রী বলে মনে হয় না। তবে ?

মিছি মিছি রাস্তায় আর কথা না বাড়িয়ে কিঙ্কর বল্‌লো—তুই তো সেই ৩নং লেক স্কোয়ারেই থাকিস্? আর পেশা কি বল্লি—পেনাল কোডের মোটা মোটা সেক্‌স্‌নগুলো এপ্লাই করা। হয় 'ধন্‌পতরাম নয় শ্বশুরবাড়ী',—এর মানে তো কিছু বুঝলাম না !

—আসিস্ না একদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে আমার বাসায়। সব বুঝিয়ে দেবো, কেমন ?

—বেশ যাবো, বলে কিঙ্কর দ্বারিয়াগঞ্জের দিকে টাঙ্গাওয়ালাকে যেতে বল্‌ল।

বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছে কিঙ্কর। সামনের বাড়ীর তেতলার জান্‌লা থেকে তার মাথায় লেগে রাস্তায় একটা ছোট কাগজের মোড়ক পড়তেই কার কি পড়ল ভেবে কিঙ্কর সেটা তুলে নিয়ে ওপরের দিকে চেয়ে দেখে—রেখা।

সেখানে আর না দাঁড়িয়ে চল্‌তে চল্‌তে কাগজটা খুলে কিঙ্কর পড়ল—কাল সন্ধ্যের পর গ্ল্যাডষ্টোন পার্কে আসবেন—সব বলব। নীচে এন, বি, দিয়ে লেখা—আমার এই বিশ্রী হাতের লেখা দেখে যেন হাসবেন না।

কিঙ্কর মনে মনে ভাব্‌লো—দেখাই যাক্ না একটু 'রোমান্স' ক'রে।

পরদিন যথারীতি সন্ধ্যের পর কিঙ্কর বেরুতে যাবে—তার মামাতো বোনের এক বন্ধু স্মৃতি এসে বল্‌ল—আমার সিভিক্‌সটা একটু বুঝিয়ে দিন না?

—এখন না, কাল সকালে এসো, বলে জুতো প'রে জামাটা গায় দিতে যাবে, ছোট মামা এসে বল্‌লেন—কোথায় চল্লি? এখুনই তোকে একবার আমার সঙ্গে আসান্‌সোল যেতে হবে, সেখানে লীনা নাকি আবার কি গণ্ডগোল ক'রে বসেছে। এইমাত্র সেই টেলিগ্রাম পেলাম।

মামাকে কিঙ্কর কি ক'রে আর বলে যে পার্কে তার এখুনি একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে।

ভয়ে ভয়ে যেই মামাতো ভাই রামুকে গিয়ে চুপি চুপি বলেছে—মামার সঙ্গে তুই-ই না হয় যা না? ছোট মামা শুনতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—কেন, তোমার ডানা টানা কিছু গজিয়েছে নাকি?

কোন যুক্তি তর্ক আর খাট্‌লো না কিঙ্করের। মামার সঙ্গে ৮টা দশের ট্রেন তাকে ধরতে হ'ল।

—ওদিকে রেখা সন্ধ্যে ছ'টা থেকে রাত্ত দশটা পর্য্যন্ত গ্ল্যাড্‌ষ্টোন পার্কে ঠায় ব'সে ব'সে বিরক্ত হ'য়ে উঠে যায়। স্মৃতির সঙ্গে সন্ধ্যের একটু আগে সে নাকি কিঙ্করকে খুব হাসা-হাসি ক'রতে দেখেছে।

চারদিকে বড় বড় পোষ্টার ও প্যাম্পলেট্ সব মারা হ'য়ে গেল। পঞ্চাশ হাজার হ্যাণ্ডবিলও অলরেডি ডিষ্ট্রিবিউটেড্। ছেলে বুড়ো সকলেরই মুখে এক কথা মেয়েদের সাহস তো বড় কম নয়!

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সেদিন 'নারী জাগরণী সংঘের' এক বিরাট মিটিং।

শ্রীমতী কেয়া দেবী মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন ·· আজ আর আমাদের নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকলে চলবে না। আপনারা সবাই একবার ভেবে দেখুন—নারী জীবনের কৌমার্য্য কালের দূরবস্থার কথা, যে সময় মেয়েদের অভিভাবকদের মাথায় স্বার্থপর সমাজ আজও সমানে চাপিয়ে আসছে একটা দুর্দ্দান্ত বোঝা। বিভ্রান্ত অভিভাবকের দল কতকগুলো উপাধি ধরা ভৃত্যের মনস্তুষ্টির জন্যে নিজেদের একেবারে সর্ব্বস্বান্ত এমনকি সময় ও ক্ষেত্র বিশেষে পৈতৃক ভিটেমাটিটুকু পর্য্যন্তও খুইয়ে মেয়েদের নৈতিক ও গার্হস্থ্য শিক্ষার পরিবর্ত্তে দেয় কালেজী শিক্ষা; যার ফলে দেশের সর্ব্বত্র দেখা দেয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধঃপতন। আমরা আজ সমবেত হয়েছি তারই একটা পথ আবিষ্কার কাজে।

বেশ দেখা যায়, যাঁরা এই সাংস্কৃতিক অধঃপতনের মূলে, তাঁরাই আবার আমাদের সমাজপতি। আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তাঁরা সমাজে নিষ্কলঙ্ক। আর আমরা তাঁদেরই কারণে চিরকাল তাঁদেরই শাসন মেনে আস্‌ছি। আমাদের আজ সকলের কর্ত্তব্য, ঘরে ঘরে আমাদের মা বোনদের বুঝিয়ে দেওয়া সমাজের এই ভয়াবহ পরিণাম। যাতে তাদের অভিভাবকেরা মোটেই উদ্বুদ্ধ না হয়, এই বিষময় পথে আর এক পা'ও অগ্রসর হওয়ার···

বক্তৃতা শুনে সব হাততালি পড়ে গেলো।

মেয়েরা অনেক ক'রে ধ'রে বেঁধে বলিসত্ত্ব বাবুকে তাদের মিটিংএ সভাপতি ক'রেছিলো।

বিদায় সঙ্গীতের আগে তিনি "কালের ধারা" নামে যে নতুন অভিধান লিখেছেন সেখানা সভায় দাঁড়িয়ে মেয়েদের ক্লাবের নামে উৎসর্গ করলেন।

*　　　*　　　*　　　*

বন্যার্ত্তদের সেবায় সাঁতার প্রতিযোগিতায় সংগৃহীত পাঁচ হাজারসাতশো বারটাকা স্থানীয়কালেক্টরের হাতে জমা দিয়ে ফেরার পথে কিঙ্কর দেখে—মিটিং থেকে বেরুচ্ছেন তার স্কুলের হেডমিষ্ট্রেস রমা দেবী। কথা প্রসঙ্গে দু'জনেই এক ট্যাক্সিতে উঠে পড়েন। হেডমিষ্ট্রেসের হাতে একখানা বিরাট বই দেখে কিঙ্কর বল্‌ল—ওটা কি? হেডমিষ্ট্রেস বইটা তার হাতে দিতেই কথায় কথায় তাদের মিটিংএর কথা উঠলো।

সব শুনে কিঙ্কর বল্‌লো—আমি ‘জাগৃহী’ নিয়ে এই ‘কন্‌ক্লুশনে’ এসেছি যে কেবল সভা সমিতি ক’রে কোনদিন কোন প্রব্‌লেম সল্‌ভ করা যায় নি, যাচ্ছে না বা যাবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিজেকে আগে ভাল ভাবে তৈরী করা যায়।

—দেখুন, দেখুন, একটা মজার জিনিষ, ডিক্সনারীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কিঙ্কর এক জায়গায় এসে থেমে যেতেই হেড্‌মিষ্ট্রেস্ মহা উৎসুক হ’য়ে বইয়ের ওপর ঝুঁকে প’ড়ে দেখেন ডিক্সনারী থেকে ‘চরিত্রবান’ কথাটা একেবারে উধাও।

একটু চাপা হাসি হেসে হেডমিষ্ট্রেস্ বল্‌লো—বোধ হয় প্রিন্টিং মিষ্টেক·········

*　　　*　　　*　　　*

—কি, কেমন আছেন?

—এখন তো একটু সুস্থ বলেই মনে করছি।

—টু বি ফ্র্যাঙ্ক টু ইউ মাঝখানে আমিও কিন্তু ভয়ানক ভয় খেয়ে গিয়েছিলাম। মা জগদম্বা আমার খুব মুখ রক্ষা ক’রেছেন। এইবার দু’চার মাস সমুদ্রের ধারে বাইরে কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে এলে আপনার শরীরটা একেবারে ঠিক হ’য়ে যাবে।

ডাক্তার আর সত্যহরি বাবুর ভেতরে যখন এই সব কথাবার্ত্তা হ’চ্ছিলো কিঙ্কর এসে ঘরে ঢুক্‌লো।

—এসো বাবা এসো, ব'স ব'স ব'লে সত্যহরি বাবু কিঙ্করের দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিতেই,—থাক্ থাক্ আমি বস্‌ছি, আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, ব'লে কিঙ্কর সত্যহরি বাবুর পায়ের গোড়ায় তাঁর খাটের ওপর ব'সে বরদা বাবুকে জিজ্ঞাসা করল—আপনি যে আজ ক'দিন হ'লো আমাদের ওদিকে মোটেই যান না? কাল বাবা আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। স্নিগ্ধা কেমন আছে? হিরণ্ময়?

—স্নিগ্ধা তো ভালই, কিন্তু ক'দিন থেকে হিরুটার আবার রক্ত আমাশার মতো হ'য়েছে। তা ছাড়া তুমি তো বাবা সবই জান, বাইরে না বেরুলে ভেতর একদম অচল। পয়সার অভাবে আজ পর্য্যন্ত মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলাম না।

—কিন্তু স্নিগ্ধারও যে আবার ধনুর্ভাঙ্গা পণ। সেটা কে ভাঙ্গবে বলুন? নইলে পাত্র তো অনেক পাওয়া যায়।

—কেন স্নিগ্ধা বলে কি? সত্যহরি বাবু জানতে চাইলে কিঙ্কর স্নিগ্ধার যে ভিউ সেটা পরিষ্কার তাঁকে খুলে বল্‌তেই তিনি বল্‌লেন—এতো খুব ভালো কথা, ক'টা মেয়ে আজকাল এ আদর্শ নিয়ে চলে? তুমি কিচ্ছু ভেবো না ডাক্তার, দেখি আমি একটু চেষ্টা করে, কদ্দুর কি করতে পারি না পারি!

—সাগরে শয্যা কুমীরে আর কি ভয় বলুন? তবে আজকাল দিন দিন নিজের শরীরের যে অবস্থা হ'য়ে আসছে

তাতে বেশ বুঝতে পাচ্ছি—এই কখন যেন 'শ্যামের বাঁশী বাজালো ব'লে! সে যাক, আদিত্য বাবুর মেয়ের শেষ পর্য্যন্ত টি, বি না হয় তাই ভাবছি।

—বলো কি ডাক্তার? সত্যহরি বাবু চোখ কপালে তুল্‌লেন।

—আর বলেন কেন, সুরভির মা সে দিন আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তো যাব-ই না, হরসুন্দরী দেবী একেবারে নাছোড়বান্দা—মেয়েটা কেন দিন দিন ওরকম হ'য়ে যাচ্ছে, আপনি দাদা চলুন একবার গিয়ে দেখে আসবেন। শেষ পর্য্যন্ত করি কি, যেতেই হ'লো।

—গিয়ে রোগটা কি অগত্যা দেখ্‌লে?

—আহা রোগটা তো আর দেহে নয়, তার মনে,—মনে? সুতরাং দেখ্‌বো আর কি বলুন? ডাক্তার সত্যহরি বাবুর কানে কানে কি যেন ফিস্‌ ফিসিয়ে বললো।

সত্যহরি বাবু বল্লেন—তোমারও যে সেই দশা হ'লো ডাক্তার—'পরকে মন্ত্রণা দেন আপনি শ্রীমন্ত, আর শ্রীমন্ত বিয়ে করেন তু'টি চক্ষু অন্ধ'। তার পর কিঙ্কর!

—তোমার স্কুলের বর্ত্তমান হেডমিষ্ট্রেস্‌ শুনলাম একজন খুব কোয়ালিফায়েড লেডি কিন্তু তাঁর নাকি এখনও বিয়ে হয় নি?—দেখুন, ওটা জানতে যাওয়া আমার অনধিকার চর্চ্চা।

কথার মধ্যে পুষ্প এসে 'ইন্টারফিয়ার' করল।

কাল অশোকের জন্মতিথি। কিঙ্কর বাবা, তুমি নিশ্চয়ই আসবে। ডাক্তার বাবু, আপনি স্নিগ্ধা ও হিরণ্ময়কে নিয়ে দুপুরে এখানে এসে ওকে আশীর্ব্বাদ ক'রে একটু মিষ্টিমুখ করবেন। আমায় আবার এখুনি বেরুতে হবে—সুরভিদের বাড়ী হ'য়ে হরসুন্দরী দেবীর কাছে। তারপর সেখান থেকে ল্যান্সডাউন রোড। মানে বাড়ী ফিরতে রাত দশটা। বরদা বাবু বল্লেন—স্নিগ্ধা ও হিরণ্ময়কে তো নিশ্চয়ই পাঠাবো তবে মা লক্ষ্মী, আমার যে কাল দুপুরে একবার কাশীপুর যেতে হবে। একটা সিরিয়াস রোগী হাতে নিয়েছি। ভাল করে দিতে পারলে মোটামুটি কিছু পাওয়া যাবে কণ্ট্রাক্ট হ'য়েছে। আশা তো করছি ভাল করতে পারবো এখন মা ভবানী কি করেন! স্নিগ্ধার বিয়ের জন্যে সেদিন এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এক রকম কথাবার্ত্তা সব ঠিকই হ'য়ে গেছে এখন আমারও ত' কিছু টাকার দরকার।

কথাটা শুন্‌তেই সত্যহরি বাবুর মুখটা হঠাৎ যেন কেমন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল।

*   *   *   *

জাগৃহীর একজন ভূতপূর্ব্ব মেম্বার হিসাবে ক্লাবের পক্ষ থেকে অশোকের জন্মদিনে তাকে কি প্রেজেণ্ট করা যায় সে সম্বন্ধে কিঙ্কর সুরভির সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে সত্যহরি বাবুর ওখান থেকে উঠে সোজা বালিগঞ্জের ট্রাম ধরলো। ক্লাব

ঘর বন্ধ দেখে কিঙ্কর আস্তে আস্তে সুরভিদের বৈঠকখানার কাছে যেতেই, ভেতরে কিঙ্করকে নিয়েই সব গবেষণা চল্‌ছে শুন্‌তে পেলো।......

শিখা বল্লে—সব দোষ আমি কিন্তু কিঙ্কর দার কিছুতেই দিতে পারি না সুরভি দি, কারণ মানুষের শরীর বলা যায় না অসুখ-বিসুখ তো হ'তে পারে? আপনি বা কেন গিয়ে তাঁর একটা খবর নিয়ে এলেন না?

—তুই রেখে দে শিখা তোর ওসব ছেঁদো কথা। আমার মতে ওরকম নেমোখ-হারাম পুরুষদের মুখ দেখাটাও মহাপাপ। লেখা পড়া শিখে মানুষ যে এত বড় একটা লফন্দর হ'তে পারে সেটা আমি এই প্রথম একজন এম, এ পাসকে দেখলাম কি বলিস্ অপর্ণা?

অ—আমি ভাই তোমাদের ও সব সাতসতেরর মধ্যে কিছু নেই। তবে আমার মনে হয়, স্নিগ্ধাকে ক্লাবে না নেওয়ায় বোধ হয় কিঙ্করদার একটু রাগ হয়েছে।

সু—রাগ হয়েছে তো ঘরের ভাত আর দু'টো বেশী ক'রে খেতে বলগে যা।

কিঙ্কর আর বেশীক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে না রেখে একটু গলা খাঁকারী দিয়ে বল্লো—মে আই কাম ইন্ ম্যাডাম.....?

ভেতরে সব মা কালী। অর্থাৎ লজ্জায় জিভ কেটে কোথায় যে কে লুকোবে তার আর জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। বিশেষ করে সুরভি। সে মনে মনে ভাবলো--কিছু শুনেছে

না কি ? কিঙ্কর যেন তাদের কথাবার্ত্তা কিছুই শুন্‌তে পায় নি এই ভাব দেখিয়ে সুরভিকে বল্‌লো—আমি এইমাত্র বরদা বাবুর ওখান থেকে আস্‌ছি। তাঁর মুখে যা শুন্‌লাম শেষ পর্য্যন্ত যদি তাই হয় তবে এইবেলা তার প্রিকসান নেওয়া উচিৎ নয় কি ? কোন স্যানাটোরিয়ামে গেলে তো হয় ?

—আমার কেন তা হ'তে যাবে, আপনার পিয়ারের লোকের হোক।

—নাঃ, আদিত্য বাবুকে দেখছি ব'লতেই হলো—তোমার শেষ পর্য্যন্ত রাঁচী না পাঠালে আর উপায় নেই। মনে আছে তুমি সেদিন বাঘ শিকারের কথা নিয়ে কী-ই না আমায় বলেছিলে ? যাক্ আমি উপস্থিত যে জন্যে এসেছিলাম……

স্নিগ্ধাকে সেক্রেটারী করলাম, এই কথাটা বল্‌তে তো ? সে আমি অনেকদিন আগে থেকেই জানি।

কিঙ্কর একটু ষ্টিফ্ হ'য়ে সুরভিকে বল্‌লো—স্নিগ্ধার ওপর অনর্থক তোমার এই জাতক্রোধ কেন, তা বল্‌তে পার ?

—ওঃ বাবা ! গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি ? যাক্ বলা বলির কোন প্রশ্ন নেই, আমি আর জাগৃহীর কোন সম্পর্কে নিজেকে কোন রকম সংশ্লিষ্ট রাখতে চাই না।

—বড্ড 'এক্‌সাইটেড্' হ'য়ে গেছ দেখছি। কাথাটা কি বলছি আগে শোন। কাল অশোকের জন্মতিথি, ক্লাবের পক্ষ থেকে ওকে ত' আমাদের কিছু প্রেজেণ্ট করা দরকার !

—দরকার, তা'তো বুঝলাম, কিন্তু ক্লাবফণ্ডে টাকা কোথায় ?

—আহা কতটাকা লাগবে ? এই ধর শ'খানেক।

পরদিনই আবার আসবেন—স্নিগ্ধার বাবা গরীব, মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না স্নুতরাং ক্লাব থেকে তাকে হাজার খানেক······বলে স্নুরভি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াতেই কিঙ্কর বল্ল—আজ তা হ'লে কথাটা একেবারে ফয়সালাই হ'য়ে যাক। আমার মত বর্ব্বরের সঙ্গ যখন তোমার একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে তখন আর এ ছেঁড়া চুলে খোঁপা বেঁধে লাভ কি ?

—একথা যে আপনি আজ বলবেন এটা কে জানে ? তার চেয়ে এই বল্লেই ভাল হ'ত—আমি যে গোল্ডেন অপরচুনিটি পেয়েছি সেটা কিছুতেই নষ্ট করতে পারব না।

কিঙ্করের গলা পেয়ে তপতী দেবী নীচে এসে বললেন—কি বাবা কিঙ্কর ! তুমি যে আমাদের একেবারে ভুলেই গেছ ! লোকে কি আর কাজ কর্ম্ম কিছু করে না ? সেদিন তোমাদের বাড়ীতে গিয়েও তোমার দেখা পেলাম না। শুনলাম তুমি পার্ক ষ্ট্রীটে স্নিগ্ধাদের ওখানে গেছ।

কিঙ্কর বল্‌ল—ওদের তো হিস্‌ট্রি আপনি সবই জানেন মাসীমা ! বাবাই ভদ্রলোককে কামাখ্যা থেকে ফেরবার পথে একরকম জোর ক'রে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। ভদ্রলোক বড্ড সেন্টিমেন্টাল। আজ ক'দিন

হ'ল ওঁরা একটা বাসা ঠিক ক'রে সেখানে উঠে গেছেন। মানে আমারই আরও চাকুরী বেড়েছে। সারাদিন যেখানেই থাকি রোজ সন্ধ্যায় গিয়ে একবার ক'রে সেখানে ডিউটী দিয়ে আস্‌তেই হবে!

—সুরভির গাল দু'টো লাল হ'য়ে উঠলো। রাগের চোটে নাকটা একেবারে ফুলে ডবল।

—ব'সো, চা নিয়ে আসি, বলে তপতী দেবী ভেতরে যেতেই সুরভি বল্‌ল—ডিউটিটা সন্ধ্যের বদলে সারারাত হ'লে স্থান কাল পাত্র হিসেবে মানাতো ভাল। চা নিয়ে তপতী দেবী ফিরে আস্‌তেই যেন ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুরভি।

*　　　*　　　*　　　*

রোগ মুক্ত হবার ক'দিন পরেই সত্যহরি বাবু পুষ্পকে নিয়ে একবার ব্রজকিশোর সান্ন্যালের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।—এইবার তা হ'লে বলুন, কেমন ডাক্তার দিইছিলাম? হরসুন্দরী দেবীর প্রশ্নের উত্তরে সত্যহরি বাবু বল্লেন—সেই জন্যেই তো আপনার কাছে এলাম ডাক্তারকে খুশী করা যায় কি ক'রে সেটা একবার আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে।......

হাসি ঠাট্টার ভেতরে চায়ের পর্ব্ব শেষ হ'য়ে যাবার পর সত্যহরি বাবু একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন—নাঃ, বাস্তবিকই ডাক্তার আমায় প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। জীবনে যে মহা

পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে আমার আরও কিছুদিন বাঁচার দরকার। সে সুযোগ আমায় ডাক্তার দিয়েছে, এখন তার সম্বন্ধে কি করা যায়?

ব্রজকিশোর বাবু বল্‌লেন—আহা, তুমি দাতা সে গ্রহীতা। তুমি যা দেবে, তাই সে নেবে।

স—ঠিক উল্টো বুঝলে সান্ন্যাল। সে দাতা আমি গ্রহীতা……

ব্র—অর্থাৎ?

স—অর্থাৎ সে দেবে আমি নেব, কথাটা বুঝলে না? একটু চিন্তা ক'রে ব্রজকিশোর বাবু বল্‌লেন—তাই বলো হরিপদ! তোমার ধূক্‌ড়ির ভেতরে খাসা চাল দেখছি। তা তুমি ইচ্ছে করলেই পার। স্নিগ্ধার যে 'স্কীম্' সেটা যদি তুমি স্বীকার ক'রে নাও তা হ'লে তো আর কোন কথাই নেই।—তারপর শুনেছ— আদিত্য বাবুর মিলের ব্যাপার?

—কৈ না! কি? সত্যহরি বাবু একটু অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—কেন, সেদিন তার পাটের গুদোমে আগুন লাগায় সে নাকি একলাখ টাকার মার খেয়ে গেছে—শোন নি?

স—ভগবান দেখছি তা হ'লে ওকে নিঃশেষ করার জন্যে একেবারে ওর পেছনে উঠে প'ড়ে লেগে গেছেন। একে জুট মিলের এই অবস্থা—তার ওপর অমন সুন্দর মেয়েটার দিন দিন কি ছিরি হ'য়ে যাচ্ছে। ছেলে শুনছি বিলেতে

গিয়ে যে ক'টা কম্পিটিটিভ্ একজামিন দিয়েছে একটাতেও পাস করতে পারে নি। গিন্নীর ফাইলেরিয়া, মানে রাহু যেন চারদিক থেকে ভদ্রলোককে একেবারে ঘিরে ধরেছে।
—তোমাদের বাড়ীতে আর আজকাল ওরা কেউ আসেন না?

—খুব কম। মানে না আসারই মতো·····

—কেন সুরভির সঙ্গে কিঙ্করের যে নেগোসিয়েশান···

হরসুন্দরী দেবী বল্লেন—ছেলেকে সে কথা কে বলবে বাবা!—সেদিন কিঙ্করকে খেতে দিয়ে সবেমাত্র কথাটা একটু তুলেছি, আর যাবে কোথায়—মা! আপনি কি আমায় শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী থেকে তাড়াতে চান? ছেলের বিয়ে দিয়ে যে বাপ মা তাকে বাড়ী থেকে তাড়ায় সেটা আমি কিঙ্করের মুখেই এই প্রথম শুনলাম।

একটা কথার পৃষ্ঠে হাজারটা ভবিষ্যদ্বাণী বিভীষিকা দেখে মনে মনে কানমলা খেলাম। শিক্ষিত ছেলের কাছে মায়ের আর কতটুকু দৌড়? তবে যে ছেলে কোন দিন তার মার মুখের ওপর একটা কথাও বলে নি, সে যে আজ কেন এ কথা বল্ল সেই ভাবনাই আমার প্রবল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

* * * *

অশোকের জন্মতিথি উৎসবে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সবাই এসেছিলো। আসে নি কেবল স্নিগ্ধা ও সুরভি। হেডমিস্ট্রেস

রমা দেবীও স্কুলের কি একটা জরুরী কাজের জন্যে আসতে পারে নি ব'লে সত্যহরি বাবুর কাছে মাফ্ চেয়ে অশোককে প্রেজেণ্ট করার জন্যে গিনি দিয়ে গাঁথা, চারদিক বেশ সীল করা একটা বাক্স স্কুলের দ্বারোয়ানের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।

কিঙ্করের কাছে হেডমিষ্ট্রেস্ মানে আমাদের রমা দেবী অশোকের পরিচয় আগেই পেয়ে গিয়েছিলো। অবশ্য সে নিজেকে কোন দিনই কারও কাছে ধরা দেয় নি। এমন কি তার নিজের নামটা পর্য্যন্ত মনোরমা ঘোষালের জায়গায় চাক্‌রীর দরখাস্ত করার তারিখ থেকে আজ পর্য্যন্ত বরাবর সে সব জায়গায় রমা দেবী লিখে আসছে।

হেডমিষ্ট্রেসের প্রেজেণ্ট করা বাক্সের পরিপাটী দেখে সকলেই খুব খুশী, কিন্তু তার ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে অশোক ওপরে গিয়ে হাজার চেষ্টা ক'রেও যখন সেটা খুলতে পারলো না তখন বাক্সটা ভেঙ্গে ফেলতেই দেখে তার ভেতরে এক পাইট শেরী।

হেডমিষ্ট্রেসের সঙ্গে পরিচয় ক'রবো ক'রবো ক'রেও অশোক এর আগে সুযোগ বা সুবিধে মোটেই ক'রে উঠতে পারে নি তার সঙ্গে গিয়ে চাক্ষুষ দেখা করার বা আলাপ করার। অবশ্য কিঙ্করের মুখে সে তার নাম শুনেছে— রমা দেবী, কিন্তু সে তাকে এভাবে 'হিট' করবে কেন? অশোক কিছুতেই বিষয়টা ভেবে পায় না। তাড়াতাড়ি বাক্সটা

আয়রণ সেফের মধ্যে বন্ধ ক'রে অশোক বেরিয়ে পড়লো হেডমিষ্ট্রেসকে গিয়ে স্কুলেই ধরবার জন্যে।

রাস্তায় যেতে যেতে অশোক কেবল ভাবতে লাগলো —এই হেডমিষ্ট্রেস তা হ'লে নিশ্চয়ই আমায় চেনে, আর শুধু চেনা নয় আমার স্বভাবটাও বেশ ভাল রকম জানে। আমি যে আগে একটা পুরো মাতাল ছিলাম তা যদি এ না জানতো তবে · কিন্তু কে এ? চৌপাটীর সেই রাণী? না হস্‌পিট্যালের সেই নার্স?···

স্কুলে ঢুকতে যাবে হঠাৎ একটা কাক অশোকের মাথায় এমন খানিটা পুরীষ ত্যাগ করল যার ফলে তার জামা কাপড় একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। সেই অবস্থায় অশোক হেডমিষ্ট্রেসের সাম্‌নে যেতে একটু দ্বিধা বোধ করে। জামাকাপড় ছেড়ে সন্ধ্যেয় একেবারে তার বাসায় গিয়ে দেখা করবে ব'লে অশোক বাড়ীর দিকে টার্ণ নিলো। রমা দেবী স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অশোকের দুর্দ্দশা দেখে মুখে রুমাল গুজে হাসতে লাগলো।

* * * *

বিলেত থেকে ফিরে এসেছে চিন্ময়। সঙ্গে মিস্ টিঙ্গলী। এদের দেখে আদিত্য বাবু তাঁর স্ত্রীকে বল্‌লেন— তখনই আমি তোমায় বলেছিলাম কি না যে টাকাগুলো 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' হচ্ছে?

জুটমিলের খবর শুনে, একেবারে মুস্‌ড়ে পড়ল চিন্ময়।

বাবাকে বললো—আপনি যদি সে রকম ফাইন্যান্স করতে পারেন তবে আমি একটা ব্যাঙ্ক ষ্টার্ট করি. চার্টার্ড একাউ-ণ্ট্যান্সী তো পড়েছি না হয় পাস করতে পারি নি, তাতে কাজের কোন অসুবিধে হ'বে না।

হ্যাঁ না আদিত্য বাবু কোন জবাব দিলেন না।

এ্যারিষ্টোকেট ফ্যামিলী।......

মিস্ টিঙ্গলীর খুব খাপ খেয়ে গেছে। তপতী দেবী এতে ছেলের কোন দোষ দেখতে পান নি, কারণ মিস্ টিঙ্গলী নাকি তাঁকে পরিষ্কার বলেছে—তিনি অনায়াসে চিন্ময়ের আবার কোন বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন। তাতে তার একটুও আপত্তি নেই। তা ছাড়া তপতী দেবীর মতেও—'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবার সমান রাঙ্গা।'

—তুই দেখনা সুরভি একবার সত্যচরণ বাবুর কাছে কথাটা পেড়ে? তিনি তো শুনেছি টাকার কুমীর! আমার সঙ্গে তো তাঁর কোন আলাপ নেই? চিন্ময় বললো।

—তুমি যখন বলছো তখন না হয় আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে তোমায় ইন্ট্রোডিউস্ ক'রে দিতে পারি, তবে কাজের কথা যা, সব তুমি তাঁকে বলবে আমি কিন্তু কিছু বলতে টলতে পারবো না।

—বেশ আমিই বলবো। তা হ'লে কবে যাচ্ছিস?

—দেখি, এর মধ্যে কবে যেতে পারি?

—'নাও লেট আস গো টু ইয়োর সারভেণ্ট'—বলে মিস্ টিঙ্গলী চিন্ময়ের হাত ধ'রে টান দিতেই সুরভি বল্‌লো—হোয়াট ডু ইউ মিন্ বাই সারভেণ্ট?

—ইয়োর উড বি গুড়ুম্।

—ডোণ্ট বি সিলি, আই সে। সুরভি খুব রেগে গেছে দেখে চিন্ময় হো হো ক'রে খানিকটা হেসে বল্‌লো—তুইও তো একটা আস্ত মাথা মোটা দেখছি। কিঙ্করের কথা ও বলছে। কিঙ্করের নামটা ক'দিন ধ'রে চেষ্টা ক'রেও যখন কিছুতেই মনে রাখতে পারলো না তখন আমায় একদিন নামের মানেটা জিজ্ঞেস করলো। আমি বল্‌লাম—আমাদের বাংলায় হচ্ছে কিঙ্কর মানে দাস অর্থাৎ চাকর···

—'হোয়াট ইজ সার্ভেণ্ট ইন্ ইংলিশ'? টিঙ্গলী জিজ্ঞেস করলো। সেই থেকে ও কিঙ্করকে সার্ভেণ্ট সার্ভেণ্ট ব'লে আসছে।

মুখে কিছু না বললেও কথাটা শুনে সুরভি বেশ একটু মর্ম্মাহত হ'লো।

মিস্ টিঙ্গলীকে না নিয়ে চিন্ময় একাই কিঙ্করের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে দেখা করতে গিয়ে দেখে—কিঙ্করের খাটে বসে যেন একটা 'হাফ্ ব্লুমড লিলি'। স্নিগ্ধাকে দেখে মাথা ঘুরে গেল চিন্ময়ের। ফরম্যালিটী বজায় রাখার জন্যে কিঙ্করকে মাত্র দু' একটা কথা জিজ্ঞেস করার পরেই এক রকম গায়পড়া হ'য়ে স্নিগ্ধার সঙ্গে গল্প আরম্ভ ক'রে দেয়

চিন্ময়। স্নিগ্ধা যতবার উঠতে যায়—আহা, আর একটু বসুন, আর একটু, এই পাঁচ মিনিট, প্লিজ, প্লিজ ক'রে ক'রে ঘড়ির দিকে যখন তাকালো তখন রাত সাড়ে দশটা।

—আচ্ছা এইবার তা হ'লে উঠি, নমস্কার।

—নমস্কার।...

—ইট ইজ রিয়েলী এ কিউরিও কিঙ্কর, যখন কোন সিমিলার সেক্সের সঙ্গে আমাদের আলাপ আলোচনা হয় তখন মনে হয় যেন সময় আর কিছুতে কাটতেই চায় না আর সেটা অপোজিট হ'লেই কোত্থেকে যে টাইমটা ফুরুৎ ক'রে পালিয়ে যায় তা ধরাই মুস্কিল। যাক্ ওদের বাসার ঠিকানাটা যেন কি বল্লি?

—কেন ওখানেও আবার টোপ ফেলবি নাকি?

—তুই যদি য়্যাডভান্স্‌ড বুক ক'রে থাকিস তা হ'লে আর.. ....

—ইডিয়েট কোথাকার! কথাটা বলতে তোর একটু লজ্জা হ'লো না?

কিঙ্করের ঘরে বেশ গরম গরম কথাবার্ত্তা চলছে শুনে হরসুন্দরী দেবী জান্‌লার পর্দ্দাটা তুলে একটু উঁকি মারতেই দেখলেন—চিন্ময় ও কিঙ্করের মুখোমুখী শেষ পর্য্যন্ত হয় তো হাতাহাতিতে দাঁড়িয়ে যাবে তাই তিনি তেতলায় গিয়ে ডাক দিলেন—কিঙ্কর! শীগ্‌গির একবার ওপরে এসো।

আগুনে যেন জল পড়লো। চিন্ময় মোটরে গিয়ে ষ্টার্ট

দিতেই কিঙ্কর বল্ল—আসিস আবার আর একদিন, দু'জনে গিয়েই সত্যহরি বাবুকে ধরব।

খেতে ব'সে সুরভি মিস্ টিঙ্গ্‌লীকে বাংলা শেখাচ্ছে—দই, মাছ, ভাত · ······

—ডু আই মাচ ? বাট্·········

কিঙ্করের কাছে চিন্ময় খবর পেলো ঋতার মর্ম্মন্তুদ আত্ম-কাহিনী, কিন্তু তার সাপোর্টে একটা কথাও বল্লো না চিন্ময় কারণ তার সারা মনটা তখন জুড়ে বসেছিলো স্নিগ্ধা।

—চিন্ময়ের হঠাৎ মাতৃভক্তি দেখে আদিত্য বাবু মনে মনে একটু হেসে বল্লেন—সে আমি বুঝবো কাকে 'কল' দেবো না দেবো তোমায় তা নিয়ে অত মাথা ঘামাতে হবে না।

—আমি বলছিলাম কি বরদা বাবুকে একবার নিয়ে এসে মা'কে দেখালে হ'তো না ?

—তোমার মা'র কিছু হ'তো না হ'তো, তোমার হয় তো ওখানে ফ্রি র‍্যাকসেসটা হ'তো।

—লজ্জায় মাথা কাটা গেল চিন্ময়ের। চোরের মত সেখান থেকে উঠে গিয়ে চুপি চুপি সুরভিকে জিজ্ঞেস করল —হ্যাঁরে, বরদা বাবুরা পার্ক ষ্ট্রীটে কোথায় থাকেন জানিস্ ?

বাবাকে শুনিয়ে সুরভি বেশ একটু জোর গলায় বল্‌লো—আমি কি কোনদিন তাদের বাড়ী গেছি নাকি যে তোমায় তাদের ঠিকানা বলবো।

—'চুপ' ! বলে মুখের ওপরে একটা আঙ্গুল রেখে

সুরভিকে ইসারা করলো চিন্ময়, আস্তে বাবা শুনবে।

কিঙ্করের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে চিন্ময়কে ব্যাঙ্ক খোলার জন্যে এক কোটী টাকা দেবেন ব'লে প্রমিস্ করলেন সত্যহরি বাবু। শুধু তাই নয়, তাঁকে 'ওয়ান অব দি ডিরেক্টাস'ও থাকতে রাজী করালো কিঙ্কর। তবে সত্যহরি বাবু চিন্ময়কে বললেন—তোমাকে কিন্তু আগে গিয়ে ঐ পাপ বিদেয় করতে হবে।

প্রস্পেক্টাস্ ছাপা হ'য়ে গেল। দৈনিকের কর্ম্মখালির পৃষ্ঠায় দিনের পর দিন বেরুতে লাগলো—'বালীগঞ্জের মনোরমা ব্যাঙ্কের জন্যে অবিলম্বে দু'জন টাইপিষ্ট, উপযুক্ত জামীনসহ একজন ক্যাশিয়ার এবং কয়েকজন ক্লার্ক আবশ্যক —সত্বর আবেদন করুন'।

সত্যহরি বাবুর কথার পৃষ্ঠে চিন্ময় বললো—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না মেসো মশায়, আমি ওকে কালই বিলেত পাঠিয়ে দেবো। ওরা তো আর আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের মত নয় যে নান্যপন্থা। ওদের এক দো'র বন্ধ হাজার দো'র খোলা।

বড় ঘরামীর চালে খড় থাকে না।

অনেক কঠিন কঠিন রোগ সারিয়ে এসে বরদা বাবু নিজেই একদিন কঠিন অসুখে পড়লেন, আর অসুখ মানে কি— একেবারে যমে মানুষে টানাটানি। 'কলে' আর বেরুতে

পারেন না। বাইরে আমদানী কিচ্ছু নেই। সংসার একেবারে অচল হ'য়ে উঠ্‌লো।

বরদা বাবু স্নিগ্ধাকে বল্‌লেন—যা'না মা, একবার কিঙ্করকে গিয়ে খবরটা দিয়ে আয়।

স্নি—আমি রোজ রোজ পরের কাছে আর ভিক্ষে চাইতে পারবো না। তার চেয়ে নলিনী বাবুদের বাড়ীর রান্নার কাজটা নিয়ে নিই।

হিরু কাল সারাদিন কিচ্ছু খায় নি, দিদির কাছে এসে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে লাগলো—বড্ড খিদে পেয়েছে দিদি দেনা দু'টো পয়সা, মুড়ি খাবো। স্নিগ্ধা আঁচলে চোখটা মুছে তার কানের ফুলটা খুলে হিরণ্ময়ের হাতে দিয়ে বল্‌লো—শীগ্‌গির যা হেম বাবুর ওখানে এটা রেখে পাঁচটা টাকা নিয়ে আয়।

পাড়ার অনেকেই স্নিগ্ধাকে ঠারেঠুরে বলে—টাকা পয়সার দরকার হ'লে আমায় বলবেন—আমায় বলবেন, স্নিগ্ধা তাদের দুরভিসন্ধিটা বেশ বুঝতে পেরে তাদের মুখের ওপরেই দরজা বা জানালাটা 'দমাস' ক'রে বন্ধ ক'রে দেয়।

কার কাছে দু'টো টাকা পাওনা ছিল বরদা বাবুর। সে এসে স্নিগ্ধার হাতে টাকাটা দিতেই হিরণ্ময় ছুটে এসে দিদির কাছ থেকে সেটা ছো মেরে নিয়ে একেবারে চোঁ চাঁ দৌড়······

ভদ্র লোকের হাতে একখানা ষ্টেট্‌সম্যান দেখে স্নিগ্ধা জিজ্ঞেস ক'রলো—কাগজটা কি আজকের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দিন তো একটু দেখি ব'লে কাগজখানা ওল্টাতেই 'ওয়ান্টেডের কলামে' মনোরমা ব্যাঙ্কের য়্যাডভারটাইজমেন্ট দেখে কাগজখানা নিয়ে স্নিগ্ধা দৌড়ে বাবার কাছে গেল।—এই তো এরা একটা টাইপিষ্ট চাইছে। দরখাস্ত না ক'রে এখনই আমি পারসোনালি গিয়ে দেখা ক'রে আসি, কি বলো? ব'লে স্নিগ্ধা কাগজখানা বরদা বাবুর হাতে দিল।

এক ঠোঙা আঙ্গুর, বেদানা, কমলা লেবু, ম্যাপেল, ন্যাসপাতি ইত্যাদি সব নিয়ে হিরণ্ময় বাড়ী ঢুকতেই প্রথমে কিছু না বুঝে শুনে স্নিগ্ধা তাকে এক চড় মেরে বল্‌লো—তুই এসব কি নিয়ে এলি?—বা-রে! বাবা খাবে না বুঝি? কাল রাত্রে শুধু একটু বার্লি খেয়ে রয়েছে। আর আমি কিছুতেই নেবো না, কিঙ্করদাও কিছুতেই ছাড়্‌বেন না। বাজারে আমায় দেখেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন--কি হিরণ্ময়, তুমি যে এখন এখানে?

আমি বল্‌লাম বাবার জন্যে কিছু ফল কিন্‌তে এসেছি। শুনেই তিনি বল্‌লেন—কেন তাঁর কি কোন অসুখ ক'রেছে নাকি? তারপর যেই শুনেছেন পরশু থেকে তাঁর ভীষণ জ্বর। তার ওপর আবার কাল রাত্তিরে একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে গেছিলেন তখন তিনি একটু চম্‌কে উঠে বল্‌লেন—আমি আজ ক'দিন ধ'রে তোমাদের বাড়ী মোটেই যেতে পারি নি তার কারণ একটা ব্যাঙ্কের ব্যাপার নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত আছি,

যাক্ তুমি এসো আমার সঙ্গে ব'লে তিনি আমায় এক ফলের দোকানে নিয়ে গিয়ে এইগুলো কিনে দিলেন আর এই দশটা টাকা দিয়ে দিলেন। তিনি আজ বিকেলে নিশ্চয়ই বাবাকে দেখতে আসবেন বলেছেন।

সন্ধ্যায় কিঙ্কর না এসে মোটর নিয়ে এলো চিন্ময়। স্নিগ্ধা এসে দরজা খুলে দিতেই বিলিতি কায়দায় স্নিগ্ধার সঙ্গে সেক্ হ্যাণ্ড করার জন্যে চিন্ময় হাত বাড়াতেই স্নিগ্ধা ভয়েময়ে একটু পেছিয়ে গিয়ে নিজের হাতটা বুকের ভেতর লুকিয়ে আঁচলটা গায়ের সঙ্গে আরও দু'পাক জড়িয়ে কেমন যেন একটু আঁট সাঁট হ'য়ে ঘরের একটা কোন্ ঘেঁসে দাঁড়ালো।

—আহা বসুন, বসুন, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

স্নিগ্ধাকে নিজের পাশে বসাবার জন্যে চিন্ময়ের সে কি আকুলি বিকুলি। না,না, আমি এখানে বেশ আছি স্নিগ্ধা জবাব দেয়।

বরদা বাবুকে চিন্ময় বল্‌লো—কেন আপনি এতো অস্থির হচ্ছেন? আমরা থাকতে কি এরা সব জলে পড়বে? তা ছাড়া জিব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি, ব'লে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে।

ষ্টেটসম্যান কাগজখানা স্নিগ্ধা চিন্ময়ের হাতে দিয়ে বল্‌লো —আচ্ছা দেখুন তো এই ব্যাঙ্কটা কোথায়? মানে বালীগঞ্জ তো বুঝলাম কিন্তু আমি পার্টিকুলার লোকেসানটা চাচ্ছি।

—তার চেয়ে চলুন না আমার সঙ্গে, আমি এখনই একেবারে চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর সকলের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। চিন্ময়ের এই কথার উত্তরে বরদা বাবু বল্লেন—হ্যাঁ বাবা তাই করো। আমার আর এখানে কে আছে বলো? তোমরাই আমার সব। অন্য তো কিছু নয় কেবল এইটুকু সব সময় ভয় হয়, আজ যদি চোখ বুজি, তো ছেলে মেয়ে দু'টো কাল একেবারে পথের ফকির।--

আমি তো আপনাকে বল্লাম, ব্যাঙ্কের যিনি হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে। আমি এনাকে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে এই আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঘুরে আস্‌ছি ব'লে, চিন্ময় স্নিগ্ধার দিকে ফিরে বল্লো—কই চলুন! আপনি যে এখনো চুপ ক'রে বসে রইলেন! আমার তো মোটর রেডি।

চিন্ময়ের এই পরোপকার বৃত্তির কোটিং এর ভেতর তার আসল স্বরূপটা স্নিগ্ধা যেন বেশ স্পষ্ট দেখতে পেয়ে বল্লো—মাফ্ করবেন চিন্ময় বাবু, আমরা সহুরে মেয়ে নই। পল্লীর সংস্কৃতি এবং আভিজাত্য 'ইগনোর' করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের বাইরেটা একালের হ'লেও ভেতরটা সেকালের।

সুতরাং অন্য কথায় আসুন। আর সত্যহরি বাবু যখন এর পেট্রন বলছেন তখন আমি তাঁকে খুব চিনি। বাবা একটু ভাল হ'লে তাঁকে নিয়ে আমি নিজেই একদিন ওঁর

কাছে যাবো। তা ছাড়া কিঙ্করদা, যিনি আমাদের এত করলেন বা এখনও করছেন তাঁকে একটা কথা আগে জিজ্ঞাসা না ক'রে আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই।

সেখানে আর কোন রকম জল গল্‌ল না দেখে চিন্ময় হতাশ হ'য়ে বাড়ী ফিরলো। তপতী দেবী জিজ্ঞেস করলেন—শুনলাম বরদা বাবুর নাকি ভয়ানক অসুখ, তুই তাঁকে দেখতে গেছিলি কেমন আছেন তিনি? যদি তেমন বাড়াবাড়ি হয় তা হ'লে আমাদেরও একবার যাওয়া উচিৎ।

*　　　*　　　*　　　*

কৃতজ্ঞতার দান স্বরূপ সত্যহরি বাবু নিজেই ডাক্তারের অসুখ শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কিঙ্করের সঙ্গে একদিন পার্ক ষ্ট্রীটে এলেন।

ডাক্তারের প্রায় শেষ অবস্থা—চোখ ঘোলা হ'য়ে গেলেও তখনো লোকজন একটু আধটু চিনতে পারছেন।

সত্যহরি বাবু জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের ফেলে কোথায় চল্‌লে ডাক্তার!

বরদা বাবু ওপরের দিকে হাত তুলে আঙ্গুল নির্দ্দেশ ক'রে কোথায় যেন একটা বিশেষ স্থান দেখালেন। বেশী কথা বলার শক্তি তাঁর আর নেই। অতি কষ্টে টেনে টেনে বল্‌লেন—তোমার কাছে আজ একটা শেষ ভিক্ষা চাইছি ঘোষাল, মেয়েটাকে তোমার ব্যাঙ্কে একটা চাকরী দিতেই হ'বে। নইলে ও দু'টো না খেয়ে……

—আচ্ছা, সেতো হবে, তোমার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করলাম। এইবার আমি যা চাইবো তুমি তা দেবে বল ?

—তোমাকে দেবার মত আমার কি আছে ঘোষাল, আমি তো ভেবেই পাচ্ছিনা ?

বেশী আর কথা না বাড়িয়ে সত্যহরি বাবু বল্লেন—আমি তোমার মেয়েটাকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি·····

—য়্যাঁ, কি বল্লে ? কথাটা ঠিক শুনেছি তো ? আমি তো কালা হ'য়ে যাই নি ? ওরে তোরা কে কোথায় আছিস! শাঁক বাজা, ঘণ্টা বাজা, উলু ধ্বনি দে। ওরে আজ কুবের এসেছে মা লক্ষ্মীকে নিয়ে যেতে। আমি যে এ আনন্দ আর চেপে রাখতে পাচ্ছি না।

—বাবা, বাবা, তুমি ওরকম কচ্ছ কেন ? স্থির হও একটু চুপ কর, —কে ? স্নিগ্ধা ! মা, শীগ্‌গির গিয়ে ওঘর থেকে আমার জুতো, ছাতি, আর লাঠিটা নিয়ে এসে দে তো। আমি এখনই একবার বেরুবো তোর মা, দাদাকে খবরটা দেবার জন্যে। বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দু'টো বড় বড় ক'রে তাকিয়ে একবার ঘরের সমস্ত লোকগুলোর দিকে চেয়ে ঘাড় মুচড়ে প'ড়ে গেলেন বরদা বাবু। ঘাড়টা আবার বালিশ টালিশ গোঁজা দিয়ে একটু সোজা ক'রে দিতেই তিনি পা দু'টো একেবারে টান টান ক'রে দিলেন। সত্যহরি বাবু ডাক্তারের কানে কানে—গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম·····ব'লে বার কতক শুনিয়ে দিলেন।

ডাক্তারের চোখের মণি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলো। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

স্নিগ্ধা কেঁদে উঠ্‌লো—বাবা গো·· ···দিদির কান্না দেখে হিরণ্ময়ও ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লো।

—'ছিঃ, কেঁদো না মা' বলে সত্যহরি বাবু, কিঙ্কর ও অশোককে ডাক্তারের সৎকারের সব ব্যবস্থা করতে পাঠিয়ে দিয়ে, স্নিগ্ধাকে নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। হিরণ্ময় কিঙ্করের সঙ্গে গেল। সে-ই বাপের মুখাগ্নি ক'রবে।

—বরদা বাবুর মৃত্যুতে স্নিগ্ধার দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা ক'রে সুরভি মনে মনে কতকটা খুশী হ'য়েছে কি না হ'য়েছে সেটা সেই জানে, তবে কিঙ্করের নাম গন্ধও যেখানে নেই সেখানে যেতে পারলে যেন সে একটু শান্তি পেতো, হয় তো তার শরীরটা একটু ভালো হ'তো, এই মনে ক'রে আদিত্য বাবুকে সে বল্লো—চলো বাবা আমরা কিছুদিন পুরীতে গিয়ে বেড়িয়ে আসি······

বরদা বাবুর যেদিন শ্রাদ্ধ পঞ্জিকায় 'যাত্রাশুভ' দেখে সেই দিনই রাত্রে পুরী এক্‌সপ্রেসে আদিত্য বাবু তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে বেরুবেন স্থির করলেন।

শ্রাদ্ধের যাবতীয় খরচ এবং দেখাশুনা করার ভার ব্রজ-কিশোর বাবুর ওপর। খাওয়া দাওয়া প্রায় শেষ। সত্যহরি বাবু স্নিগ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কই মা, কিঙ্করকে তো

দেখছি না? সে এখনো এলো না কেন? তুই একবার যা তো অশোক, ওকে গিয়ে ধ'রে নিয়ে আয়।

স্নিগ্ধা বল্লো—না, না, কাউকে যেতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। হরসুন্দরী দেবী বল্লেন—ও একটা অদ্ভুত ছেলে। ওর আবার এই সব লৌকিকতা রক্ষার কর্ত্তব্য জ্ঞান মোটেই নেই। তুমি মিছামিছি যাবে। আমার মনে হয় সে আসবে না। এতক্ষণ হয় তো তার খাওয়া দাওয়া সব শেষ……

মা, বাবা, বনমালী, ধরণী বাবু মানে ষ্টাফ শুদ্ধ সব পার্ক-ষ্ট্রীটে শ্রাদ্ধ বাড়ীতে গেছে। কিঙ্কর আর শুভ্রা বাড়ী পাহাড়া দিচ্ছে। কিঙ্করের হাতে রবি বাবুর একখানা বই, বইএর যে জায়গায় তার আঙ্গুল ঢোকান সেটা হচ্ছে—"বিশ্ব যদি চ'লে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে, একা আমি ব'সে রব উদ্দেশ্য সাধিতে...

শুভ্রা হঠাৎ 'চোর' 'চোর' ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল কিঙ্কর। বাইরে বেরিয়ে দেখে—স্নিগ্ধা ওপরে আস্‌ছে। প্রায় আট দশ দিন কিঙ্কর আর একদম ওদের বাড়ী মুখো হ'তে পারেনি। স্নিগ্ধার আলু থালু চুল রুক্ষু সুক্ষু ভাব, শ্লথ বিন্যস্ত পোষাক দেখে কিঙ্করের চোখের জল আর বাঁধা মানলো না। উভয় পক্ষে কোন কিছু জিজ্ঞাসা বাদের পূর্ব্বেই স্নিগ্ধা এসে কিঙ্করের কাঁধের ওপর মাথাটা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

—ছিঃ, অমন ক'রে কাঁদে না, চুপ কর স্নিগ্ধা, লক্ষ্মী বোনটি আমার, তুমি তো সবই বোঝ—'ডেথ ইজ ইন্ এভিটেবল এণ্ড অফ্ লাইফ্, ইট উইল কাম, হোয়েন ইট উইল কাম।' মানুষের বেঁচে থাকাটাই হ'চ্ছে আশ্চর্য্য। তুমি যদি এভাবে ভেঙ্গে পড়, তা হ'লে হিরণ্ময়ের কথাটা একবার চিন্তা ক'রে দেখ দেখি, ব'লে নানা রকম সান্ত্বনা বাক্যে কিঙ্কর স্নিগ্ধাকে যখন ভোলাবার চেষ্টা ক'রছে আর তার ডান হাতটা স্নিগ্ধার মাথার থেকে পিঠ পর্য্যন্ত চুলের ওপর দিয়ে বারবার বুলিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কিঙ্কর ও স্নিগ্ধাকে সেই অবস্থায় এসে দেখে ফেলে সুরভি। সে তার মা'র কথা মত এসেছিলো তাদের বাইরে যাবার সংবাদটা হরসুন্দরী দেবীকে একবার জানাতে।

তপতী দেবীই সুরভিকে ঠেলেঠুলে পাঠান—অনেক দিন ওদের বাড়ীতে আমাদের যাওয়া হয় নি, ফিরতে কত দেরী হয় না হয় তুই গিয়ে একবার সকলের সঙ্গে দেখা ক'রে আয়।

মস্তবড় ব্লাণ্ডার ক'রে ফেলে—সুরভি।

বাড়ীতে কেউ কোথাও নেই। ওপরের ঘরে কেবল ওদের দু'জনকে ঐভাবে দেখে সে যেম্‌নি পা টিপে টিপে ওপরে উঠেছিলো ঠিক তেমনি নিঃশব্দে নীচে নেমে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। তার বুকের ভেতরে ঝড় যেন আর থামে না,—একি ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? এই বুঝি সে মাথা ঘুরে প'ড়ে গেল।

মাতালের মত টলতে টলতে নিজের ক্ষীণ দেহটাকে কোন মতে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে টেনে নিয়ে বাড়ী এসে আবার শুয়ে প'ড়ল।

কৈ মা, আবার শু'লি কেন? ওঠ। তোর দাদা টিকিট কাট্‌তে গেছে, এর পর দেরী করলে আর গাড়ী পাওয়া যাবে না।

সুরভির ইচ্ছের বিরুদ্ধে একবার আদিত্য বাবু, একবার তপতী দেবী যেন তাকে মাঝে মাঝে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কোনরকমে হাওড়ায় নিয়ে এসে পৌছলেন। তপতী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা কিছু বল্লো? সংক্ষেপে সুরভি শুধু উত্তর দিলো—বাড়ীতে কারো সঙ্গে দেখা হয় নি।

(১৩)

—তা হ'লে আর মিছিমিছি দেরী কেন? শুভস্য শীঘ্রং···

ডাক্তার মারা যাবার বোধ হয় মাস তিন চার পরে একদিন ব্রজকিশোর বাবু সত্যহরি ঘোষালকে কথাটা বল্লেন। শেষ পর্য্যন্ত ব্রজকিশোর বাবুর বাড়ী থেকেই স্নিগ্ধার বিয়ে হ'বে সব ঠিক হ'লো।

হরসুন্দরী দেবী তাঁর পিতৃদত্ত অর্থ থেকে দশহাজার টাকার একখানা কোম্পানীর কাগজ দিয়ে—আর পুষ্প দেবী, সত্যহরি বাবু যে তাঁর আগের পক্ষের স্ত্রীর যাবতীয় গহনা পত্রাদি তাকে দিয়েছিলেন সে সমস্তই দিয়ে তারা স্নিগ্ধাকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

সত্যহরি বাবু নিজে গিয়ে হেডমিষ্ট্রেসকে ব'লে এলেন— এবার আর আগের মত লেম্ এক্সকিউজ দিলে চল্‌বে না কিন্তু। কিঙ্করের মা বুড়ো মানুষ আপনারা সকলে গিয়ে তাঁকে একটু সাহায্য না করলে তিনি একা কিছুতেই পেরে উঠবেন না।

স্কুলের সেক্রেটারী হিসেবে কিঙ্করও হেডমিষ্ট্রেসকে নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন ক'রে এলো।

বিয়ের পর নতুন বর ক'নে যখন গাঁট ছড়া বেঁধে বাসর ঘরে সবে মাত্র এসে কড়ি খেলতে বসেছে, গার্লস স্কুলের হেডমিষ্ট্রেস এসে বল্লেন—কই সত্যহরি বাবু! আপনার পুত্রবধূ কেমন হ'লো চলুন দেখে আসি। অশোকের সঙ্গে হেডমিষ্ট্রেসের চোখোচোখি হ'তেই, সে যে কি নির্ব্বাক অভিনয় সেটা একমাত্র তারা দু'জন ছাড়া আর সেখানে কেউই বুঝতে পারলো না। অশোক মনে মনে ভাবলো— মনোরমার এখানে চাক্‌রী নেবার কি উদ্দেশ্য হতে পারে! খুব 'চেক' ক'রে নিল মনোরমা নিজেকে। কোন রকম একটা কথাও সে সেখানে দাঁতের ফাঁস করল না।—বাঃ বেশ খাসা বউ হ'য়েছে, ব'লে ওদিকে আর চেয়ে থাক্‌তে না পেরে হেডমিষ্ট্রেস নিজের মুখখানা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে চোকদু'টো বার দুই রুমাল দিয়ে মুছে একটু থতমত খেয়ে সত্যহরি বাবুকে বল্লো—আপনার বৌমাকে দেখতে অবিকল আমার ছোট বোনের মত।

বাসর জাগতে যে সব এয়ো বা কুমারীরা এসেছিলো শেষ রাত্রের দিকে তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কি একটা অসহ্য যন্ত্রণায় সারা রাত ছট্‌ফট্ ক'রেছে অশোক। লজ্জায় যন্ত্রণার কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারে নি স্নিগ্ধা। চুপ ক'রে চোখ বুজে শুয়ে থাক্‌লেও স্নিগ্ধার মন প'ড়ে আছে অশোকের কাতরাণির ভেতর।

—না এতো বড় আত্মপ্রবঞ্চনা অন্ততঃ স্নিগ্ধার মত সহজ

সরল মেয়ের কাছে কিছুতেই আমি গোপন ক'রতে পা'রব না ব'লে অশোক বিছানার ওপর উঠে বসতেই দেখে চারদিক প্রায় ফরসা হ'য়ে এসেছে।—না, না, এখনো দেরী আছে। চুপ·········ঐ বুঝি কাক কোকিল ডেকে উঠলো·········

অশোক আস্তে আস্তে স্নিগ্ধার গা' একটু ঠেলাদিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কৈ ঘুমুলে নাকি ? জেগে আছ না······ ?

—না ঘুমুই নি, জেগেই আছি, কেন ?

স্নিগ্ধার হাত দু'টো নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধ'রে অশোক বল্লো—সকালে আমার আর এ মুখ কাউকে দেখাবার উপায় নেই স্নিগ্ধা! বলো তুমি আমায় ক্ষমা ক'রবে ? আমি একটা মহা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।

—কি সব বাজে কথা বলছেন !

—একটিও বাজে কথা নয় স্নিগ্ধা ! টু দি কমা, কারেক্ট।

·········ভোরেই কুসুম ডিঙ্গে সেরে নিতে হ'বে। রাত থাক্‌তেই পুরুতঠাকুর এসে তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দিয়েছে।

স্নিগ্ধার সিঁথেয় সিঁদুর পরাতে গিয়ে অশোকের হাত কেঁপে গেল।

পুরুতমশায় বল্‌লেন—এইবার তুমি মা তোমার স্বামীকে প্রণাম কর। ব'লে তিনি কি একটা দরকারে বাইরে গেলেন। স্নিগ্ধা অশোককে প্রণাম ক'রে উঠতেই অশোক বল্‌ল—তুমি আমায় প্রণাম করলে বটে, কিন্তু আমি তোমার প্রণাম নেওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমার জীবনের

ইতিহাস শুনলে তুমি তোমার সমস্ত ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলবে স্নিগ্ধা।

—না ফেলব না। বলুন আপনার কি বলার আছে, একটু কিছু লুকোবেন না—একটুও কিছু ইতস্তত করবেন না। আমি আপনার সমস্ত কথাই আজ মন দিয়ে শুনব।

—তা হ'লে আমায় ছুঁয়ে আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর স্নিগ্ধা, আমার জীবন কাহিনী তোমার মনস্তাপের কারণ হ'লেও তুমি তোমার মন থেকে সেটা একেবারে মুছে ফেলবে।

জীবনের দৈনন্দিন সমস্ত ঘটনাই স্নিগ্ধাকে একেবারে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ ক'রল অশোক।

স্নিগ্ধা খানিকক্ষণ গুম্ মেরে ব'সে থাক্‌বার পর নিজের ইতিকর্ত্তব্য সব ঠিক ক'রে ফেল্‌লো।

ফুলশয্যার রাত্রে কি একটা ছুতো দিয়ে মনোরমাকে ডেকে এনেছে স্নিগ্ধা।

বালীগঞ্জ গার্লস স্কুলের বর্ত্তমান হেডমিস্ট্রেস রমাদেবীর পুরোনাম মনোরমা ঘোষাল সেটা অশোকের মুখে স্নিগ্ধা জানতে পারে।

একটু চালাকী ক'রে সাত পাঁচ, হেন তেন ক'রে মনোরমার অনেক রাত করিয়ে দেয় স্নিগ্ধা। ট্রাম বাস সব বন্ধ হ'য়ে যায়।

আজ সকাল থেকেই অশোকের শরীরটা খুব খারাপ। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। মনোরমার চোখও

ঘুমে ঢুলু ঢুলু। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার খাতা দেখা ও প্রমোশনের হিড়িকে নাকি তিন রাত ধ'রে তার মোটেই ঘুম হয় নি।

—উঃ কি গরম, ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরে শুলো অশোক। স্নিগ্ধা মনোরমাকে বল্লো—কিছু মনে করবেন না, পাখাটা নিয়ে আপনি একটু হাওয়া দিন তো, একঘেয়ে ফ্যানের হাওয়া উনি মোটেই পছন্দ করেন না, আমি এক্ষুণি আসছি। মনোরমা একখানা পাখা নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাট থেকে তু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে পাখা নাড়তে নাড়তে কখন যে ঘুমের ঢুলে দাঁড়ান থেকেই খাটের ওপর কাত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে নিজেই জানে না। অশোক ফের পাশ ফেরায় মনোরমার গায়ের ওপর হাত পড়তেই তার চমক্ ভাঙ্গে। জেগে উঠে মরমে ম'রে যায় মনোরমা। পালাবারও তার উপায় নেই। স্নিগ্ধা তুষ্টুমি ক'রে বাইরে থেকে ঘরের ছেকল তুলে দিয়েছে।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অশোক। জগতে যে ছবি আজ পর্য্যন্ত কেউ কখনো দেখেনি বা দেখলেও বিশ্বাস করে নি, আজ তার চোখের সামনে একি সেই জলন্ত প্রহেলিকা? মনোরমা উঠে গেলেও কল্পনায় যেন তার গা থেকে হাতটা উঠাতে পারে না অশোক। মনে হয় প্যারালিসিস্ হ'য়ে হাতটা একেবারে প'ড়ে গেছে। হীনবাক্, চলচ্ছক্তি রহিত অশোক 'ক্যালাস্' মেরে খাটের ওপর প'ড়ে রইল।

স্নিগ্ধা তার শ্বশুর শ্বাশুরী ওঠার আগেই ব্যাঙ্কের কাউন্টার মানে অশোকের ঘরের জানলার ভেতর হাত বাড়িয়ে বল্‌ল—ব্যাঙ্ক থেকে যে কিছু তুলতে এসেছিলাম। খুলবে কখন ?

—দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি। শীগগির দরজা খোল বলছি, ব'লে মনোরমা তেড়েফুঁড়ে জান্‌লার কাছে আস্‌তেই স্নিগ্ধা দু'পা পেছিয়ে গিয়ে বল্লো—বা রে কাল মনোরমা ব্যাঙ্কেই তো আমার লাইফ ব্যালান্স জমা দিয়ে গেছি, তবে জমা মানে 'ফিক্সড্‌ ডিপজিট্‌' তো নয়, 'সেভিংস একাউন্ট'। কি এমন অন্যায় ক'রেছি শুনি ?

—তুই খুল্বি দরজা ? কি সব ছেলেমানুষী করছিস বল তো ? এক্ষুণি বাড়ীর সবাই জেগে যাবে। দেখ্‌ছিস পূব দিকটা একেবারে লাল হ'য়ে গেছে।

—বেশ তা হ'লে আগে একটা দিব্যি করুন।

তাড়াতাড়ি ছুটি পাবার আশায় মনোরমা বল্লো—হ্যাঁ করলাম, কিন্তু কিসের দিব্যি শুনি ?

—আপনার ছোট বোন ব'লে আমাকে চিরদিন আপনার পাশে রাখার ব্যবস্থা ক'রে নেবেন ?

মহা ফাঁপড়ে পড়্‌লো মনোরমা। কিন্তু উপায় নেই, শেষ পর্য্যন্ত অশোকের পা ছুঁয়ে মনোরমাকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়ে ঘরের ছেকল খুল্‌ল স্নিগ্ধা।

এত কথার মধ্যেও অশোকের মুখে একটু 'রা'

নেই। সে বালিশে মুখ গুঁজে চুপ ক'রে মরার মত প'ড়ে আছে।

*   *   *   *

সর্ব্বদা কি যেন ভাবতে ভাবতে অশোক দিন দিন হাড়কঙ্কাল সার হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো। স্নিগ্ধা সত্যহরি বাবুকে একদিন রাত্রে বল্‌ল—বাবা, আমি একটা মস্ত বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি।

—কি অন্যায় মা, কি ক'রেছো?

—আপনার ছেলের এই রোগের একমাত্র কারণই হ'চ্ছি আমি।

—তুমি কি বল্‌ছো মা? ও সব বাজে কথা আর আমি কিচ্ছু শুন্‌তে চাই না।

স্নিগ্ধা তখন তার শ্বশুরকে বোম্বে থাকার সময় অশোক যা-যা ক'রেছিলো সমস্ত কথাই খুলে বল্‌ল।

—তাই নাকি? গার্ল'স স্কুলের হেডমিষ্ট্রেস্‌ তা হ'লে আমার বড় বৌ মা হন? আহা বড্ড ভাল মেয়েটি!

সত্যহরি বাবু তাঁর নিজের প্রতিচ্ছবি অশোকের ভেতর দেখে মুখটা যেন একটু কেমন ক'রে বল্লেন—জানলে মা, ছেলে বেলায় আমি ভয়ানক দুরন্ত ছিলাম। মা আমাকে প্রায়ই বল্‌তেন—"আমারে বধিলে তুমি, তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।" কথাটা এখন বেশ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি অশোককে দিয়ে।

স্নিগ্ধা বল্লো—সে সব কথা পরে হবে বাবা। এখন চেঞ্জে কোথাও চলুন, ওঁর মনটা একটু অন্যমনস্ক হ'লে হয় তো শরীরটা ভাল হ'তে পারে।

পাশের বাড়ীর একটা মেয়ে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইছিলো—'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, যে নদী মরুপথে হারালো ধারা·········

না, না, ফুল ফুট্‌তে না ফুট্‌তে কিছুতেই আমি তাকে ঝ'রে যেতে দেবো না। ওরে বন্ধ কর! জানালাটা বন্ধ কর্‌!

যে দিক দিয়ে আওয়াজটা আসছিলো স্নিগ্ধা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সে দিক্‌কার পাল্লাটা বন্ধ করে দিলো।

*   *   *   *

কামার পুকুরের হরিদাসী স্নিগ্ধাকে একদিন বল্লো—তুমি মা আমাদের জাগ্রত ওলাই চণ্ডীর কাছে গিয়ে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষে ক'রে শাঁখা সিঁদূর বন্ধক দাও সাক্ষাৎ কাঁচা-খেকো দেবতা হ'লেও তাঁর অসীম দয়া। আমি বলছি তোমার আশা তিনি নিশ্চয়ই পূরণ করবেন। তবে এর কতকগুলো নিয়ম আছে। যে শনি কিম্বা মঙ্গল বারে চতুর্দ্দশী পড়বে সেই দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গিয়ে মায়ের পূজো দিতে হ'বে।

সব রকম চিকিৎসায় হতাশ হ'য়ে স্নিগ্ধা শেষ পর্য্যন্ত হরিদাসীর কথা মত একদিন তাকে নিয়ে ওলাই চণ্ডীর কাছে গিয়ে শাঁখা সিন্দুর বন্ধক দিয়ে এলো—মা! তুই যদি

আমায় এই অবস্থায় দেখে খুশী হ'স তবে এই নে আমার সধবার প্রতীক। নইলে আমার জিনিষ আমায় ফিরিয়ে দে! .....

পুষ্প স্নিগ্ধাকে ঐ বেশে দেখে বল্লো—ছিঃ বৌ মা! সধবার কি এ সাজ ভালো দেখায়?

—কিন্তু আর তো কোন উপায় নেই মা। আপনার ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে না ওঠা পর্য্যন্ত আমার যে ওসব আর পরার কোন অধিকার নেই। আমি যে ওগুলো মা চণ্ডীর পায়ে বাঁধা দিয়েছি।

* * * *

অশোককে ঐ অবস্থায় ছেড়ে পুষ্প কিছুতেই স্থির হ'য়ে বাড়ী থাকতে পারবে না ব'লে সত্যহরি বাবু, পুষ্প, অশোক, আর স্নিগ্ধাকে নিয়ে ওয়াল্টিয়ারে বেড়াতে গিয়ে 'পিরোজ ম্যানসনে' উঠ্‌লো।

মনোরমা স্কুল এখনো ছাড়ে নি, অবশ্য আজকাল সে সত্যহরি বাবুর বাড়ী থেকেই স্কুলে যাতায়াত করে। কেউ কেউ বলে—হেডমিষ্ট্রেস নাকি অশোকের আগের পক্ষের স্ত্রী। আবার কেউ কেউ বলে—স্কুল বোর্ডিং ভেঙ্গে ফের নতুন ক'রে তৈরী হ'বে ব'লে সত্যহরি বাবু হেডমিষ্ট্রেসকে দয়া করে তাঁর বাড়ীতে থাক্‌তে দিয়েছেন।

* * * *

চিন্ময় পুরীতে স্নিগ্ধার বিয়ের খবর দিয়ে পর পর তিন

খানা চিঠি লিখেও সুরভিদের কোন উত্তর না পেয়ে ছুটে এসেছে কিঙ্করের কাছে—সুরভি তোকে কোন চিঠিপত্র কিছু দিয়েছে?

কিঙ্কর বল্লো—তুই তার হ'লি নিজের ভাই, তোকে যখন দেয় নি তখন আমি হ'লাম থার্ড পারসন, সিঙ্গুলার নাম্বার, আমায় দিতে যাবে কেন?

—সে যাই বলিস আমি কিন্তু ভয়ানক্ ভাবনায় প'ড়ে গেছি। একে বোনটার ওই শরীর, তার ওপর মা-ও তথৈবচ। একটা হিতে বিপরীত হ'লে বাবা একলা কি করবেন তাই ভাবছি।

কি—ওঁরা যে হঠাৎ পুরীতে গেলেন কৈ আমরা তো কিছু জানতে পার্‌লাম না!

চি—কেন, সুরভি তো যাওয়ার দিন তোদের বাড়ীতে এসেছিলো।

*   *   *   *

কোথাও গিয়ে শান্তি নেই সুরভির।

তার চোখের সাম্‌নে পৃথিবীটা যেন একেবারে তালগোল পাকিয়ে ক্রমশঃ রসাতলের দিকে চ'লে যাচ্ছে, চতুর্দ্দিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। পুরীতে তিন দিন থাকার পরই তার মনের ঢেউ সমুদ্রের ঢেউকে 'সুপারসিড্' করল। আদিত্য বাবু তখন সুরভিকে নিয়ে 'রম্ভায়' চ'লে যান। যদি সেখানে 'চিল্কা লেক'টা দেখে তার মনের কিছু পরিবর্ত্তন হয়। কালি-

কাটের রাজ বাড়ীর আদর আপ্যায়ন সত্ত্বেও দু'দিন পরেই চিল্কায় অরুচি এসে পড়ে সুরভির। সে বলে—চলো বাবা, এখানে আর মোটেই ভাল লাগছে না অন্য কোথাও যাই।

—কোথায় আর যাবি মা? আদিত্য বাবু একটু ভেবে বল্লেন—আচ্ছা, চল তবে ওয়াল্‌টিয়ারে যাই।

যখনকার কথা বলছি তখন ওয়াল্‌টিয়ারে সমুদ্রের ধারে থাকার নেটিভ চেঞ্জারদের জন্যে ঐ একমাত্র জায়গা ছিলো 'পিরোজ ম্যানসন'।

বেলা একটা নাগাদ অনেক লট্‌বহর নিয়ে একখানা ডাণ্ডি পিরোজ ম্যানসনের গেট দিয়ে ঢুক্‌তেই দোতলা থেকে পুষ্প দেখলো—সুরভি আর তপতী দেবী ডাণ্ডির পেছনে আর সামনের দিকে ব'সে আদিত্য বাবু।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন পুষ্প দেবী,—আসুন আসুন দিদি, আসুন আসুন। আপনারা হঠাৎ এসময় এখানে .....?

তপতী দেবী নিজের পরিচিত লোক পেয়ে আহ্লাদে গদ গদ হ'য়ে বল্লেন—আর বলো না ভাই! মেয়েটা আমায় একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ ক'রে খেল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে পুরী, দু'দিন পরেই রম্ভা তারপর এই তো এখানে। রাত পোহালে যে আবার তাঁর কোথায় বাই উঠবে, ভগবান জানেন! তারপর—তোমরা এখানে কে কে? কর্ত্তা এসেছেন নাকি?

শ্বাশুরীর তখনো খাওয়া হয় নি, তাঁর ওপরে আসতে দেরী দেখে স্নিগ্ধা তাঁকে ডাকার জন্যে নীচে নামতেই, সুরভি আর সে একেবারে সাম্‌না সাম্‌নি .....

'যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়' কথাটা যিনি লিখেছিলেন সুরভি যদি তাঁর এখন দেখা পেতো তা হ'লে হয়তো সে তার গলার হারটা খুলেই লেখককে বকশিস্‌ দিয়ে দিতো।

কে আগে কথা বলবে, দু'জনেই যখন একটু ইতস্তত করছে তখন স্নিগ্ধাই আগে বল্লো—'ওয়ার্ল্ড ইজ রাউণ্ড' এটা যে খালি জিওগ্রাফিক্যাল প্রুফ তা নয় আমরা হ'লাম এটার য়্যানিম্যাল প্রুফ, কি বল সুরভি ?

পরে কথা হবে, ব'লে সুরভি ভেতরে গিয়ে বস্‌তেই তার মাথা বন্‌ বন্‌, কান ঝন্‌ ঝন্‌, পা টন্‌ টন্‌, মানে একেবারে যেন দুনিয়ার উপসর্গ এসে তাকে ঘিরে ধরল। সুরভি ভেবেই পায় না—পৃথিবীর মধ্যে কি এমন একটু জায়গা ফাঁক নেই যেখানে সে দু'দণ্ড হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারে ? কিঙ্করকে সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। কারণ সে নিজে চোখে যেটা দেখেছে সেটা তো কিছুতেই অবিশ্বাস করবার নয়। তবে একটা খটকা সুরভির মনের মধ্যে হ'লো—স্নিগ্ধা অশোকের সঙ্গে ওয়াল্‌টিয়ারে বেড়াতে এলো কেন ? অবশ্য হ'তেও পারে, সত্যহরি বাবু নাকি আজকাল কিঙ্করের কথায় ওঠা বসা করেন।

—কি, মা! কালকের আবার পোগ্রাম কোথায়? আদিত্য বাবু মেয়েকে এসে কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই—নমস্কার দাদা, নমস্কার, নমস্কার বলে সত্যহরি বাবু খেয়ে দেয়ে একটু খোস গল্প করতে নীচে এলেন।

ওয়াল্‌টিয়ারে আসার আগে সত্যহরি বাবু স্নিগ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিতে সমস্ত ভার দিয়ে এসেছিলেন কিঙ্করের ওপর কারণ ওরকম একটা গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজে কিঙ্করই হ'চ্ছে ওন্‌লি এক্সেপসান।

ম্যানেজার ধরণী বাবু ব্রজকিশোর বাবুকে বল্লেন—তা হ'লে তো আমাদের কিঙ্কর বাবুকে চীনে যেতে হয় উপযুক্ত ট্রেনিং নিতে। কারণ 'সমাজ সংগঠন' বা পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের পরিপোষকতায় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হ'লো আজ চীন। তা আপনাদের কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আমি পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি যেখানে যা লাগে তার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রব। আপনি এক কাজ করুন, ব্যাঙ্কের পার্সেন্টেজটা কিছু বাড়িয়ে দিন।

* * * *

সেদিন সকালের বাঁটে পিয়ন 'পিরোজ ম্যানসনের' গেটে সুরভিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার হাতে তিন চার খানা বাংলা চিঠি দিয়ে গেল। সুরভি তাড়াতাড়ি ঠিকানাগুলো দেখে—দেখলো কিঙ্করের লেখা একখানা খাম, য়্যাড্রেস্‌ড টু স্নিগ্ধা.........

দোতলায় কেউ তাকে লক্ষ্য ক'রেছে কিনা একবার ওপরের দিকে চোখ বুলিয়েই সুরভি খামখানা চট ক'রে ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে সেটা নিশ্চিন্তে পড়ার একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজতে লাগলো।

—বাবা, তোমরা তা হ'লে ঘুমোও আমি চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে একবার চার্চ্চটা এই ফাঁকে দেখে আসি।

প্রায় শ'খানেক সিঁড়ি ভেঙ্গে চার্চ্চের বারান্দায় উঠে খামখানা ছিঁড়ে যেন আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে পড়তে পারে না সুরভি। এক লাইন পড়ে আর খালি পেছন ফিরে চায়—ঐ বুঝি কে এলো, ঐ কার পায়ের শব্দ! এই স্নিগ্ধার হাতে ধরা প'ড়ে গেলাম। নাঃ এখানে ঠিক হবে না।···

সুরভি যেন চিঠিখানা নিয়ে চার্চ্চের চতুর্দ্দিকে ফেরারী আসামীর মত পুলিশের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো।

*　　*　　*　　*

তিনদিকে পাহাড় একদিকে সমুদ্র ঘেরা ওয়াল্‌টিয়ারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অশোকের মন ভুলে গেল। মনের ক্রিয়া চট ক'রে দেহের পরিবর্ত্তন এনে দেয়। অল্পদিনের মধ্যেই তার হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পেলো অশোক। স্নিগ্ধা তার মাথার মণি হ'য়ে উঠলেও মনোরমাকে সে ওয়াল্‌টিয়ারে এসে তিনখানা চিঠি দিয়েছে। অবশ্য মনোরমা তাকে একখানারও জবাব দেয় নি তবে স্নিগ্ধাকে সেদিন লিখেছে—

ব্যাঙ্ক রিলায়েবল্, ফেল মারার কোন ভয় নেই, তবে ইণ্টারেষ্ট পেতে দু'বছর......... ।

এতো লুকোচুরী, এ তো সি, আই, ডি গিরি ক'রেও শেষ পর্য্যন্ত সুরভির আর অনুতাপের সীমা নেই। স্নিগ্ধাকে লেখা কিঙ্করের চিঠি প'ড়ে সুরভির চোখের জল টস্ টস্ ক'রে সেই চার্চ্চ থেকে সোজা সমুদ্রের বুকে প'ড়ে সমুদ্র-জলকে ব্যথিত ক'রে তোলে। খামের ভেতরে দু'খানা চিঠি। একখানা স্নিগ্ধাকে লেখা—একখানা সুরভিকে। স্নিগ্ধাকে লিখেছে—স্নেহের বোন স্নিগ্ধা, এই মাত্র চীনে যাবার ভিসা পেলাম। ৭ই জুলাই সকালে প্লেন ছাড়বে। সুরভিদের অনেকদিন কোন খবর নেই। তারা কোথায় আছে জানি না। এ সময় যদি সে এখানে থাকতো— আমি মা ও বাবার সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পারতাম। কাকাবাবু ও কাকীমাকে আমার নমস্কার দিও, তুমি ও অশোক আমার ভালবাসা নিয়ো। হিরণ্ময় তার বড়দির কাছে ভালই আছে। ইতি—তোমার কিঙ্কর দা। পুঃ—সুরভির সঙ্গে কোনদিন দেখা হ'লে তার এই চিঠিখানা দিয়ে দিও।

—প্রিয় সুরভি, পটের পর পট এসে জীবনের রঙ্গমঞ্চে আমায় এতদিন শুধু দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সময় একটুও অবসর দেয় নি তোমাকে আমার অন্তর দুয়ারে নিয়ে যেতে। বলতে পারি নি একটাও মনের কথা, দেখাতে পারি নি হৃদয়-ছবি। আজ অভিনয়ের ক্ষণিক অবকাশে বিদেশ যাচ্ছি। যাবার

প্রাক্কালে অন্তর দুয়ার ঝাড় দিতে গিয়ে দেখি লুপ্ত আশার একটা গুপ্ত কাহিনী উঁকি মারছে। সেদিন তোমার পূজো নিতে যখন অশোকের সঙ্গে আমিও গিয়ে মণ্ডপে পৌঁছুলাম তখন দেখি রোদ উঠে গেছে। রোদের ঝল্‌কানিতে আমার চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেল। সেই ঝাপ্‌সা চোখে তোমার মুখ দেখে মনের কথা তখন কিছু বুঝতে পারি নি।

ইতি কিঙ্কর—

*　　　*　　　*　　　*

সন্ধ্যায় হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে এলো সুরভি। মেয়ের মুখে হাসি দেখে মা, বাপের আনন্দ আর ধরে না।

তার চেহারাটা যেন বেশ 'জলি' 'জলি'। সমস্ত শরীরে যেন হঠাৎ একটা সজীবতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

—বাবা, টাইম টেবিলটা একবার দেখ তো......... ম্যাড্রাস মেল হাওড়ায় গিয়ে কখন পৌঁছুচ্ছে।

মেয়ের কথা শুনে আদিত্য বাবু একটু ভ্রূকুচকে একবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তারপর ভয়ে ভয়ে বল্লেন—কেন আবার ম্যাড্রাস মেলে তোমার কি দরকার পড়ল ?

—পরশু দুনিয়া ওলট পালোট্ হ'য়ে গেলেও আমাকে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছুতেই হ'বে।

তপতী দেবী বল্‌লেন—নাঃ বাস্তবিকই তোর মাথায় দু'টো ঘুরঘুরে পোকা আছে।

—চিঠির কথা একদম গোপন ক'রে গেল সুরভি। প্রথমে

বায়না, পরে জিদ্, শেষে মেয়ের কান্নাকাটি দেখে আদিত্য বাবু বাধ্য হলেন সেই দিনই ডাউন মাদ্রাজ মেল ধরতে।

বেজোয়াডা, কোট্টাপেটাচকের একজন ম্যাড্রাসী ভদ্রলোকও প্লেনে যাবেন। গাড়ীতে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে সুরভি প্লেন ছাড়ার 'রাইট টাইমটা' জেনে নেয়। হিসেব ক'রে দেখে তাদের গাড়ী হাওড়ায় এসে 'ইন্' করবার তিন ঘণ্টা পরে এরোড্রাম থেকে প্লেনটা ছাড়বে। সুরভি মনে মনে ভাব্‌লো এত আগে কিঙ্কর নিশ্চয়ই বাড়ী থেকে বেরুবে না। সুতরাং সে বাড়ী গিয়েই তাকে ধ'রতে পারবে।

ধরা ইজিকল্‌টু সব প্রোগ্রাম ক্যানসেলড্।

রাস্তায় যেখানে যেখানে ডিষ্ট্যাণ্ট সিগন্যাল না পেয়ে গাড়ীটা একটু দাঁড়াচ্ছে বা কোন ষ্টেশনে একটু ডিটেণ্ড হ'চ্ছে সুরভি রাগের চোটে রেল কর্ম্মচারীদের শুনিয়েই ব'লছে—আরে দূর্ দূর্ এই টিক্‌টিকিয়া প্যাসেঞ্জারের আবার নাম রেখেছে মেল। মেল, না—মাল? যদি ঠিক টাইমে গাড়ী হাওড়ায় না গিয়ে পৌছোয় তবে আমি ডি, টি, এস কে একবার দেখে নেবো। গাড়ীর ভেতরে তপতী দেবী সুরভিকে শুনিয়ে আদিত্য বাবুকে বল্লেন—যাক্, এটা ভালই হ'লো অশোকের সঙ্গে স্নিগ্ধার বিয়ে হ'য়ে কি বলো?

সুরভি একটু অবাক্ হ'য়ে মাকে জিজ্ঞেসা করল—ওর কি বিয়ে হ'য়ে গেছে? কিন্তু কৈ স্নিগ্ধার মাথায় তো সিঁদুর দেখ্‌লাম না! আর, এর মধ্যে বিয়ে হ'লই বা কবে?

ত—সেই কথাই তো ওর শ্বাশুরীর কাছে শুনছিলাম—আমরা পুরীতে চ'লে আসার পর ব্রজকিশোর বাবুর বাড়ী থেকেই স্নিগ্ধার বিয়ে হয়। বিয়ের নাকি দশ বার দিন পর থেকেই অশোক একেবারে মরণাপন্ন হ'য়ে প'ড়ে। বাঁচার কোনরকম আশাই ছিল না। কামার পুকুরে ওলাই চণ্ডীর কাছে স্নিগ্ধা শাঁখা সিঁদূর বন্ধক রে'খে অশোককে ফিরিয়েছে। যাক্ একটা নতুন জিনিষ জানা গেলো। সধবাদের ঠাকুরকে জব্দ করার এটা একটা ব্রহ্মাস্ত্র।

*　　　*　　　*　　　*

গাড়ী যত জোরেই ছুটুক না ছুটুক সুরভির মন তার আগে লক্ষগুণ জোরে ছুট্‌ছে, এর মধ্যে যে সে মনে মনে কতবার বাড়ী এসে ফের তাদের গাড়ীটা কদ্দূর এলো না এলো দেখ্‌তে গেছে তার আর লেখা জোখা কিছু নেই, কিন্তু না'চার। হাওড়া যেন আজ বিলেত হ'য়ে গেছে। রাস্তা আর কিছুতেই ফুরোয় না আর ফুরোবেও না।

গাড়ীতে সুরভি এতক্ষণে তার মা'কে কিঙ্করের লেখা চিঠিখানা দেখানোতে তিনিও একটু অতিরিক্ত ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন টাইমের 'স্যারো মার্জিন' দেখে।

আড়াই ঘণ্টা লেট্ আসতে আসতে ম্যাড্রাস মেল যখন হাওড়া এসে পৌছুলো তখন দেখা গেল আধঘণ্টা লেট্ মেক্ আপ ক'রেছে।

আদিত্য বাবুদের আসার কোন নিশ্চয়তা না থাকায়

চিন্ময়কে বাড়ীর গাড়ী নিয়ে আসার কথা কিছু জানানো হয় নি সুতরাং সুরভি হাওড়ায় নেমেই একখানা ট্যাক্সী 'ফ্লাগ ডাউন' হ'লো কি না হ'লো সেটা না দেখেই তাতে উঠে পরল।

আদিত্য বাবু বল্লেন—তুই তা হ'লে সোজা সাউদার্ণ এভিনিউয়ে চ'লে যাবি, আমরা বালীগঞ্জ গার্ডেন্‌স হ'য়ে পরে আসছি।

*　　　*　　　*　　　*

ব্রজকিশোর বাবু আর এরোড্রামে যান নি। কিঙ্কর মা, বাবার আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প'ড়েছে। ধরণী বাবু কিঙ্করকে 'সি অফ্‌' করতে গেছেন। কিঙ্কর চ'লে যাবার একটু পরেই একখানা ট্যাক্সি এসে ব্রজকিশোর বাবুর বাড়ীর সামনে দাঁড়াতে তিনি ভাবলেন কিঙ্কর আবার ফিরে এল কেন? দোতলায় উঠ্‌তে যাচ্ছিলেন নীচে নেমে এসে দেখেন—গাড়ী থেকে নামলো সুরভি।

—কি মা, তুমি এখন কোত্থেকে······?

—কিঙ্করদা কি চলে গেছেন?

—হ্যাঁ, এই তো একটু আগেই বেরুল।

—এরোড্রোমে গিয়ে ধরা যাবে?

—বোধ হয় যাবে।······

কিঙ্কর চ'লে গেছে শুনে সুরভির যে তখন কি অবস্থা সেটা কল্পনাতীত।

পাঞ্জবী ড্রাইভার।

সুরভি ঠিক তার পায়ে ধরার মত ক'রে বল্লো—ড্রাইভার! তুমি যা চাও তাই দেবো একটু জোরে চালাও। বাংলা বুঝতে পারে নি মনে ক'রে ফের বল্লো—দেখো ড্রাইভাই তুম্ যো কুছ মাঙ্গেগা হাম ওহি দেঙ্গে। মগর্ জল্‌দি যানা। সোনা, চান্দি, ই'য়ে হাত ঘড়ী তোমারে লিয়ে বকশিস্ রাখা গায়া, আউর জল্‌দি চলো, আই মিন আউর আউর...

হোপলেস্। প্লেন ছাড়ার আর ৭ মিনিট বাকী। চোখটা সুরভির রিষ্টওয়াচের ওপর পড়তেই সে চেঁচিয়ে উঠলো—কিয়া, স্পিড তোমারা সব খতম্ হো গিয়া? কম্‌বখত কাঁহিকা, কাঁহাসে এক্‌ঠো রদ্দি গাড়ী উঠায়কে লে আয়া।···

মোটা একটা দাঁও মারার আশায় ড্রাইভার ওভার স্পীড দিয়ে দিলে······

*　　　*　　　*　　　*

দায় পড়লে রায় মশাই।

যে সুরভি জীবনে কোনদিন ভগবান বিশ্বাস ক'রত না বা ঠাকুর দেবতার কোন অস্তিত্ব আছে ব'লে স্বীকার ক'রত না—আজ সেই সুরভি, সেই ভগবানের শরণাপন্ন। রক্তের তেজ আজ কিছু কম ব'লে মনে হয়।

হঠাৎ একটা বিকট শব্দের পর বোঁ-ও-ও-ও ক'রে একটা আওয়াজ যেন সুরভির কানে এলো······ওকি! কিসের আওয়াজ?

ট্যাক্সির বডিখানা এই মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে চূরমার ক'রে ফেল্লে হয়তো সুরভি দেখতে পেতো শব্দটা কিসের বা কোত্থেকে আস্‌ছে...

—মাইজী, জল্‌দি উতর্ যাইয়ে, বহুত জল্‌দি।

ড্রাইভার গাড়ী থেকে ছিটকে বেরিয়ে প'ড়ল—উতর্ যাইয়ে মাইজী, উতর্ যাইয়ে। ঢ্যাক্সিমে আগ লগগায়া।

সুরভি হতভম্ব!

ড্রাইভার অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাকে গাড়ী থেকে টেনে বার করার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সিখানা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুরভি আকাশের দিকে তাকাতেই দেখলো—কুণ্ডলীকৃত ধূম্ররাশির ভেতর দিয়ে একখানা প্লেন পাস্ ক'রে যাচ্ছে।